উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুমরাহর ফোলা পিঠ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে » ১১

বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ শহর কলকাতা

১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল কলকাতা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ২৭° | ২৭° | ২৭° | ২৭° |
| সর্বনিম্ন | ১২° | ১০° | ১২° | ১২° |

ট্রাম্পের শপথে যাচ্ছেন জয়শংকর » ১০

শিলিগুড়ি ২৮ পৌষ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 13 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 235

# স্যালাইন সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেই

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দিষ্ট সংস্থার তৈরি স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে ২৪ ঘণ্টা আগে। তারপরেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সেই স্যালাইন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। কয়েকটি হাসপাতাল স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা পায়নি বলে অভিযোগ করছে। স্যালাইনটির প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি স্বাস্থ্য দপ্তর।

অথচ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস নামে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার ওই সংস্থাকে গত মার্চ মাসেই কালো তালিকাভুক্ত করেছিল কর্ণাটক। এই সংস্থার মূল অফিস শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে। সংস্থার তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে রয়েছেন কৈলাশকুমার মিক্রকা, নীরজ মিত্তাল ও মুকুল ঘোষ। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন জেলার হাসপাতালও কর্ণাটকের মতোই রিপোর্ট দিয়েছিল স্বাস্থ্য ভবনে। তারপরেও এতদিন ওই সংস্থার স্যালাইন রাজ্যজুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিক মানছেন, 'এই স্যালাইন নিয়ে আমাদের সন্দেহ ছিলই।' তবে তাঁর বক্তব্য, 'মেদিনীপুরের ঘটনার পরে শুধুমাত্র রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।' অভিযোগ, শনিবারও রায়গঞ্জ মেডিকেলে প্রায় ২০০ জন রোগীকে ওই স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালেও ব্যবহার হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, স্যালাইনটি বন্ধের নির্দেশিকা রাত পর্যন্ত তারা পায়নি। রায়গঞ্জে কার গাফিলতিতে কালো তালিকাভুক্ত স্যালাইন দেওয়া হল, তা নিয়ে মুখে কুলুপ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের। যদিও রায়গঞ্জ মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত সুপার বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার পরিবারের কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে আমি এই স্যালাইন ব্যবহার করতে দেব না। আমাদের কাছে গতকাল দুপুর পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি। শুধু আপাতত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক স্নেহাশিস দত্তেরও বক্তব্য, 'গতকাল রাত পর্যন্ত আমাদের কাছে এই স্যালাইন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ছিল না।' মালদা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভৌমিকের অবশ্য সাফাই, 'রাজ্য থেকে লিখিত নির্দেশিকা না পেলেও আমরা সমস্ত হাসপাতালে এই স্যালাইন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছি।'

কলকাতায় স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তা অবশ্য জানিয়েছেন, বুধবারের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর পদক্ষেপ করবে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপার কল্যাণ খান বলেন, 'প্রায় চার মাস আগে ওই স্যালাইন দেওয়ায় আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজন রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কিডনি প্রায় অচল হয়ে যাওয়ায় দ্রুত ডায়ালিসিস দিতে হয়।'

তিনি জানান, 'সন্দেহ হওয়ায় জলপাইগুড়ি মেডিকেলে রিংগার ল্যাকটেটের ব্যবহার বন্ধ করে স্বাস্থ্য ভবনকে জানানো হয়েছিল।' তারপরেও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা শংকর ঘোষ বলেছেন, 'এই স্যালাইনে ক্ষতি হচ্ছে বলে রিপোর্ট এলেও সরকার এতদিন চুপচাপ থেকেছে।'

তাঁর অভিযোগ, এভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এর দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে স্যালাইন, ইনজেকশন সহ ১৪ প্রকার চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে কলকাতায় সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের মাধ্যমে বরাত দেওয়া হয়। *এরপর আটের পাতায়*

## রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় প্রশ্ন

*বিতর্কের কেন্দ্রে।। চোপড়ার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস।*

# ল্যাব ভেদে ভিন্ন রিপোর্ট

## শিকার হচ্ছেন রোগীরা

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব সন্তোষ কর্মকার প্রায় প্রতি মাসেই ব্লাড সুগার পরীক্ষার জন্য হাকিমপাড়ারই একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যান। তাঁর ব্লাড সুগারের মাত্রা অনেকটাই বেশি থাকায় তাঁকে ওষুধ খেতে হয়, তেমনি ইনসুলিনও নিতে হয়। গত সপ্তাহে তিনি ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করেন। বিকেলে রিপোর্ট দেখে, তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। সুগার স্বাভাবিকের চাইতে অনেকটাই কম। খুশি হওয়ার পরিবর্তে মনে সন্দেহ হয় সন্তোষবাবুর।

পরদিন তিনি সোজা চলে যান হিলকার্ট রোডের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। সেখানে রিপোর্ট আবার সেই গতবারের মতোই। ব্লাড সুগার কমে যাওয়ার রিপোর্ট যে ঠিক নয়, সেটা তিনি বুঝতে পারেন। শরীরে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলেও যে ধরনের অসুবিধা থাকার কথা, তার সবক'টি প্রায় থাকাতেই তাঁর রিপোর্ট সম্পর্কে সন্দেহ হয়েছিল।

সন্তোষবাবুর ঘটনা শুধু একটা উদাহরণ মাত্র। শিলিগুড়িতে এরকম প্রচুর রোগী রয়েছেন যাঁদের হাতে দুই-তিনরকম রিপোর্ট পর্যন্ত চলে আসছে। যার ফলে কোন রিপোর্ট সঠিক, সেটাই তাঁদের বোধগম্য হয় না। আসলে শহরের অধিকাংশ ল্যাব এনএবিএল (ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ) অনুমোদিত না হওয়ার কারণেই ভুগতে হয় সাধারণ মানুষকে।

শিলিগুড়িতে একেকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে রিপোর্ট আসে একেকরকম। তাই সেই রিপোর্ট দেখে ওষুধ দিতে গিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন চিকিৎসকরাও। সেই কারণে নির্দিষ্ট কিছু ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রিপোর্ট ছাড়া অন্য কোনও জায়গার রিপোর্ট নিয়ে গেলে দেখতেও চান না ডাক্তারবাবুরা। অথচ কীভাবে দিনের পর দিন ধরে রিপোর্টের এই তারতম্য থাকছে তা বুঝতে পারছেন না রোগী কিংবা তাঁর পরিজনরা। কলেজপাড়ার বাসিন্দা বাসন্তী সাহার বক্তব্য, 'কিছুদিন ধরে পেটে ব্যথার জন্য ডাক্তার দেখাই। ডাক্তারবাবু কিছু পরীক্ষা করাতে দেন। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবুর সন্দেহ হয়। তিনি ফের আমাকে পরীক্ষা করাতে বলেন। দুটি রিপোর্টে দেখা যায় অনেকটাই হেরফের।'

শিলিগুড়িতে পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলি বলতে গেলে এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হাকিমপাড়া, কলেজপাড়ার মতো এলাকাগুলিতেই প্রায় ২০-২৫টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, একটির সঙ্গে আরেকটির রিপোর্টের কোনও মিলই নেই। শুধু তাই নয়, একেক জায়গায় রক্ত পরীক্ষার জন্য চার্জও একেক রকম হয়। প্রধাননগরের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে লিভার ফাংশন টেস্টের জন্য ৮০০ টাকা নেওয়া হলেও হাকিমপাড়ার একটি সেন্টারে নেওয়া হয় ৫০০ টাকা। এই রকম অভিযোগ রয়েছে ভূরিভূরি।

যদিও কোনও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্ণধারই এই অভিযোগ মানতে রাজি হননি।

তবে একেক জায়গায় একেক রকম রিপোর্টের কারণে মাঝেমধ্যেই বিরক্ত হন চিকিৎসকেরা। শিলিগুড়ির চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তী বলেন, 'এখানে যত ল্যাব আছে তার মধ্যে খুব কম ল্যাবেরই কোয়ালিটি কন্ট্রোল রয়েছে। এনএবিএল অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি খুব কম রয়েছে। অনেক ল্যাবই এনএবিএল অ্যাক্রিডিটেড নয়। এনএবিএল অ্যাক্রিডিটেড হলে সেখানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল থাকে। বড় বড় ল্যাবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল থাকে। কিন্তু ছোট ল্যাবগুলিতে এসব থাকে না।' ডাঃ দেবাশিস পালের কথায়, 'রোগীর যে উপসর্গ সেইমতো আমরা পরীক্ষা করাতে বলি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্ট দেখে আমাদের সন্দেহ হয়। সেক্ষেত্রে আমরা ফের রোগীকে পরীক্ষা করাতে বলি।'

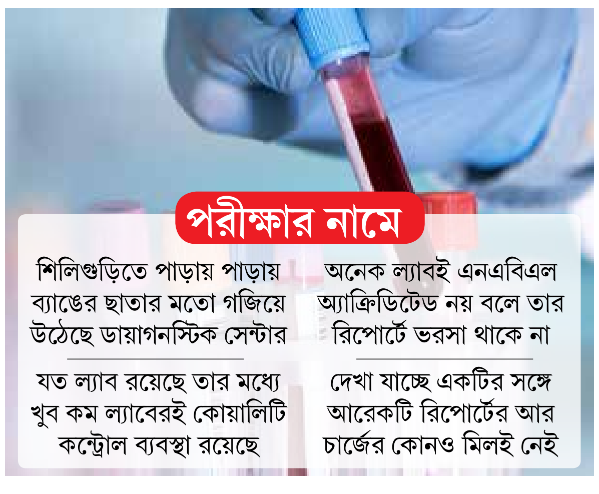

### পরীক্ষার নামে

- শিলিগুড়িতে পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার
- যত ল্যাব রয়েছে তার মধ্যে খুব কম ল্যাবেরই কোয়ালিটি কন্ট্রোল ব্যবস্থা রয়েছে
- অনেক ল্যাবই এনএবিএল অ্যাক্রিডিটেড নয় বলে তার রিপোর্টে ভরসা থাকে না
- দেখা যাচ্ছে একটির সঙ্গে আরেকটি রিপোর্টের আর চার্জের কোনও মিলই নেই

# নতুন জটিলতা তিনবিঘায়

**দীপেন রায়**

**মেখলিগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি :** যে তিনবিঘা করিডর নিয়ে আন্দোলনে একসময় অনেক রক্ত ঝরেছিল, এখন কি সেই তিনবিঘা চুক্তির ভবিষ্যৎই প্রশ্নের মুখে? এব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়ে ঘোঁট পাকছে।

সম্প্রতি তিনবিঘা করিডর সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় এলাকা। রবিবার বর্তমান তিনবিঘা চুক্তি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেই খবর সম্প্রচারিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। সেখানে সেদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বলেছেন, 'দক্ষিণ বেরুবাড়ির বদলে তিনবিঘা করিডর দেওয়া হয়েছে আমাদের। কিন্তু দিনের একটা সময় বন্ধ থাকত করিডর। ২০১০ সালে চুক্তি পুনর্নবীকরণ করে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি জিরো পয়েন্টের কাঁটাতারের বেড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই বর্তমান চুক্তি মানি না। আবার তিনবিঘা চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হবে।'

এ নিয়ে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তের তিনবিঘা এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। তিনবিঘা করিডর হস্তান্তর নিয়ে একসময় যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনজন শহিদও হয়েছিলেন। আন্দোলনে ছিল তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি। সেই কমিটির বর্তমান সম্পাদক উৎপল রায় বলেন, 'প্রয়োজনে ফের আন্দোলনে নামব। দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা খোলা সীমানার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। দহগ্রাম- অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না হলে আমরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবিতে ফের আন্দোলনে নামব।'

দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেজন্যই পাচার ও অনুপ্রবেশ বাড়ছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। তাই জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া না হলে তাঁরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবি তুলেছেন। যদিও এব্যাপারে উচ্চবাচ্য নেই বিএসএফের। জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, 'চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। তবে কোনও চুক্তি যতদিন পুনর্নবীকরণ করা না হয়, ততদিন বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী আমরা কাজ করব।'

দিন দুয়েক আগে তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন ১৩৫ খরখরিয়াতে গ্রামের বাসিন্দারা বিজিবি'র বাধা উপেক্ষা করে নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন। *এরপর আটের পাতায়*

### প্রশ্নে চুক্তি

- বাংলাদেশ দাবি করেছে, তারা তিনবিঘা চুক্তি মানে না
- চুক্তি পুনর্নবীকরণের দাবি তুলেছে তারা
- তাতে ফের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি
- ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ

জয় জয় গঙ্গে।।

*মহাকুম্ভমেলার আগে প্রয়াগরাজে সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। রবিবার। - পিটিআই*

# সীমান্ত নিয়ে বিবাদে কড়া বাংলাদেশ

**ঢাকা, ১২ জানুয়ারি :** মুখে যতই সম্পর্কের কথা বলা হোক, সীমান্তে কাঁটাতার বসানোয় ফোঁস করে উঠেছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তাও আবার বিএসএফ-বিজিবি'র একপ্রস্থ ফ্ল্যাগ মিটিং হয়ে যাওয়ার পর। বাংলাদেশের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে রবিবার জরুরি তলব করে সেই আপত্তি জানাল বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক।

বাংলাদেশের বিদেশসচিব মহম্মদ জসীমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করার পর জানান, 'সীমান্তে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় আলোচনা হয়েছে। অপরাধ দমন এবং সীমান্ত নিরাপত্তায় দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকতে হবে। তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকাও প্রয়োজন।'

### তলব ভারতের হাইকমিশনারকে

এদিনই সকালে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অভিযোগ করেছিলেন, 'বিজিবির সঙ্গে স্থানীয় জনগণের কঠোর অবস্থানের কারণে ভারত সীমান্তের পাঁচটি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।' ভারতের হাইকমিশনার অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, কাঁটাতার নিয়ে বাংলাদেশের সহযোগিতা আশা করে নয়াদিল্লি।

ভারতের হাইকমিশনারকে তলব করার দিনই আবার বিএসএফের বিরুদ্ধে সাতক্ষীরার লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তে নজরুল ইসলাম গাজি নামে একজনকে চাষাবাদে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরে লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তে জিরো পয়েন্টে বিএসএফের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর সাতক্ষীরা সীমান্তে কোনও উত্তেজনা নেই বলে জানান বিজিবি কর্তারা। দু'দেশের উত্তাপ বাড়ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন *এরপর আটের পাতায়*

# তৃণমূলের মঞ্চে 'দাগি' বিমলকে ঘিরে বিতর্ক

**মাটিগাড়া, ১২ জানুয়ারি :** তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের পাশে বিতর্কিত র‍্যাশন ডিলার বিমল রায়ের উপস্থিতি নিয়ে দলের অন্দরে হইচই শুরু হয়েছে। র‍্যাশন কেলেঙ্কারিতে অতীতে বহুবার পাথরঘাটার বিমলের নাম এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে চা বাগানের নন-ওয়ার্কার খাতের র‍্যাশনের চাল, চিনি বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা লুট করার অভিযোগ রয়েছে। যার ফলে তৃণমূল একটা সময় এই ব্যবসায়ীকে দল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

রবিবার সেই র‍্যাশন ডিলারকেই জেলা নেতৃত্বের পাশে দেখে দলের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দলেরই এক নেতার ফেসবুক লাইভ ফুটেজ বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি)। তবে, তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'বিমল রায়ের নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁকে চিনি না। তিনি কোথায় ছিলেন, কেন এসেছিলেন তা আমার জানা নেই।'

রবিবার মাটিগাড়ার পাথরঘাটায় তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির তরফে একটি যোগদান কর্মসূচি হয়। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ১৫ জন তৃণমূলে এসেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, জেলা যুব সভাপতি নির্ণয় রায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় পাপিয়া যখন মঞ্চে বক্তব্য রাখেন তখন তাঁর সামনে দিয়েই মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসেন বিমল। অথচ পাপিয়া পরে দাবি করেছেন যে তিনি বিমলকে চেনেন না।

বাম আমল থেকেই র‍্যাশন কেলেঙ্কারিতে বিমলের নাম উঠে আসে। চা বাগানের নন-ওয়ার্কার খাতে লক্ষাধিক ভুয়ো র‍্যাশন কার্ড বানিয়ে বছরের পর বছর সরকারি ভরতুকির খাদ্যপণ্য চুরি করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেছেন এই র‍্যাশন ডিলার। তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সুসম্পর্ক নিয়ে শাসকদলের রাজ্য স্তর পর্যন্ত চর্চা রয়েছে। তবে, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে খোদ জ্যোতিপ্রিয়ই এই র‍্যাশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ মেনে নিয়ে ভিজিলেন্স বসানোর কথা বলেছিলেন। জ্যোতিপ্রিয় গ্রেপ্তার হওয়ার পরে বিমল নতুন করে চর্চায় আসেন। তাঁকেও জেরা করা হতে পারে এমন জল্পনা সর্বত্রই ছড়িয়েছিল। সেই খবর পেয়ে বেশ কয়েক মাস বিমল নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি।

*এরপর আটের পাতায়*

### নেপথ্যে গুঞ্জন

- রবিবার দাগি র‍্যাশন ডিলার বিমল রায়কে তৃণমূলের মঞ্চে দেখে অনেকেই ভুরু কুঁচকেছেন
- তাঁর বিরুদ্ধে র‍্যাশনের চাল, চিনি বিক্রি করে টাকা লুটের অভিযোগ রয়েছে
- পাপিয়ার বক্তব্যের সময় তাঁকে মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসতে দেখা গিয়েছে
- পাপিয়া দাবি করেছেন, বিমলকে চেনেন না, কেন এসেছিলেন তাও জানা নেই

# দৌড়াতে গিয়ে মৃত্যু পড়ুয়ার

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি :** স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধানটা অনেকখানি। ১৯৯১ থেকে ২০২৫। ওড়িশার সম্বলপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার। তবুও কোথাও যেন একটা সঞ্জীব পুরোহিতের কথা মনে করিয়ে দিলেন রিয়েশ রাই। সম্বলপুরে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল সঞ্জীবের। আর রবিবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে রিয়েশের।

রিয়েশ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রিকালচার বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। তাঁর বাড়ি কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের ফাগুতে। ওই পড়ুয়ার আচমকা মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাতলাখাওয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার দৌড়ানোর কথা ছিল। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎই রাস্তায় বসে পড়েন রিয়েশ। খানিকক্ষণ পর শুয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রথমে পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরবর্তীতে কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

ওই প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, কর্মীদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ মোট ২৫০ জন। প্রতিযোগিতা চলাকালীন ওই ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার কথা জানাজানি হতেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এদিন এমজেএন মেডিকেলে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু, রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎকুমার পাল সহ অন্য আধিকারিকরা।

*এরপর আটের পাতায়*

# চাকা গড়াতেই উৎসবের আবহ ফুলবাড়ি সীমান্তে

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** রবিবার ফুলবাড়ি সীমান্তে লেগেছিল উৎসবের ছোঁয়া। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এদিন ভারতের পাথরবোঝাই ট্রাকের চাকা গড়ায় বাংলাদেশের দিকে। এরপর বিকেল পর্যন্ত ভারত থেকে ৬৩টি পাথরবোঝাই ট্রাক এবং ৪টি চালবোঝাই গাড়ি সহ মোট ৬৭টি গাড়ি যায় বাংলাদেশে। এ নিয়ে ইদ এবং দুর্গাপুজোর মতোই এলাকার মানুষকে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে দেখা যায়। বেলা একটা নাগাদ নারকেল ফাটিয়ে এই যাত্রার সূচনা করা হয়।

অনেকের মতে এমনটা চলতে থাকলে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে স্থানীয় অর্থনীতি। ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার্র ইউনিয়নের সভাপতি জামির বাদশার বক্তব্য, 'দীর্ঘ প্রায় তিন বছরের লড়াই আজ (রবিবার) সার্থক হল। পুনরায় অক্সিজেনের আশ্বাস জেগেছে এখানকার কয়েক হাজার গাড়ির মালিকের মধ্যে। এর সঙ্গে কর্মসংস্থান বজায় থাকবে কয়েক হাজার গাড়িচালক ও খালাসির।'

ফুলবাড়ির ব্যবসায়ী শুভঙ্কর নস্করের মতে, 'এলাকার কয়েক হাজার মানুষের যখন উপার্জন বৃদ্ধি পায় তখন সেটা স্থানীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।' বিষয়টা ঠিক কেমন? শুভঙ্করের মতে, 'ফুলবাড়ি সীমান্তের ব্যবসার ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের স্বার্থ জড়িত।'

ব্যবসায়ীদের ব্যাখ্যা, ফুলবাড়ি এলাকায় এখন প্রায় দুই হাজার ট্রাক রয়েছে। মালিক-কর্মচারী মিলিয়ে ছয়-সাত হাজার পরিবার এই ট্রাকগুলোর ওপর নির্ভরশীল। গত তিন বছরে ব্যবসায় মন্দা চলতে থাকায় ট্রাকগুলো সহ এলাকার কয়েকশো ছোট দোকানের ব্যবসা ধুঁকছিল। সে সবের প্রভাব পড়েছিল স্থানীয় হাটবাজার, রিকশা-টোটোচালক ও অন্য ব্যবসায়ীদের ওপর। সব মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাটা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায় বলেই মনে করছে স্থানীয় মহল। তবে এদিনের পর থেকে সেই সমস্যা মিটবে বলে আশা করছেন অনেকেই। ইতিমধ্যেই দীর্ঘদিন থেকে পড়ে থেকে নষ্ট হতে বসা ট্রাকগুলি অনেকে সারাই করতে শুরু করেছেন বলে খবর।

বাংলাদেশে আমদানির ক্ষেত্রে চাহিদা রয়েছে ভারত এবং ভুটানের পাথরের। দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে এই নিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্তে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ভারতের পাথরবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যেতে হলে সরকারি কোষাগারে কয়েক হাজার টাকা কর দিতে হয়। কিন্তু ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে গেলে এতদিন সেই কর দিতে হত না।

*এরপর আটের পাতায়*

*দীর্ঘদিন পর ভারতের পাথর নিয়ে লরি যাচ্ছে বাংলাদেশে। রবিবার ফুলবাড়ি সীমান্তে সূত্রধরের তোলা ছবি।*

# ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, ২ লক্ষ টাকায় আপস

**রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি :** নাবালিকা মেয়ের সম্ভ্রম লুটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে দুই পা এগিয়েও চার পা পিছিয়ে গেলেন নির্যাতিতার মা। ভয়? নাকি দারিদ্র্য ঘোচাতে টাকার হাতছানি? কীসের চাপে মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেও তা প্রত্যাহার করতে চাইলেন মা, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সম্প্রতি ইটাহার থানার একটি গ্রামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে গ্রামেরই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার মা ইটাহার থানায় দায়ের করা অভিযোগে জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়ে মাঠ থেকে ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় গ্রামের দুই ব্যক্তি তাকে জোর করে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।

কিন্তু এরপরেই গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় বাদী ও বিবাদী পক্ষ বসে বিষয়টির মীমাংসা করে নেয়। অভিযোগ, ওই মীমাংসা বৈঠক হয় ইটাহার থানা চত্বরেই। কিন্তু কেন মীমাংসা করতে গেলেন অভিযোগকারী মা? নাবালিকার মা বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।’ তিনি জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়েকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছে নির্যাতিতা। আপস করার কারণ হিসেবে দারিদ্র্যের পাশাপাশি আরও একটি কারণের কথা জানিয়েছেন নির্যাতিতার মা। তাঁর কথায়, ‘আমরা যে গ্রামে থাকি অভিযুক্তরাও সেই গ্রামেরই বাসিন্দা। তাই আমি অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই আপস মীমাংসা করেছি। ওরা যে টাকা দিয়েছে, তা দিয়ে মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দেব।’ এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘আপস মীমাংসার মাধ্যমে একজন আসামি শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছে। অপর আসামি পলাতক।’

> আমরা গরিব মানুষ। বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।
>
> **নাবালিকার মা**

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। দুই পক্ষের আপসনামা আদালতে জমা দেওয়া হলেও এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য কিছুদিন সময় লাগবে।

কিন্তু থানা ক্যাম্পাসে কীভাবে দুই পক্ষের আপসনামা হল তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। তবে শুধু ইটাহার থানা নয়, উত্তর দিনাজপুরের সব থানাতেই এই ধরনের মাতব্বরদের দালালরাজ চলছে বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী বাপ্পা সরকার বলেন, ‘কিছু কিছু পকসো আইনে গ্রামের মাতব্বরদের সালিশির মাধ্যমে আপসনামা করে আদালত থেকে মামলা তুলে নেওয়া হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যে মামলার জন্য পকসো আইনটি ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে।’

# এমবিএ’র লক্ষ্যে পথে চা দোকান

সপ্তর্ষি সরকার

**জীবনের লড়াই**

- সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে বিবিএ ডিগ্রি
- প্রিয়াংকার বাবা বিকাশ সরকার পেশায় টোটোচালক
- এমবিএ কোর্সের ফি জোগাড়ে চায়ের দোকান খুলেছেন
- তিনশো টাকা পুঁজিকে সম্বল করেই ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড়ে চায়ের দোকান

*বিবিএ পাশ প্রিয়াঙ্কা সরকারের চায়ের দোকান।*

**ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** বছর একুশের প্রিয়াংকা সরকার কোমর বেঁধে নেমেছেন জীবনের লড়াইয়ে। নিছক শখ বা স্বপ্নপূরণ নয়, তাঁর লড়াইটা উচ্চশিক্ষিত হওয়ার। বিবিএ ডিগ্রি লাভের পর আর্থিক কারণে এমবিএ কোর্সে ভর্তি হতে পারেননি। কিন্তু থামা যাবে না- এই মন্ত্র নিয়েই ফুটপাথে নেমে এসেছেন তিনি। রাস্তার পাশেই খুলেছেন চায়ের দোকান। উদ্দেশ্য, ওই দোকান থেকে উপার্জিত টাকা দিয়েই ভর্তি হবেন এমবিএ কোর্সে।

পূর্ব গয়েরকাটার বাসিন্দা প্রিয়াংকা সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে বিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তারপর নিজের জমানো তিনশো টাকা পুঁজিকে সম্বল করেই ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড়ে খুলেছেন চায়ের দোকান। প্রিয়াংকার কথায়, ‘বিবিএ করার পর নিজের ব্যবসা না করে অন্য পথে হাঁটার প্রশ্নই নেই। চায়ের দোকান করেছি, এতে কে কী ভাবল তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বাবা অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। বাকি পথটুকু নিজেই গড়ে নিতে চাই।’

প্রিয়াংকার বাবা বিকাশ সরকার পেশায় টোটোচালক। মা বাড়িতেই থাকেন। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তিনি। পরিবারে যা উপার্জন তা দিয়ে ভালো কলেজ থেকে এমবিএ করা অনেক কঠিন। তা খুব সহজেই তিনি বুঝেছেন। তাই চায়ের দোকান খুলে ভবিষ্যৎ ভাবনা সাজিয়েছেন প্রিয়াংকা। স্থানীয়রাও অনেকেই তাঁকে উৎসাহিত করছেন। বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দা প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘একজন প্রিয়াংকার লড়াই সফল হলে আরও অনেকে নতুন করে লড়াইয়ের রসদ পাবে। অন্তত সেজন্যেই প্রিয়াংকার জেতাটা খুবই দরকার।’

প্রতিদিন ভোরে গয়েরকাটা থেকে ১৫ কিলোমিটার পথ বাসে চড়ে প্রিয়াংকা পৌঁছে যান ধূপগুড়ি শহরের ঘোষপাড়া মোড়ে। সেখানে রাস্তার ধারে টেবিল বসিয়ে ওভেন, কেটলি, কাগজের কাপ সাজিয়ে ফেলেন। তারপর শুরু হয় চা বানানো। সকাল এগারোটা পর্যন্ত দোকান করে ফিরে যান বাড়ি। তারপর আবার বিকেলে এসে দোকান খোলেন। ব্যবসা চলে সন্ধে পর্যন্ত।

শুরুর সময় হাতে ছিল মাত্র তিনশো টাকা। তাই বলে পিছিয়ে যাননি প্রিয়াংকা। বিবিএ পড়ার সময় থেকেই স্টক মার্কেট নিয়ে আগ্রহ ছিল তাঁর। খুব কম টাকা বিনিয়োগ করেছেন স্টক মার্কেটে। সেখানে থেকেই নিজের চায়ের স্টলের জন্যে পুঁজির জোগান পেয়েছেন বলে জানান প্রিয়াংকা। এই চায়ের স্টলই বাস্তবের মাটিতে তাঁর কেতাবি শিক্ষাকে কাজে লাগানোর সুযোগ এনে দিয়েছে বলে মনে করেন এই তরুণী।

এখনই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল ‘এমবিএ চায়েওয়ালা’ কিংবা ‘ইঞ্জিনিয়ার চায়েওয়ালা’-র মতো হাইপ চাইছেন না প্রিয়াংকা। তাঁর লক্ষ্যটা শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়। তাঁর সবথেকে বড় চাওয়া, এই দোকান চালিয়ে ভালো কোনও সংস্থানে ভর্তি হওয়ার ফি জোগাড় করা। এমবিএ কোর্স করার পর ব্যবসায় আরও মন দেবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

জীবনের লড়াই অনেক রকমের হয়। এটাও হয়তো একটি। চারদিকে চমকের বাজারে একুশের তরুণীর এই লড়াইটা অন্তত এগিয়ে যাওয়ার। সেই লড়াইয়ে কাউকে হারিয়ে নয় বরং বহু মানুষকে নিজের হাতে তৈরি চা খাইয়ে তৃপ্ত করে সফল হতে চান তিনি। বিবিএ চায়েওয়ালার বদলে লড়াইয়ের আরেক নাম হতে চান প্রিয়াংকা।

*ধূপঝোরার এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে কুনকিকে স্নান করাচ্ছেন মাহুতরা।*

# হাতিদের স্নান দেখতে মিলবে ছাড়পত্র

পূর্ণেন্দু সরকার

**জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** এবার গরুমারায় চালু হচ্ছে কুনকি হাতিদের ‘বিউটি পার্লার’। চলতি মাস থেকেই হাতিকে স্নান করানোর দৃশ্য দেখতে পারবেন পর্যটকরা। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে এই পরিষেবা চালু করতে চলেছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, ‘আমরা রাজ্য থেকে এই পরিষেবা চালু করার অনুমোদন পেয়েছি। চলতি জানুয়ারি থেকেই মূর্তি নদীতেই হাতিকে স্নান করানোর সময় পর্যটকরা উপস্থিত থাকতে পারবেন। পাশাপাশি কুনকির গায়ে জল ছেটাতেও বাধা থাকবে না।’

জঙ্গলে হাতির স্নান দেখা দুর্লভ ব্যাপার। কুনকি হাতিদের স্নানের দৃশ্য দেখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মাহুতরা মূর্তি নদীতে সাবান মাখিয়ে হাতিকে স্নান করান, হাতির কান, পায়ের নখ পরিষ্কার করে থাকেন। সেই সমস্ত কিছুই বিউটি পার্লারের মতো। মূর্তি নদীতে ওই দৃশ্য এবার সকলেই দেখতে পারবেন।

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে পিলখানায় রয়েছে হিলারি, মাধুরী, জেনির মতো পোষা বা কুনকি হাতি। করোনার আগে এই কুনকিদের মূর্তি নদীতে স্নানের দৃশ্য দেখতে পেতেন পর্যটকরা। করোনাকালের পর থেকে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত পর্যটকরা। অবশ্য সেই পরিষেবা ফের চালু হওয়ার খবরে পর্যটক মহল খুশি। রবিবার লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসা কলকাতার বরানগরের বাসিন্দা শেফালি বিশ্বাস বলেন, ‘হাতিকে স্নান করানো দেখতে মুখিয়ে আছি। পরিষেবা চালু হলে একবার এসে ওই অভিজ্ঞতা নিয়ে যাব।’

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে বন্ধ থাকা ইকো কটেজগুলি চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই চালু হবে পিলখানায় সেলফি তথা ‘এলফি’ পয়েন্ট। এলিফ্যান্ট সাফারিও চালু হবে। দ্বিজপ্রতিমের বক্তব্য, ‘আসলে ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে আমরা ইকো ট্যুরিজম পরিষেবা চালু করতে চলেছি। সার্বিকভাবে এলিফ্যান্ট রাইডিং, সেলফি জোন, এলিফ্যান্ট বাথিং এই মাসেই চালু করা হবে।’

পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায় জানান, ধূপঝোরাকে কেন্দ্র করে বন দপ্তরের নিত্যনতুন পরিকল্পনা পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে চলেছে। কুনকি হাতিকে স্নান করানোর অভিজ্ঞতা নেওয়ার বিষয়টা খুবই রোমাঞ্চকর। এই সিদ্ধান্তে পর্যটনকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় গতি আসবে। সবমিলিয়ে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার অপেক্ষা করছে পর্যটকদের জন্য।

# সীমান্তে বাংকার, বিএসএফকে বাধা

**অশান্তি রোজ**

- উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসফ
- বালুরঘাটের ভুলকিপুর সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে বিএসএফ-কে বাধা স্থানীয়দের

**রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি :** কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে আসা প্ররোচনার মোকাবিলায় উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসফ। রবিবার নতুন করে চোরাচালান বা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও দিনভর উত্তেজনা বজায় থাকল। বিএসএফের পদস্ত আধিকারিকরা এদিনও বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছেন। ওদিকে বালুরঘাটের ভুলকিপুর সীমান্তে অন্যচিত্র। সেখানে কাঁটাতার বসাতে বিএসএফ-কে বাধা দিল স্থানীয় গ্রামবাসীরাই।

হেমতাবাদে সীমান্তের একটা বড় অংশজুড়ে কুলিক নদী। সীমান্ত উন্মুক্ত। এই সুযোগ নিয়ে জাল নোট, মাদক ও গোরু পাচারের রমরমা কারবারের পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিজিবির মদতে জিরো পয়েন্টের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা তাদের চাষের জমি থেকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে, মারধর করে গবাদিপশু তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু হেমতাবাদ নয়, উত্তর দিনাজপুর জেলার সাতটি ব্লকের একাধিক সীমান্তে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছে বিজিবি। এদিন হেমতাবাদের চৈনগর, মাকর হাট, মালন, সনগাঁও সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শনে যান বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা সেসময় সীমান্তে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের বিজিবি ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁদের দাবি, বিজিবি ও বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিক বিএসএফ।

সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিএসএফের হাতে মোট নয়জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর এক পদস্থ আধিকারিক জানান, কাঁটাতারহীন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি কাঁটাতার বিছিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত তিনবার ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে। বিজিবি-কে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ও ভারতীয় কৃষকদের হয়রানি করা বন্ধ না করলে এপার থেকেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আশা করা যায় ওরা বুঝেছে।

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের শিবরামপুর সীমান্তে রবিবারও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করতে পারল না বিএসএফ। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ী এদিন দুপুরে বিএসএফ আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে গোটা শিবরামপুর সীমান্ত পরিদর্শন করেন।

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুর গ্রামে অন্য চিত্র। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বাধায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল বিএসএফ।

## আজ টিভিতে

**খিলাড়ি** বিকেল ৪.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

**চিনে বাদাম** রাত ১২.০০
**জি বাংলা সিনেমা**

পোস্টার বয়েজ
সন্ধে ৬.৪৫ **সোনি ম্যাক্স**

**কোয়ারান্টিন**
বেলা ১১.৩৩ **মুভিজ নাও**

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ রোমিও ভার্সাস জুলিয়েট, ১.০০ গো ফর গোলস

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ দেবী, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু, রাত ১০.৩০ অন্যায় অবিচার

**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ মহাজন, দুপুর ২.৩০ টনিক, বিকেল ৫.০০ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ৯.৩০ সুন্দর বউ, ১২.০০ চিনে বাদাম

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ ওয়ান্টেড

**জি সিনেমা :** দুপুর ১২.৫১ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৩৪ সর্দার গব্বর সিং, ৫.৪৯ ছত্রপতি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১১.০১ রানওয়ে ৩৪

**সোনি ম্যাক্স :** সকাল ১০.৩০ নয়া নটওরলাল, দুপুর ১.০০ নো পার্কিং, বিকেল ৩.৩০ পুলিশওয়ালা, সন্ধে ৬.৪৫ পোস্টার বয়েজ, রাত ৯.১৫ পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া

**কালার্স সিনেপ্লেক্স :** দুপুর ১২.৫২ গুপ্ত, বিকেল ৩.১২ কাস্টডি, ৫.৩৮ ডাবল অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৫৯ ভগবন্ত কেশরী, রাত ১০.২৫ ভেড়িয়া

**সোনি পিক্স :** দুপুর ১২.৩১ র‍্যাম্পেজ, ২.১৮ ম্যাড ম্যাক্স- ফিউরি রোড, বিকেল ৪.১৫ দ্য অ্যাংরি বার্ডস, ৫.৫০ মর্টাল কমব্যাট, সন্ধে ৭.২৩ ৬৫, রাত ৯.০০ জাস্টিস লিগ, ১১.০৪ দ্য মাস্ক

**মুভিজ নাও :** বেলা ১১.৩৩ কোয়ারান্টিন, দুপুর ১২.৫৭ নো টাইম টু ডাই, বিকেল ৩.৩৭ ইনটু দ্য ব্লু, ৫.২৬ স্পিসিজ, সন্ধে ৭.০৩ রকি-থ্রি, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কলিশন কোর্স, ১০.১৮ লিটল মনস্টার্স, ১১.৫১ দ্য স্টার্ভিং গেমস

চিতা
-ব্লাড ব্রাদার্স
রাত ৯.১৩
অ্যানিমাল প্ল্যানেট
হিন্দি

# বোগেনভেলিয়া পাহারায় সিসিটিভি

আয়ুস্মান চক্রবর্তী

*গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত প্রিয়রঞ্জন দেব। -সংবাদচিত্র*

**আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি :** শখ করে মানুষ কতই না কী করে। কারও শখ সকলকে তাজ্জব করে দেয়। ঠিক যেমনটা প্রিয়রঞ্জন দেবের শখ। তিনি শখের বাগান করেছেন। এবার অনেকে বলতেই পারেন, আরে এ আর এমন কী! বাগান তো কমবেশি সকলেই করেন। কী এমন আলাদা করলেন প্রিয়রঞ্জন?

আলিপুরদুয়ারের পূর্ব ভোলারডাবড়িতে নিজের বাড়িতেই ওই বাগান। সেই বাগানে এবার প্রায় ১২০ প্রজাতির বোগেনভেলিয়া বা কাগুজে ফুল ফুটিয়েছেন। একটা বাগানে এত রকমের বোগেনভেলিয়া! কী অবাক লাগল তো? এখানেই শেষ নয়। ওই গাছগুলির নজরদারির জন্য তিনি ৪টি সিসিটিভিও বসিয়েছেন। সন্ধ্যার পর গাছের পরিচর্যায় আলোর ব্যবস্থাও রেখেছেন। প্রিয়রঞ্জনের বক্তব্য, ‘সমস্ত ফুলই আমার ভালো লাগে। তবে বোগেনভেলিয়া ফুল আমাকে বেশি টানে। তাই দিন-দিন নানা প্রজাতির বোগেনভেলিয়া দিয়ে বাগান ভরিয়ে তুলছি। চাকরির সময়টুকু বাদে সব সময় ওই গাছগুলোর সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে।’

তাঁর সাধের বাগানে বোগেনভেলিয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সবজি ও অন্যান্য ফুল, ফুলের গাছের বৈচিত্র্যও কম নয়। ভারতীয় প্রজাতির বোগেনভেলিয়ার পাশাপাশি থাইল্যান্ড, চিন, ভিয়েতনাম সহ একাধিক দেশের বোগেনভেলিয়া ফুল ফুটেছে। ইতিমধ্যেই তার এমন উদ্যোগকে বেশ খুশি ফুলপ্রেমীরা।

বর্ষাকালে বোগেনভোলিয়ার গাছগুলিকে কাটিং করে ছায়ায় রাখতে হয়। গাছগুলি অল্প বড় হলে অক্টোবর মাস থেকে পরিচর্চায় লেগে পড়েন প্রিয়রঞ্জন। পটাশ, হাড়গুঁড়ো সিংকুচি, পচানো গোবর, নিমখোল প্রভৃতির মিশ্রণ গাছের গোড়ায় দেন। নভেম্বরের শেষে গাছগুলিতে ফুল আসা শুরু হয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত গাছগুলি ফুলে ভরে ওঠে। প্রিয়রঞ্জন বললেন, ‘প্রথমে ২৫ রকম বোগেনভেলিয়ার প্রজাতি বাগানে নিয়ে আসি। আজ তা ১২০ ছুঁয়েছে। অর্জুনা, লিবিস্টিক, বিদ্যাধরী, চিলি হোয়াইট, চিলি অরেঞ্জ, মহারানি, স্লিপিং বিউটি, ক্রিশ্চিনা, ট্যাংলং অরেঞ্জ, ইয়েলো, রেড, লেডি বার্ড, বেগম সিকান্দার প্রভৃতি প্রজাতির বোগেনভেলিয়া রয়েছে। সেইসঙ্গে আছে সাকুরা ব্যালেকান্ড, পিঙ্ক প্যাচ, থিম ইয়েলো, ভিয়েতনাম মিক্সের মতো দামি প্রজাতির বোগেনভেলিয়া। আরও অনেক প্রজাতির বোগেনভেলিয়া বাগানে বসাব।’

> বোগেনভেলিয়া ফুল আমাকে বেশি টানে। তাই দিন-দিন নানা প্রজাতির বোগেনভেলিয়া দিয়ে বাগান ভরিয়ে তুলছি। চাকরির সময়টুকু বাদে সব সময় ওই গাছগুলোর সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে।
>
> **প্রিয়রঞ্জন দেব** *বাগান মালিক*

সারাদিনই প্রচুর মানুষ আসেন ওই বাগান দেখতে। প্রিয়রঞ্জনের বাবা নিরঞ্জন দেব বললেন, ‘আমারও বাগান করতে ভালো লাগে। ছেলের এই শখে আমাদের পরিবারে কারও আপত্তি নেই। সকলেই গাছগুলির পরিচর্যা করি।’

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** ব্যবসায় অর্থাগম হলেও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হবে প্রচুর। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে তৃপ্তি। **বৃষ :** বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য তর্কবিতর্ক থেকে তীব্র বিবাদ হতে পারে। বাকসংযম জরুরি। মায়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **মিথুন :** অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। সংগীতে সাফল্য মিলবে। বাবার সঙ্গে মতানৈক্য। **কর্কট :** কারও সুপরামর্শে আইনি সুবিধা পাবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় সাফল্য মিলবে। **সিংহ :** মানসিক চাপ থাকবে। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আজ দারুণ কাটবে। দাম্পত্যের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। **কন্যা :** হৃদরোগীরা আজ সামান্য সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি বাড়বে। **তুলা :** অহেতুক অর্থব্যয়। অতি আবেগে অর্থনৈতিক ক্ষতি। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। **বৃশ্চিক :** শত্রুকে পরাস্ত করে তৃপ্তি। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে কথা কাটাকাটি। **ধনু :** বাবার পরামর্শ নিয়ে ব্যবসার জটিলতা কাটাতে পারবেন। কন্যার প্রতিভার স্বীকৃতি মেলায় স্বস্তি। **মকর :** আজ মেজাজ হারাবেন না। কোনও স্বপ্নপূরণ। **কুম্ভ :** পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। **মীন :** ক্রীড়া ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর অর্থলাভ।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৮ পৌষ, ১৪৩০, ভাঃ ২৩ পৌষ, ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, ২৮ পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ সুদি, ১২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। সোমবার, পূর্ণিমা শেষরাত্রি ৪।৩। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১১।০। ইন্দ্রযোগ দিবা ৭।২৭ পরে বৈধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।৩৬। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ন ৪।২৭ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৩ গতে বালবকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১১।০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৬ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১১।০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।৪৬ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।২৭ গতে ৩।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৭ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৭ গতে রাত্রি ৬।৪৩ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা। শ্রীশ্রীদেবীর অঙ্গরাগযাত্রা। শেষরাত্রি ৪।৩ মধ্যে পৌষী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। গোস্বামিমতে পৌর্ণমাস্যারম্ভকল্পে মাঘকৃত্যারম্ভ। বাংলাদেশে প্রচলিত ধান্যপূর্ণিমা ব্রত। শ্রীপ্রিয়বাদিনী দেবীর আবির্ভাব তিথি ও উৎসব। নরনারায়ণ সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ পরমহংসদেবের ভিন্নতনু অভিন্ন হৃদয় শ্রীশ্রীঠাকুর নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদের ৯৬তম শুভ আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ২।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

ভাড়া

বাড়ি ভাড়া আলিপুরদুয়ার মধ্যপাড়া 3BHK. Attach Bath, Near জামাই দোকান। 8918612289. (C/114339)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি নির্মলেন্দু কর, পিতা নিহার রঞ্জন কর, রবীন্দ্রনগর, আলিপুরদুয়ার নিবাসী। আমার OBC সার্টিফিকেট নং 839/APD-1/OBC হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন 8016761205 এই নম্বরে। (C/113749)

●

আমি নেহা পণ্ডিত, পিতাঃ নিরঞ্জন পণ্ডিত, আমার OBC সার্টিফিকেট (No WB2001OBC201604775) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 6296749645. (C/113750)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

●

20 Male Staff Needed at Book Shop Near Cosmos Mall, Ph : 6294171939. (K)

●

Anandaloke Sonoscan শিলিগুড়ির জন্য Ward Boy প্রয়োজন। বেতন - 8000/-, Call 8116610703. (C/114341)

●

Job Opportunity : Counseling Office, Siliguri seeks qualified staff. If you're fluent in Bengali, Nepali and English, please submit your CV within 10 days. Mail- nscbie.purulia@gmail.com Contact - 9832631956. (C/114240)

●

অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রয়োজন, আস্থা এগ্রি জেনেটিক্স (তুফানগঞ্জ)। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন (বি. কম অগ্রাধিকার পাবে) বেতন- আলোচনাসাপেক্ষ। যোগাযোগ- মোঃ 9614172314, ই-মেইল : hr@asthaagri.com *বি.দ্র. : Gst এবং Income Tax-এর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। (D/S)

●

একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে হতে হবে, একজন মাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির, সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন- ১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ- 9002004418। এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটস্যাপ আছে, ফোটো এবং বায়োডাটা পাঠাতে হবে, কর্মস্থান শিলিগুড়ি সেভক রোড।

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB 7320100285590-তে আমার নাম এবং পদবি ভুল থাকায় গত 10/1/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sridam Pal এবং Shri Dam Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পূর্ব ধনতলা, ডাবগ্রাম (P), সেটালাইট টাউনশিপ, জলপাইগুড়ি, 734015. (C/114454)

●

আমার নাম ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Haresh Kumar Mahato করা হয়েছে। গত ২৬/৯/২৪ 1st ক্লাস J.M. শিলিগুড়ি অ্যাফিডেভিট বলে Haresh Mahato হলাম এবং দুটো নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/114458)

বিক্রয়

285, 780 & 480 Sqft Shop for Sale, Iskon Road, Siliguri, 8670572035. (C/113379)

এক
হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# ALLEN
# THE CLEAR LEADER
## IIT-JEE, AIIMS, NEET (UG) & OLYMPIADS

## EVERY 4TH SUCCESS STORY IS POWERED BY ALLEN

| IITs | AIIMS (MBBS) | NEET (UG) | OLYMPIADS |
|---|---|---|---|
| 4425 | 660 | 6570 | 939 out of 3704 |
| ALLENites out of 17692 seats in 2024 | ALLENites out of 2207 seats in 2024 | ALLENites in Top 25000 All India Rank in 2024 | Selections in Indian National Olympiads 2025 |

45 AIR in Top 100-JEE (Adv.) 2024 | 39 AIR in Top 100-NEET (UG) 2024

AIR# 1 JEE MAIN'24
Nilkrishna
2-Year classroom student
AIR# 1 NEET (UG)'24
Divyansh Jitender
2-Year classroom student
AIR# 1 NEET (UG)'24
Taijas Singh
2-Year classroom student
AIR# 1 NEET (UG)'24
Mazin Mansoor
2-Year classroom student
AIR# 1 NEET (UG)'24
Prachita
2-Year classroom student
AIR# 1 JEE ADV.'24
Ved Lahoti
7-Year classroom student
AIR# 1 NEET (UG)'24
Neha K. Mane
1-Year classroom student

**ALLEN SILIGURI :**
**RESULTS THAT MATTER, CARE THAT COUNTS**

AIR 289
STATE TOPPER (OTHER)
PEEHU AGRAWAL
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-KGMU, LUCKNOW

AIR 26030
STATE TOPPER (SIKKIM)
DIWASH SHARMA
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-NEIGRIHMS, SHILLONG

AIR 279
WEST BENGAL TOPPER
JEE MAIN 2024 (Session 1)
IRRADRI BASU KHAUND
JEE ADV.2024
2 Years Classroom Student
IIT DELHI, B.TECH (M & C)

AIR 1 ST-PWD CATEGORY
SANGYE NORPHEL SHERPA
JEE ADV.2024
1 Year Classroom Student
IIT BOMBAY, B.TECH (CSE)

## ADMISSIONS OPEN SESSION 2025-26

Appear in ASAT on 19 JAN. 2025

GET UP TO **90% SCHOLARSHIP***

+

**Last chance** to get **SPECIAL FEE BENEFIT*** till **20 JAN. 2025**

*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

SCAN TO REGISTER

### NURTURE COURSE
Class 10th to 11th Moving Students
JEE (Main+Adv) 2027 : 3 April 2025
NEET (UG) 2027 : 3 April 2025

### ENTHUSIAST COURSE
Class 11th to 12th Moving Students
JEE (Main+Adv) 2026 : 25 March 2025
NEET (UG) 2026 : 25 March 2025

### PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION (PNCF)
Class 7 to 10 :
3 April 2025

### ALLEN SILIGURI CENTER
☎ +91-9513784242 allen.ac.in/siliguri

### ALLEN KOTA CENTER
☎ 0744-3556677, 2757575 allen.ac.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid classroom courses.

### শিলিগুড়িতে কোকেন সহ ধৃত ‘আলি ভাই’

# কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** শিলিগুড়ি শহরে বাজেয়াপ্ত প্রায় কোটি টাকার কোকেন। ঘটনায় শরতাজ আলম (৪২) ওরফে ‘আলি ভাই’ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি ডাঙ্গিপাড়ায়। শনিবার রাতে এসটিএফ ও খালপাড়া ফাঁড়ি শরতাজের বাড়িতে যৌথ অভিযান চালায়। বাজেয়াপ্ত করা হয় ৯৩ গ্রাম কোকেন। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তার সঙ্গে এই কালা কারবারে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, ‘ধৃতকে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত করা হচ্ছে।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শরতাজরা ডাঙ্গিপাড়ার সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা। পৈতৃক কাপড়ের ব্যবসা রয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় কাপড়ের দোকান আছে তাদের।

প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দোকানেই ব্যস্ত থাকত শরতাজ। বনেদি বাড়ির ছেলে যে কাপড়ের ব্যবসার আড়ালে মাদকের কারবারি হয়ে উঠেছে, তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না ডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা আঞ্জুমা বেগম, নসিম হাসানরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, মাদকের কারবারে শরতাজ ‘আলি ভাই’ নামে পরিচিত। কাপড়ের ব্যবসার আড়ালে সে শহরের বিভিন্ন পাব এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কোকেন সরবরাহ করত। দীর্ঘদিন ধরে এই র‍্যাকেট চালাচ্ছিল সে। তাকে নজরে রেখেছিল এসটিএফ। অবশেষে শনিবার রাতে বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিছানার নীচে, আলমারি, সোফার ভেতরে সহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা ছিল মাদক। পুলিশ সূত্রের খবর, ‘আলি ভাই’ কীভাবে, কোথায়, কাকে কোকেন বিক্রি করছে, সেসব বিষয়ে খোঁজ রাখছিলেন এসটিএফ কর্তারা। এমনকি তাঁরা ক্রেতা সেজে তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখাও করেন।

পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, শরতাজের কাছে দিল্লি থেকে কোকেন আসত। এরপর প্রতি গ্রাম কোকেন ১০,০০০ টাকায় বিক্রি করত সে। সেটা মূলত শহরের বিভিন্ন পাব, বারে চাহিদামতো সরবরাহ করা হত। অভিযুক্ত কোন কোন পাব, বারে যেত, তার তালিকাও তৈরি করে ফেলেছে এসটিএফ। শরতাজের গ্যাংয়ে আর কে কে রয়েছে, কীভাবে সে দিল্লি থেকে কোকেন নিয়ে আসত, সেই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে ধৃতকে হেপাজতে নিয়েছে খালপাড়া ফাঁড়ি।

শনিবার রাতে এসটিএফ ও খালপাড়া ফাঁড়ি শরতাজের বাড়িতে যৌথ অভিযান চালায়। বিছানার নীচে, আলমারি, সোফার ভেতরে রাখা ছিল মাদক।

#### কালা কারবার

- শরতাজ কাপড়ের ব্যবসার আড়ালে মাদকচক্র চালাচ্ছিল
- তার কাছে দিল্লি থেকে কোকেন আসত
- প্রতি গ্রাম কোকেন ১০,০০০ টাকায় বিক্রি করত সে
- সেটা মূলত শহরের বিভিন্ন পাব, বারে চাহিদামতো সরবরাহ করা হত

## হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত্যু পুলিশকর্মীর

**কালচিনি, ১২ জানুয়ারি :** ছুটি নিয়ে বাড়ি আসাই যেন কাল হল সিন্টুর। বাড়ি ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতির হানায় প্রাণ গেল তাঁর। গত ২ জানুয়ারি হাতি তাড়াতে গিয়ে কালচিনি চা বাগানের বোকেনবাড়িতে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছিল বনকর্মী মদনকুমার দেওয়ানের। সেই ঘটনার দশদিনের মধ্যে প্রায় একইভাবে হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত্যু হল আরেকজনের। এবারের মৃত ব্যক্তি পেশায় পুলিশকর্মী। শনিবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। মৃত ওই পুলিশকর্মী সিন্টু টিগ্গা (৪৩) দার্জিলিং জেলা পুলিশলাইনে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন।

ছুটি নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় সিন্টু দক্ষিণ লতাবাড়ির পৈতৃক বাড়িতে এসেছিলেন। রাত তিনটে নাগাদ তাঁদের বাড়ির সুপারি বাগানে একটি হাতি ঢুকে পড়ে। হাতিটি সুপারি বাগানে থাকা একটি নারকেল গাছ ভাঙছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় সিন্টুর। পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি হাতি তাড়াতে সুপারি বাগানে ঢোকেন। তাঁদের চিৎকারে হাতিটি রাস্তার অপরপ্রান্তে আরেকটি সুপারি বাগানে ঢুকে পড়ে। সিন্টু ও তাঁর দুই ভাই মিন্টু ও সন্টু এবং ভাইপো সাগর মনে করেছিলেন, হাতিটি এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাঁরা বাড়ি ফেরার জন্য পিছু ফিরতেই হাতিটি তাঁদের ধাওয়া করে। সবাই ছুটে পালানোর চেষ্টা করেন। তবে সিন্টু মাটিতে পড়ে যান। ততক্ষণে হাতিটি এসে সিন্টুর মাথা থেঁতলে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নিমাতি রেঞ্জ অফিসের দূরত্ব বড়জোর ৫০০ মিটার। খবর পেয়ে ওই রেঞ্জ সহ একাধিক রেঞ্জের বনকর্মী ও আধিকারিকরা আসেন। কালচিনি থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে মৃত সিন্টুর দেহ উদ্ধার করে।

রেঞ্জ অফিসের এত কাছে হাতির হামলায় পুলিশকর্মীর মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বন দপ্তরের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন মৃত কনস্টেবলের আত্মীয়স্বজনরা। নিমাতির রেঞ্জ অফিসার সম্মেদ পাতিল বনকর্মীদের কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি। কালচিনি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কনস্টেবলের দেহ রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ময়নাতদন্তের সব খরচ কালচিনি থানার পুলিশ বহন করছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পশ্চিম) ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, ‘মৃতের পরিবারকে খুব দ্রুত সরকারি নিয়মের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যে সময় ওই এলাকায় হাতি ঢুকেছিল সেসময় বন দপ্তরে কেউ জানাননি। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বনকর্মীরা খবর পেয়েছেন। যেহেতু অনেক বড় এলাকাজুড়ে বনকর্মীদের টহলদারি করতে হয়, তাই এক জায়গায় টহলদারি টিম থাকতে পারে না। আমরা সাধারণ মানুষকে সব সময় সচেতন করি যাতে কেউ নিজেরা হাতি তাড়াতে না যান। বন দপ্তরে খবর দিলে বনকর্মীরা অবশ্যই সেখানে পৌঁছাবেন।’

#### মৃত্যুমিছিল

- গত ১২ ডিসেম্বর থেকে এপর্যন্ত বন্যপ্রাণীর হামলায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে কালচিনি ব্লকে
- গত ৫ জানুয়ারি দক্ষিণ সাতালি গ্রামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বাইসনের গুঁতোয়
- বাকি প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে হাতির হামলায়
- ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে জলদাপাড়ার জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে

### জঙ্গল ভেদ করে ছুটছে ট্রেন

মহানন্দা অভয়ারণ্যের বুক চিরে ট্রেন ছোটার ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর। গুলমায়।

## রোড রেস, মূর্তি স্থাপনে বিবেক-স্মরণ

**উত্তরবঙ্গ ব্যুরো**

**১২ জানুয়ারি :** উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদযাপন করা হল। এদিন বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, ইসলামপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি উদযাপিত হয়েছে। আয়োজিত হয় নানা অনুষ্ঠান।

এদিন আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লিতে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। উদ্যোক্তা আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। মূর্তি উন্মোচন করেন শিলিগুড়ির প্রধাননগরের রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের মহারাজ স্বামী শ্যাম রাঘবানন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ, উপপ্রধান সন্তু দাস প্রমুখ। বিবেক জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তৃণমূলের আঠারোখাই অঞ্চল কমিটির তরফে শোভাযাত্রা করা হয় এদিন।

বাগডোগরা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলও বিবেকানন্দের জন্মদিন উদযাপন করেছে রবিবার। আয়োজিত হয় যুব সমাবেশ। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পদ্মশ্রী করিমুল হক সহ অন্যরা। আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি, গোঁসাইপুর ফয়রানিজোত বিবেকানন্দ ক্লাবের তরফে দিনটি পালন করা হয়েছে। শিবমন্দিরের জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা ছাড়াও এদিন প্রায় ২৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেওয়া হয়।

আঠারোখাইয়ে উন্মোচিত বিবেকানন্দ মূর্তি। রবিবার।

এদিকে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নকশালবাড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে এদিন রোড রেসের আয়োজন করা হয়েছিল। পানিঘাটার কদমা মোড় থেকে নকশালবাড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রম পর্যন্ত রোড রেস হয়েছে। এতে প্রথম হন রাজ কুণ্ডু এবং দ্বিতীয় হন মহম্মদ মাজারুদ্দিন। তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

অন্যদিকে, স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার ইসলামপুর রামকৃষ্ণ মিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিক সহ শহরের বিশিষ্টরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শীর্ষেন্দু মজুমদার বলেছেন, ‘স্বামীজির আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে এদিন আমরা মিশন প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম।’

সেইসঙ্গে এদিন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ১০ কিলোমিটার রোড রেসের আয়োজন করা হয়। সন্দীপ শাহ, শান্ত সিংহ এবং মহম্মদ ফিরোজ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এতে। অন্যদিকে, বিধাননগরে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

## জংলিবাবায় জোড়া হাতি

**বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি :** রবিবার দুপুরে জংলিবাবা মন্দিরের কাছে চলে এল দুটি হাতি। তবে বনকর্মীরা কাছাকাছি থাকায় দ্রুত হাতিদের সরিয়ে দেন।

শনিবারও গজরাজ মন্দিরের কাছে এসেছিল। এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ বলেন, ‘হাতির বাসস্থানের মধ্যে জংলিবাবা মন্দির। এদিন দুপুরে দুটি হাতি বেরিয়ে মন্দিরের কাছে চলে আসে। যাঁরা ওই সময় মন্দিরে এসেছিলেন তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বনকর্মীরা তৎপর ছিলেন। তাঁরা হাতিদের সরিয়ে দেন।’

এদিকে, রবিবার টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে হাতির হানার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

যদিও সেটা পুরোনো ভিডিও বলে দাবি করেছেন বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া। তিনি বলেন, ‘গত বছরের ভিডিও এটা। এদিন পিকনিক স্পটে কোনও হাতি আসেনি। অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে।’

## চোপড়ায় পাখিগণনা

**চোপড়া, ১২ জানুয়ারি :** বন দপ্তরের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সহযোগিতায় চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুর জেলায় পাখিগণনা শুরু হল রবিবার।

চলবে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। চোপড়ার রেঞ্জ অফিসার রূপসা ইওনল বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সহযোগিতায় পাখিগণনা শুরু হল।’

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য যোগেশ বর্মনের বক্তব্য, ‘এদিন চোপড়ার ঝাড়বাড়ি এলাকায় একটি বিল ও সাপনিকলা ফরেস্টে পাখিগণনা হয়েছে। দুটি জায়গায় ৩২ প্রজাতির পাখির হদিস মিলেছে। ৭টি পরিযায়ী পাখি দেখা গিয়েছে।’

## রামগঞ্জে সিঁধ কেটে চুরি

**ইসলামপুর, ১২ জানুয়ারি :** ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের ট্যাংরাবার এলাকায় সিঁধ কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাড়ির মালিক আখতার আলি জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীরা রবিবার ভোরে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে টাকা এবং বহু সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আখতার। রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

# সমস্যা অনেক, সাফাইও কম নয়

**কোথাও রাস্তা বেহাল, আবার কোথাও পানীয় জল পৌঁছায়নি। নেই সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থাও। এমন নানা সমস্যায় জর্জরিত ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত। আমজনতার সমস্যা মেটাতে কী পরিকল্পনা রয়েছে প্রধানের? শুনলেন সৌরভ রায়।**

### জনতার চার্জশিট

### ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত

**অণিমা রায়,** প্রধান
ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত

**জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে সময়মতো আপনাকে পাচ্ছে না কেন সাধারণ মানুষ?**

প্রধান : প্রতিদিনই অফিসে যাই। তবে বাড়ির কাজ থাকায় বেলা ১২টার আগে অফিসে যেতে পারি না।

**জনতা : এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটানো যাচ্ছে না কেন?**

প্রধান : পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে একাধিকবার জানানো হয়েছে।

**জনতা : ফাঁসিদেওয়া সহ কোনও সংসদেই সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা কেন গড়ে তোলা যায়নি?**

প্রধান : সাধারণ মানুষ জায়গা দিতে চাইছেন না। সেই কারণে নিকাশি ব্যবস্থা তৈরিতে সমস্যা হচ্ছে।

**জনতা : দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও বলাইগছে শ্মশানঘাট নির্মাণ হল না কেন?**

প্রধান : আমিও চাই শ্মশানঘাট তৈরি হোক। তবে, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদেরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

**জনতা : ফাঁসিদেওয়া বিএলএলআরও অফিসে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেহাল, সেটা নির্মাণ হচ্ছে না কেন?**

প্রধান : মহানন্দা ক্যানাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি না থাকায় রাস্তাটি তৈরি করা যাচ্ছে না।

**জনতা : লালপাহাড়ে পিকনিক স্পট তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায়নি কেন?**

প্রধান : ফান্ড নেই। তাই পরিকল্পনায় থাকলেও তা করা যায়নি। ফান্ড মিললেই পিকনিক স্পট করে দেওয়া হবে।

**জনতা : ধামনাগছ সংলগ্ন মহানন্দা ক্যানাল থেকে হ্যাচারি মোড় পর্যন্ত রাস্তা বেহাল, তা কেন ঠিক করা হচ্ছে না?**

প্রধান : ওই রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পের পরিকল্পনায় ধরা আছে মনে হয়।

**জনতা : ফাঁসিদেওয়ায় রাস্তার ধারে সোলার স্ট্রিট লাইট লাগানো হচ্ছে না কেন?**

প্রধান : যে সমস্ত এলাকায় বিশেষ প্রয়োজন, সেখানে ইতিমধ্যেই লাইট বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

**জনতা : গোয়ালটুলি হাটের আবর্জনা রাজ্য সড়কের ধারে ফেলা হচ্ছে, গ্রাম পঞ্চায়েত কেন পদক্ষেপ করছে না?**

প্রধান : ওই বাজারে আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। বারবার বলার পরও অনেকে রাস্তার ধারে নোংরা ফেলছেন।

**জনতা : কান্তিভিটায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরি হলেও সুফল মিলছে কোথায়?**

প্রধান : ৩টি গাড়ি আমাদের এলাকায় আবর্জনা পরিবহণের কাজ করছে, যা পর্যাপ্ত নয়। সে কারণে অনেক সময় নোংরা পড়ে থাকছে।

**জনতা : চুনিয়াটুলি থেকে দেমদাখাড়ির রাস্তা বেহাল, পাকা হচ্ছে না কেন?**

প্রধান : ওই রাস্তাটি পাকা করা হবে। প্ল্যানে ধরা আছে।

#### একনজরে

**ব্লক :** ফাঁসিদেওয়া
**জনসংখ্যা :** ২০,৮১৮ (২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
**আয়তন :** ৩৩.৩৪০ বর্গ কিলোমিটার
**মোট সংসদ :** ১৬

## অধিগ্রহণ ছাড়াই জমিতে পিলার

**ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** জমি অধিগ্রহণ নিয়ে আলোচনা চলছিল। জমির দাম নিয়ে দরকষাকষিও চলছিল। তার মধ্যেই রাতের অন্ধকারে প্রস্তাবিত ফোর লেনের জমিতে কংক্রিটের পিলার বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পিলার বসানোর জন্য তারা কোনও প্রাশাসনিক অনুমতিও নেয়নি।

শনিবার রাতে ওই পিলার বসানোর অভিযোগ উঠেছে ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব শালবাড়ি এলাকায়। ঘটনার জেরে সেই সংস্থার কর্মীদের আটকে রেখে রবিবার সকালে তাঁদেরই কংক্রিটের পিলার উপড়ে ফেলতে বাধ্য করেন স্থানীয়রা। কীভাবে একটি সংস্থা কারও অনুমতি ছাড়া জমি অধিগ্রহণের কাজ করতে পারে? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘটনাস্থলে থাকা বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের ইনচার্জ ব্রিজমোহন সিং এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। তাঁর কথায়, ‘হয়তো ঠিকাদার সংস্থা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু আমরা সেটা জানি না। নির্দিষ্টভাবে কোনও অনুমতিপত্রও নেই। যে পিলার গাড়া হয়েছিল, সেটা তুলেও নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমতি পেলেই কাজ করা হবে।’

থারুঘাঁটি ইকো পিকনিক স্পটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবর্জনা।

## উদ্বোধনের পরই বেহাল পিকনিক স্পট

**মাম্পী চৌধুরী**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** শীত মানেই পিকনিকের মরশুম। বছরের এই সময়ে মানুষের ঢল নামে স্পটগুলিতে। একথা মাথায় রেখে এমাসের ১ তারিখ বন দপ্তরের উদ্যোগে ফাড়াবাড়ির নেপালি বস্তিতে থারুঘাঁটি ইকো পিকনিক স্পটের উদ্বোধন করা হয়েছিল। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জঙ্গল এবং নদী ঘেরা এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে সাহুর ধারে স্পটটি গড়ে তোলা হয়েছে। তবে উদ্বোধনের ১১ দিনের মধ্যেই এখানকার বেহাল ছবি প্রকাশ্যে এসেছে।

পিকনিকে আসা লোকজনের অভিযোগ, স্পট পরিষ্কারে নজর নেই বন দপ্তরের। আবর্জনায় ভরেছে চারদিক। নেই পর্যাপ্ত শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা। এমনকি পিকনিক স্পটে নেই একটিও ডাস্টবিন।

থারুঘাঁটিতে গিয়ে দেখা গেল, নদীর পাড় এবং জঙ্গলের যেখানে-সেখানে পড়ে আছে খাওয়ার প্লেট, গ্লাস, মদের বোতল ইত্যাদি।

পিকনিক স্পটে ঢুকতেই চোখে পড়ে বন দপ্তরের তরফে টাঙানো নিয়মাবলির লম্বা তালিকা। যেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, জঙ্গলে কোনওরকম মাদকদ্রব্য নিয়ে ঢোকা যাবে না বা সাউন্ড সিস্টেম নিয়েও প্রবেশ করা যাবে না। তবে সেই নিয়মকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে মাদক সেবন, উচ্চগ্রামে বাজছে ডিজে।

শিলিগুড়ি থেকে পিকনিকে এসেছিল একটি স্কুলের পড়ুয়ারা। গ্রুপটির একজন বললেন, ‘আমরা ২৫০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে পিকনিকে এসেছি। গ্রুপে অনেক মেয়ে আছে। পর্যাপ্ত শৌচাগার না থাকায় অসুবিধা হয়।’

পিকনিকে আসা ঊর্মিলা পালের কথায়, ‘জল না হয় কিনে খাওয়া যায়। কিন্তু দরকার ছিল আরও কয়েকটি শৌচাগারের। পিকনিক স্পট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও খুব দরকার।’ একই কথা শোনা গেল বাইপাস থেকে আসা মৌমিতা দাস, মোহন ঝা, শুভঙ্কর দাসের গলায়।

পিকনিক স্পটে মাথাপিছু ২০ টাকা করে এন্ট্রি ফি নেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ঠিকঠাক পরিষেবা মিলছে না কেন? এ বিষয়ে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডাবগ্রামের বিট অফিসার জাহারুল মহম্মদ আলি বললেন, ‘পিকনিক স্পটটি সবেমাত্র চালু হয়েছে। ধীরে ধীরে সাজিয়ে তোলা হবে।’

> জল না হয় কিনে খাওয়া যায়। কিন্তু দরকার ছিল আরও কয়েকটি শৌচাগারের। পিকনিক স্পট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও খুব দরকার।
>
> **ঊর্মিলা পাল**

# বাদ্যযন্ত্র তৈরি মতিলালের নেশা

### স্বীকৃতি না মেলায় আক্ষেপ

**সৌরভ রায়**

**ফাঁসিদেওয়া, ১২ জানুয়ারি :** কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করছেন ফাঁসিদেওয়ার মতিলাল রায় (৬৪)। দোতারার পাশাপাশি একতারা, খমকও তৈরি করেন তিনি। অনায়াসে এসব বাদ্যযন্ত্রে নানা সুর তোলেন মতিলাল। তবে তাঁর আক্ষেপ, এখনও সরকারিভাবে শিল্পীর কোনও স্বীকৃতি পাননি তিনি। তবে তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

শুধুমাত্র নেশার টানেই মতিলাল বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন। তবে একাজে তাঁর প্রয়োজন পড়ে না অত্যাধুনিক কোনও যন্ত্রপাতি। প্রথমে একতারা, পরে দোতারা বানাতে শেখেন এই শিল্পী। পরবর্তীতে শিখে নেন খমক নামে আরেক বাদ্যযন্ত্র তৈরির কৌশল। যদিও দোতারাই মতিলালের মন টানে বেশি।

> মতিলাল রায় নামে ফাঁসিদেওয়ার এই শিল্পীর কথা আমার জানা ছিল না। আমি নিজে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। এছাড়া উনি আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করলে, কী চাইছেন ওই শিল্পী তা শোনা হবে।
>
> **বিপ্লব বিশ্বাস** *বিডিও, ফাঁসিদেওয়া*

রাজ্যের সরকার কুটিরশিল্প এবং হস্তশিল্পে জোর দিয়েছে। শিল্পীদের সম্মান ভাতা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ফাঁসিদেওয়ার শক্তিনগরের বাসিন্দা মতিলাল সরকারি সাহায্য তো দূর অস্ত, শিল্পীর স্বীকৃতি পর্যন্ত পাননি। ছাপরা ঘরে বসেই বাদ্যযন্ত্র গড়েন তিনি। তাঁর আক্ষেপ, ‘কেউ সাহায্য নাই বা করল, যতদিন বাঁচব শিল্পকলাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব।’

শিল্প সৃষ্টিতে মগ্ন মতিলাল। ফাঁসিদেওয়ায়।

তবে যাঁরা শিল্প ও শিল্পীর কদর বোঝেন, তাঁরা ঠিকই মতিলালকে খুঁজে বের করে নেন। তাঁর বানানো দোতারা কেনেন। বাড়িতে এসে নিয়ে যান মতিলালের হাতে তৈরি বাদ্যযন্ত্র। মতিলাল বলেন, ‘সরকারের তরফে সহযোগিতা পেলে, এই কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারতাম।’

হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে শিলিগুড়ির অদূরে কাওয়াখালিতে তৈরি হয়েছে বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাট। যেখানে বিভিন্ন জায়গার হস্তশিল্পীদের মেলা বসে। শিল্পীরা তাঁদের হাতে গড়া শিল্পসামগ্রী নিয়ে সেখানে হাজির হন। সেখানে যদি বসার সুযোগ করে দেওয়া হত, তাহলে বাদ্যযন্ত্র গড়ার শিল্পকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন বলে মন্তব্য মতিলালের।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেন, ‘মতিলাল রায় নামে ফাঁসিদেওয়ার এই শিল্পীর কথা আমার জানা ছিল না। আমি নিজে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। এছাড়া উনি আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করলে, কী চাইছেন ওই শিল্পী তা শোনা হবে।’

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শীতের সকালে।। শীতলকুচির গোঁসাইরহাটে ছবিটি তুলেছেন দিলীপ বর্মন।

# স্বামীর ফোনে কার ছবি, প্রশ্ন করতেই বেধড়ক মার

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** সোশ্যাল মিডিয়ায় যা 'মিম-মেটিরিয়াল', সেটাই প্রায় প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছিল আলসিয়ার মোড়ের এক গৃহবধূর কাছে। স্বামী কোনও অপরিচিত মহিলার ছবিতে লাইক দিলে, বা রাস্তাঘাটে পরনারীর দিকে তাকালে স্ত্রীরা কতখানি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, তা নিয়ে নানা রসিকতা চালু। তবে ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া আলসিয়ার মোড়ের সেই দম্পতির ক্ষেত্রে বিষয়টি সিরিয়াস হয়ে ওঠে। স্বামীর মোবাইল ফোনে অপরিচিত মহিলার ছবি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন স্ত্রী। পরিণামে জুটল বেধড়ক মারধর। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে।

কেন তিনি মোবাইলে হাত দিয়েছেন, সেই 'অভিযোগে' স্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে পেটালেন স্বামী। রবিবার সেই নির্যাতিতা মহিলা মা-কে সঙ্গে নিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। দুপুরে ময়নাগুড়ি থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। তারপর সেই বধূ ছেলেকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি ভূসকাডাঙ্গায় ফিরে যান। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বামী। আর অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

### যা ঘটেছে

- ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার জন্য স্বামীর মোবাইলে হাত
- সেই মোবাইলে অপরিচিত মহিলার ছবি দেখে কৌতূহল
- তার পরিচয় জানতে চান স্বামীর কাছে
- প্রশ্ন শুনে খেপে যায় স্বামী
- স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে মারধর করে, অভিযোগ

কী ঘটেছিল? শনিবার রাতে নিজের মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার জন্য সেই বধূ স্বামীর মোবাইল ফোন খোলেন। সেই সময় তিনি স্বামীর ফোনে অপরিচিত মহিলার একাধিক ছবি দেখতে পান। স্বামীকে সেই ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বিপত্তি ঘটে। বধূর অভিযোগ, স্বামী তাঁর চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে ঘরের বাইরে বের করে নিয়ে গিয়ে বেধরক মারধর করে। তাঁর কোমর, বুকে এবং মাথায় বেজায় চোট লাগে। তাঁর মোবাইল ফোনটিও স্বামী কেড়ে নেয় বলে অভিযোগ।

ভোররাতে সেই বধূ কোনওরকমে লুকিয়ে তাঁর মা-কে বিস্তারিত জানান। রবিবার সকালেই মা চলে আসেন মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে। সেখান থেকে তাঁরা প্রথমে যান হাসপাতালে। পরে যান থানায়। ৯ বছর আগে ওই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একটি ৭ বছর বয়সের ছেলে রয়েছে। সেই বধূ বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই স্বামী অযথা কলহ বাঁধিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। শনিবার রাতভর অত্যাচার চরমে পৌঁছে যায়। মোবাইল ফোনে অপরিচিত মহিলার ছবি দেখে প্রতিবাদ করায় আমাকে বেধড়ক মারধর করে। পুলিশের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি।' স্বামীর উপযুক্ত শাস্তি চেয়েছেন তিনি।

তাঁর মা বলেন, 'মেয়েটাকে প্রাণেই মেরে ফেলত। এমনভাবে মারধর করেছে যে ও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। মেয়ে এবং নাতিকে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি। বিয়ের পর থেকেই আমার মেয়ে নির্যাতনের শিকার।' দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন তিনিও। যদিও স্বামী সমস্ত অভিযোগের কথা অস্বীকার করেন। উলটে বলেন, 'আমাকেই স্ত্রী মারধর করেছে।'

## বন্ধ স্যালাইন কারখানায় হঠাৎ ডাক শ্রমিকদের

# মেশিন বদলানোয় জল্পনা

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ১২ জানুয়ারি :** চোপড়ার সোনাপুর এলাকার বিতর্কিত স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানা বন্ধ থাকাকালীন অবস্থায় মজুত স্যালাইন বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করার পাশাপাশি কারখানার মেশিন পালটানোর ঘটনা সামনে এসেছে। গত বছর ডিসেম্বরে ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ওই স্যালাইন প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। এরপরই ১১ ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষ কাজ বন্ধের নোটিশ দেয়। সম্প্রতি মেদিনীপুর মেডিকেলে ওই সংস্থার স্যালাইন ব্যবহারের পর এক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়েছে। এরই মধ্যে কারখানা বন্ধ থাকা অবস্থায় মেশিন পালটানো ও মজুত স্যালাইন রপ্তানি করা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে।

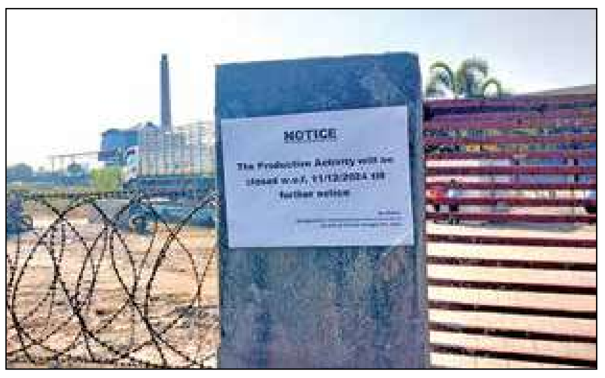

NOTICE
The Production Activity will be closed w.e.f. 11/12/2024 till further notice

*চোপড়ায় বিতর্কিত স্যালাইন কারখানায় বন্ধের নোটিশ।*

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও স্যালাইন তৈরি করা হয়েছে। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা এ ব্যাপারে মুখ খুলতে না চাইলেও, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শ্রমিক জানিয়েছেন, কারখানা বন্ধ থাকা অবস্থাতেও মজুত স্যালাইন রপ্তানি করা হয়েছে। তবে নতুন করে স্যালাইন প্রস্তুত করা হয়নি। প্রস্তুতকারী সংস্থার তরফেও জানানো হয়েছে, কারখানা বন্ধ থাকা অবস্থাতে নতুন করে কোনও স্যালাইন তৈরি করা বা রপ্তানি করা হয়নি। তবে প্রশ্ন উঠছে, কারখানা বন্ধ থাকা অবস্থাতে শ্রমিকদের একাংশকে কী কারণে ডাকা হয়েছিল? বেশ কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, কারখানা বন্ধ থাকা অবস্থাতে তাঁদের কাজে ডাকা হয়। জিনিসপত্র লোড আনলোড ও বাইরে এবং ভিতরের অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সহ বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন মেশিনও বসানো হয়েছে। কারখানার ভেতরে একটি দেওয়ালও ভাঙা হয়েছে। ভেতরে কয়েকদিন টানা এসব কাজ চলেছে।

নতুন মেশিন বসানো ও কারখানার ভিতরে নতুন দেওয়াল তৈরি করা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠছে। অনেকেই বলছেন, তাহলে কি খারাপ মেশিনের সাহায্যে এতদিন স্যালাইন তৈরি করা হত? সেই বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতেই কি কারখানা বন্ধ থাকা অবস্থাতে মেশিন পালটানো হল।

এই কারখানায় মোট ২৬৪ জন শ্রমিক রয়েছেন। যার মধ্যে স্থায়ী শ্রমিক ১৯০ জন। এখানে আইএনটিটিইউসি'র একটি ইউনিট রয়েছে। সংগঠনের সোনাপুর অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ বললেন, 'কারখানা বন্ধের সময়েও একাংশ শ্রমিক কাজ করেছে। এসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজ হয়েছে। মেশিনের টেকনিকালি কিছু সরঞ্জামের মেরামত হয়েছে।'

যদিও শ্রমিকদের একাংশ বলছেন, দুর্গাপুজোর আগেই কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছিল ডিসেম্বরে কারখানা এক-দেড় মাস বন্ধ রাখা হবে।

### প্রশ্ন যেখানে

- কারখানা বন্ধ থাকাকালীন অবস্থায় মজুত স্যালাইন বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করার অভিযোগ
- এই সময়ে কারখানার মেশিন পালটানোর ঘটনা সামনে এসেছে
- তাহলে কি খারাপ মেশিনের সাহায্যে এতদিন স্যালাইন তৈরি করা হত?
- প্রশ্ন উঠছে, কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও কি স্যালাইন তৈরি করা হয়েছে

# বাঁচান চিৎকার শুনে গাড়ি থামাল পুলিশ

## বিপদ থেকে রেহাই কলকাতার পড়ুয়াদের

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** সেবকের দিক থেকে চেকপোস্টের দিকে দ্রুতগতিতে আসছিল সিকিম নম্বরের একটি ট্যুরিস্ট গাড়ি। গাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ কয়েকজন তরুণ-তরুণীর চিৎকার 'আমাদের বাঁচান'। চেকপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিককর্মীরা এমন আওয়াজে চমকে উঠলেন। কোনও কিছু না ভেবে গাড়িটিকে আটকানোর জন্য পিছন পিছন দৌড়াতে শুরু করলেন তাঁরা। এরমধ্যেই হঠাৎ করে চম্পাসারি থেকে সেবকের দিকে যাওয়ার রুটে ঢুকে পড়ল গাড়িটি। কোনও কিছু না ভেবে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের এএসআই হরিপদ রায় ও সিভিক ভলান্টিয়ার দেবেন দাস। এরপরই দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটি। দরজা খুলে একে একে বেরিয়ে এলেন পর্যটকরা। তাঁরা সকলেই কলকাতার বাসিন্দা ও কলেজ পড়ুয়া। রবিবার সকাল এগারোটার দিকে এমন ঘটনায় হতবাক সকলেই।

*গাড়িচালককে আটক করে থানায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।*

গাড়ি থেকে নেমে পর্যটকরা বলতে শুরু করলেন, চালক মদ্যপ অবস্থায় রয়েছে। যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। পর্যটকরা একে একে নেমে আসতেই ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা গাড়িচালক প্রবীণ শর্মাকে আটক করে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে আসেন। সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গাড়িটিও আটক করা হয়। গাড়িচালকের বিরুদ্ধে মদ্যপ অবস্থায় বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

ঘুরতে এসে এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া দীপ্তজিৎ দে বললেন, 'আমরা আটজন কলকাতা থেকে গ্যাংটকে ঘুরতে এসেছিলাম। বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেরার জন্য গ্যাংটকে গাড়িটি বুকিং করেছিলাম। গাড়িতে চাপার কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারি চালক মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন।'

গাড়িতে থাকা রিয়া ভট্টাচার্যের চোখেমুখে তখনও আতঙ্কের ছাপ। তিনি বললেন, 'একাধিকবার গাড়ি দাঁড় করাতে বললেও চালক গাড়ি দাঁড় করাননি। কিছু বললেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।' এদিকে, ফ্লাইটের সময় হয়ে যাওয়ায় তাঁদের বাগডোগরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেয় ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ড।

তবে এই ঘটনা প্রথম নয়। এর আগেও পাহাড় থেকে পর্যটককে নিয়ে আসা একাধিক গাড়িচালককে মদ্যপ অবস্থায় থাকার কারণে আটক করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জয়ন্ত মজুমদার বলেন, 'এধরনের সমস্যা বরাবরই রয়েছে। ট্যুরিস্টরা লিখিত অভিযোগ না করায় মদ্যপ চালকদের আটক করা হলেও, তাঁরা ছাড়া পেয়ে যান। বিষয়টি নিয়ে সিকিম সরকার ও সেখানকার গাড়িচালকদের সঙ্গে বসে আলোচনা করব।'

ট্রাফিক পুলিশের এক কর্তা বললেন, 'প্রত্যেক মাসেই ড্রিংক অ্যান্ড ড্রাইভ চেকিংয়ের সময় সব মিলিয়ে ৩০-৩৫টি মদ্যপ চালকদের কেস দেওয়া হয়।'

# বক্সায় নিষেধাজ্ঞা উঠল পিকনিকে

**আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি :** মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তিনবছর বাদে ফের খুলে গেল বক্সার সমস্ত আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট। যদিও পিকনিকের মরশুম প্রায় শেষের দিকে, তা সত্ত্বেও বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তের পর খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে। জানুয়ারি মাসের বাকি ছুটির দিনগুলোতে সেখানকার প্রায় ২০টি জনপ্রিয় জায়গায় যেতে পারবেন পিকনিকপ্রেমী। সেসব জায়গায় ভিড় হলে উপার্জনের রাস্তা খুলবে স্থানীয় প্রায় ২০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। রবিবার থেকেই সেই জায়গাগুলোতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পিকনিকপ্রেমীরা। যদিও বন দপ্তর বলছে, পিকনিকের ফলে পরিবেশের ওপর যেন কোনও কুপ্রভাব না পড়ে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে।

এই পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়ার কারণ দেখিয়েই ২০২১ সালে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ সমস্ত পিকনিক স্পটে পিকনিক নিষিদ্ধ করে দেয়। সেসব জায়গা সংলগ্ন আদিবাসী মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর আয় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রাজ্য সরকারের কাছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ে। আবেদন-নিবেদনের পালা চলে। আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সেই স্মারকলিপিতে পিকনিক স্পট বন্ধ থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকও মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের কাছে পিকনিক স্পট খুলে দেওয়ার কথা বলেন। মন্ত্রী ফিরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সমস্ত বিষয়ে একটি রিপোর্ট জমা দেন। তারপরেই রবিবার থেকে খুলে দেওয়া হল বক্সার পিকনিক স্পটগুলো।

বক্সার উপক্ষেত্র অধিকর্তা হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'পিকনিক স্পটগুলো খুলে দেওয়া হলেও আমাদের কর্মীরা সেখানে স্পটগুলোতে নজরদারি চালাবেন। পিকনিকের জন্য বন্যপ্রাণী এবং জঙ্গলের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকে সকলকে নজর রাখতে হবে। এবিষয়ে বিভিন্ন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে।' বক্সার পিকনিক স্পটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পানীঝোরা, পাম্পুবস্তি, গারোবস্তি, ২১ বস্তি, রায়মাটাংয়ের মতো এলাকা। আগে ফি বছর এই পিকনিক স্পটগুলোতে কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় উপচে পড়ত। এই পিকনিক স্পটগুলোর উপর গোটা শীতের মরশুমে স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর রুটিরুজি নির্ভর করে।

# বিদেশি সিগারেট উদ্ধার, ধৃত ১

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** লক্ষাধিক টাকার বিদেশি সিগারেট সহ ফুলবাড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ডিআরআই-এর শিলিগুড়ি ইউনিট। শনিবার গভীর রাতে ফুলবাড়ি ঘোষপুকুর বাইপাস রোডে বিদেশি সিগারেটবোঝাই ট্রাক সহ মহম্মদ জুলফিকর নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। রবিবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ডিআরআই সূত্রে খবর, অসম থেকে শিলিগুড়ি হয়ে বিদেশি সিগারেটবোঝাই একটি লরি উত্তরপ্রদেশের দিকে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে বাইপাস রোডে ট্রাকটিকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালাতেই ট্রাক থেকে পাঁচ লক্ষ আশি হাজারটি সিগারেট উদ্ধার হয়। যার বর্তমান বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে ডিআরআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে।

# জঙ্গলে আগুন

**বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি :** রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ হঠাৎ কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের রিসাবাড়ি ব্লকে জংলিবাবা মন্দিরের ১ নম্বর গেটের কাছে আগুন লাগে। ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে যায় বনভূমির কয়েক বিঘা এলাকা। খবর পেয়ে মাটিগাড়া থেকে দমকলের ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'আমাদের অনুমান কেউ জ্বলন্ত সিগারেট জঙ্গলে ফেলেছিল। শুকনো পাতায় আগুন লেগে সেটা ছড়িয়ে পড়ে।' গত বছর ওই এলাকার কাছে আগুন লেগেছিল। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এভাবে আগুন লাগার ঘটনায় পরিবেশের ক্ষতি যেমন হচ্ছে, তেমনই উদ্বেগ বাড়ছে বনকর্মীদের মধ্যে।

# গোপালকে নিয়ে অভিনব বনভোজন

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** গোপালকে সঙ্গে নিয়ে অভিনব বনভোজনের আয়োজন করল ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কমিটি। রবিবার গোপালকে কোলে নিয়ে বনভোজনে হইহই করে আনন্দ করলেন গোপালভক্তরা। এদিন জুট নোয়াপাড়া ক্যানাল রোডের পাশে একটি ভবনে এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়। প্রবীণ, নবীন সকলেই হাজির হয়েছিলেন এই বনভোজনে।

ওয়ার্ড কমিটির তরফে বিবেকানন্দ সাহা বলেন, 'প্রায় আড়াই হাজার মানুষ এসেছেন। মোট ১৫টি বাস বুক করা হয়েছিল।' বনভোজনে এসে ৭২ বছরের আশালতা পাল বললেন, 'গোপালকে বাড়িতে একা রেখে কোথাও যেতে মন চায় না। যখন জানতে পেরেছি গোপালকে নিয়ে বনভোজন করতে যাওয়া যাবে খুশিতে মন ভরে গিয়েছে। এত সুন্দর পিকনিক আমি আগে কোনওদিন করিনি।'

স্থানীয় কাউন্সিলার পিংকি সাহা জানান, পরের বছর আবারও এধরনের বনভোজনের আয়োজন করা হবে।

# ঘুরতে বেরিয়ে আর ফেরা হল না বিশালের

**সৌরভ রায়**

**ফাঁসিদেওয়া, ১২ জানুয়ারি :** জ্যাঠতুতো দিদির ছেলেকে মামাভাত খাইয়ে নিজের দিদির নতুন স্কুটার নিয়ে বেড়াতে গিয়ে আর ফেরা হল না তরুণের। রবিবার সন্ধ্যায় ফাঁসিদেওয়ার সুদামগছের বাড়িতে বিশাল সিংহের (১৮) মৃতদেহ পৌঁছাতেই কান্নার রোল উঠল গ্রামজুড়ে।

অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর একমাত্র দিদির বিয়ে হয়েছে। তারপর থেকে বাড়িতে এক ভাই এবং বাবা-মাকে নিয়েই থাকতেন বিশাল। জ্যাঠতুতো দিদির ছেলের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান ছিল শনিবার। সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে তাঁর মামাতো ভাই অলোক সিংহকে সঙ্গে নিয়ে স্কুটারে করে ঘুরতে বেরোন বিশাল। ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের কাছে গোয়ালটুলি-মেডিকেল মোড় রাজ্য সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লেগে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় স্কুটারটি।

গুরুতর আহত হয় বিশাল ও অলোক। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়। শনিবারই সেখানে মৃত্যু হয় বিশালের। ময়নাতদন্তের পর রবিবার তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে, অলোককে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

শুধু বিশালের পরিবারই নয়, এমন আকস্মিক দুর্ঘটনায় তরুণের অকালপ্রয়াণ মেনে নিতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। ঘটনার পর থেকে কেঁদে ভাসাচ্ছেন বিশালের বাবা অনিল সিংহ। বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন মা শেফালি সিংহ। বিশালের মামা পিন্টু রায় বলেন, 'অনুষ্ঠানের পর বাড়ি থেকে ঘুরতে বেরিয়েছিল। আর ঘরে জীবিত ফিরল না।'

মাটি নিয়ে খেলা।। রবিবার সাউথ বাঘা যতীন কলোনির নদীবাঁধ এলাকায় ছবিটি তুলেছেন শমিদীপ দত্ত।

# বাঁধ নির্মাণ

**জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** ভাঙন রুখতে ধরধরা নদীতে বাঁধ দেওয়ার উদ্যোগ নিল সেচ দপ্তর। পাহাড়পুর এলাকা থেকে শুরু করে জমিদারপাড়া হয়ে ধরধরা নদীর প্রায় ৯০০ মিটার এলাকায় ওই বাঁধ দেওয়া হবে।

পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বেণুরঞ্জন সরকার বলেন, 'সেচ দপ্তর থেকে ধরধরা নদীতে বাঁধ দেওয়া হবে। সোমবার থেকে বাঁধনির্মাণের কাজ শুরু হবে।'

## সামসিং চা বাগানে বারলার প্রশংসা

# বোড়োল্যান্ডের ধাঁচে এগোনোর লক্ষ্য বিমলের

**মেটেলি, ১২ জানুয়ারি :** গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের মুখে এখন বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিওনের (বিটিআর) ধাঁচে পাহাড় সমস্যা সমাধানের কথা। রবিবার মেটেলির সামসিং চা বাগানের টপ লাইনে সংগঠনের একটি কর্মসূচি হয়। সেখানে বিমল বলেন, 'আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকবে। এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠি চলে আসবে। গত সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করে বিটিআরের ধাঁচে এগোনোর অনুরোধ করেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি দেখছে।'

রাজনৈতিক মহল জানাচ্ছে, বিটিআর অসমে রয়েছে। ওই রাজ্যের ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তরে ভুটান ও অরুণাচলপ্রদেশের সীমানা লাগোয়া কোকরাঝাড়, চিরাং, বাকসা, উদালগুড়ির মতো কয়েকটি জেলাকে নিয়ে ২০০৩ সালে স্বশাসিত পরিচালন ব্যবস্থা গঠিত হয়। বিটিসি বা বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, বিটিআরের প্রশাসনিক কাজকর্ম চালায়। সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অধীনে ওই ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল।

বিমল বিটিআরের মতো প্রশাসনিক ব্যবস্থার সওয়াল করে এদিন নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছেন। বিমলের দাবি যদি সত্যি হয় তবে এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত ত্রিপাক্ষিক ঐক্যমত ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পাহাড়ের দুই জেলাকে নিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) নামে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি চলছে, সেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক হয়েছিল। বিটিআর তৈরি হয়েছিল কেন্দ্রীয়, অসম সরকার ও বোড়োল্যান্ড লিবারেশন টাইগার ফোর্সের ত্রিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে।

### বিমল উবাচ

- গত সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন
- সেখানে বিটিআরের ধাঁচে এগোনোর অনুরোধ করা হয়
- ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকবে

এদিন সামসিংয়ে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা প্রদানের সরকারি কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা করেন বিমল। বিমলের কথায়, 'সামসিংয়ে আসার আগে তিনকাটারিতে এসেছিলাম। পুরোনো নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে প্রত্যেককে অবস্থান জানানো ও সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের মূল উদ্দেশ্য।'

বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা জন বারলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বিমল উবাচ, 'তিনি হয়তো এখন নীরব আছেন। তবে তাঁর গরিমা অটুট আছে। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে অনেকে তাঁকে প্রচারে আসতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি কাউকে দুঃখ দিতে চান না বলে আসেননি।' আর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মোর্চা কাকে সমর্থন করবে এমন প্রশ্নে তাঁর কৌশলী জবাব, 'এখন আমাদের মূল লক্ষ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান।'

# স্কুলের পরিত্যক্ত ঘরে নেশার আসর

**ফাঁসিদেওয়া, ১২ জানুয়ারি :** হাইস্কুলের উলটোদিকেই পুরোনো হস্টেল। শিক্ষকদের থাকার ঘর। ঘরগুলি বর্তমানে পরিত্যক্ত। ফাঁসিদেওয়া নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে থাকা ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলের ঘরগুলি বহুবছর ধরে ওইভাবেই পড়ে রয়েছে। এখন সন্ধ্যার পর বসছে নেশার আসর।

জানা গিয়েছে, গ্রামেরই কিছু তরুণ ওই ঘরগুলিকে নেশার আখড়া বানিয়ে ফেলেছে। সে কারণেই গ্রামবাসীরা চাইছেন ওই পরিত্যক্ত ঘরগুলি প্রশাসনের তরফে ভেঙে ফেলা হোক। বিষয়টি একাধিকবার হাইস্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। যদিও রাতে ওই পরিত্যক্ত ঘরগুলিতে নজরদারি থাকে বলে জানিয়েছেন ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ।

*হাইস্কুলের পড়ে থাকা এই ঘরগুলিতেই বসছে নেশার আসর।*

আগে জায়গাটি ব্যবহার হত স্কুলের জন্য। একসময় ফাঁসিদেওয়া বালিকা বিদ্যালয় সেখানেই ছিল। পরে সেটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর সময় যত এগিয়েছে, ততই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ঘরগুলি। সন্ধ্যা হতেই অন্ধকারে ডুবে যায় ঘরগুলি। স্থানীয়দের দাবি, রাতে ওখানে মদ, গাঁজার আসর বসে। এলাকার কিশোররা সেখানে গিয়ে নেশা করে। এর আগে পুলিশ ওই ঘরগুলিতে হানা দিয়ে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছিল। কিন্তু এখন পুলিশি অভিযান সেভাবে চোখে পড়ছে না। ফিরে এসেছে আগের ছবিটাই।

> স্কুলের তরফে আমাকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। ওই ঘরগুলি স্কুলের জমিতেই রয়েছে। স্কুলের তরফে চিঠি করা হলে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।
>
> **বিপ্লব বিশ্বাস**
> *বিডিও, ফাঁসিদেওয়া*

স্থানীয় চন্দনকুমার রায় বলেন, 'অবিলম্বে বিষয়টি দেখা উচিত। ওই জায়গাটি এখন নেশাখোরদের দখলে। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে সেখানে নতুন কিছু না তৈরি করলেও পরিত্যক্ত ঘরগুলি ভেঙে জায়গাটি পরিষ্কার করা দরকার।' ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিষ্ণুপদ বর বলেন, 'পরিত্যক্ত ওই ঘরগুলিতে কী করা হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই স্কুলের পরিচালন সমিতির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমরা চাই পুলিশের তরফ থেকে বিষয়টি দেখা হোক।'

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের মন্তব্য, 'স্কুলের তরফে আমাকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। ওই ঘরগুলি স্কুলের জমিতেই রয়েছে। স্কুলের তরফে চিঠি করা হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।' রাতে যে ওখানে নেশার আসর বসছে সেকথা স্বীকার করেছেন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুশান্ত দাস। তাঁর কথায়, 'ওটা সরকারি সম্পত্তি। তাই আমরা ভাঙতে পারি না। ওই ঘরগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য দ্রুত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি করা হবে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৫ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ পৌষ ১৪৩১

## নজর দিল্লিতে

আসনসংখ্যার দিক থেকে যত ছোট বিধানসভাই হোক না কেন, দিল্লি দখল করতে কে না চায়! বরাবরই দিল্লি মর্যাদার লড়াইয়ের প্রতীক। বিশেষ করে সর্বভারতীয় শাসকদলের তো বটেই। তাই হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পর দিল্লি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ এবং রাহুল গান্ধির কংগ্রেসও হাত গুটিয়ে বসে নেই। ৫ ফেব্রুয়ারির দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে এবার এক জটিল অঙ্ক।

গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও আপ-বিজেপি-কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে দিল্লিতে। ২০২০-তে ৭০ আসনের বিধানসভায় আপ পেয়েছিল ৬২, বিজেপি ৮টি। ২০১৫ সালে আপের আসন ছিল ৬৭, বিজেপি'র ৩। টানা দশ বছর দিল্লিতে শাসন কেজরির দলের। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল পাচ্ছেন দিল্লিবাসী। মহিলাদের নিখরচায় বাস-যাতায়াত। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা, সঞ্জীবনী যোজনা।

মহিলা সম্মান যোজনায় দেওয়া হয় ১০০০ টাকা। জিতলে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দিল্লির মানুষ আপের রাজত্বে অখুশি নন। কিন্তু কেজরিওয়ালদের সততার ভাবমূর্তিতে কালির ছিটে লেগেছে। সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী, কেজরিওয়ালের ভুল আবগারি নীতির খেসারত দিতে দিল্লি সরকারের ২০২৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। আবগারি দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস তিহারে ছিলেন কেজরিওয়াল। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াও জেলে ছিলেন।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সাজাতে কোটি কোটি টাকা খরচ, দিল্লির নিকাশিনালা, জমা জল, যমুনায় দূষণ ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ উঠছে। ফলের আপের ভাবমূর্তির একেবারে দফারফা। আপের বিরুদ্ধে দুর্নীতিকেই বড় অস্ত্র করে বাজিমাতে মরিয়া বিজেপি। ভোটযুদ্ধে বিজেপির বড় ভরসা নরেন্দ্র মোদি। একসময় দিল্লিবাসী সুষমা স্বরাজ, মদনলাল খুরানার মতো ব্যক্তিত্বদের বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন। এবার সরকার দখলে কোমর বাঁধছে গেরুয়া শিবির।

লোকসভা ভোটে আপ-কংগ্রেস ছিল একজোট। কিন্তু দিল্লির সাত আসনেই জেতে বিজেপি। স্বাভাবিকভাবে বিজেপির মনোবল তুঙ্গে। বিজেপি জানিয়েছে, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। আপ জমানার নানা সুযোগসুবিধা বন্ধ না করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো দিল্লি দখলে আরএসএস উঠেপড়ে লেগেছে।

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কিছুটা ছন্নছাড়া অবস্থা আছে তো ঠিকই। যদিও লোকসভা ভোটে দিল্লিতে না পেলেও সারা দেশে প্রায় ১০০ আসন জিতেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আপ-কংগ্রেস লড়ছে আলাদাভাবে। 'ইন্ডিয়া' জোট টিকিয়ে রাখা নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠেছে।

এই বিড়ম্বনার মধ্যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু উজ্জীবিত। তাদের সাফ কথা, কংগ্রেস কোনও এনজিও নয়, একটা রাজনৈতিক দল। সংকটের মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা তাদের আছে। এবার কংগ্রেস ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য কভার এবং 'পেয়ারি দিদি যোজনা'-তে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর দিল্লিতে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শীলা দীক্ষিত। অর্থাৎ দিল্লি শাসনের অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের ভালোই আছে। সেই শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিত এবার ভোটপ্রার্থী। তবে তরুণ প্রজন্মের ক'জন শীলা দীক্ষিতের নাম শুনেছে সন্দেহ। বাস্তবে এই ভোটে কংগ্রেসের হারানোর কিছু নেই। কংগ্রেস আপের ভোট কাটবে। তাতে কিছু আসন হাতছাড়া হতে পারে কেজরির। বৈতরণি পার হওয়া কেজরিওয়ালের পক্ষে খুব সহজ হবে না।

আবার বিজেপির অসুবিধা, জিতলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, কেউ জানে না। তবে দিল্লি বিধানসভার ভোট তিন দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। পরাজয় যে দলের হোক, সেটা তাদের পক্ষে হবে চরম বিড়ম্বনার। দেশ এখন ৮ ফেব্রুয়ারির ফলের অপেক্ষায়।

## অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

**-ভগবান**

# হলিউডের হৃদয়ে আগুনের ডালপালা

লস অ্যাঞ্জেলেস ভূমিকম্পপ্রবণ। বাড়িতে ইট, সিমেন্ট, লোহার বদলে কাঠের ফ্রেমের ব্যবহার বেশি। সমস্যা এখানেই।

### রুমি বাগচী

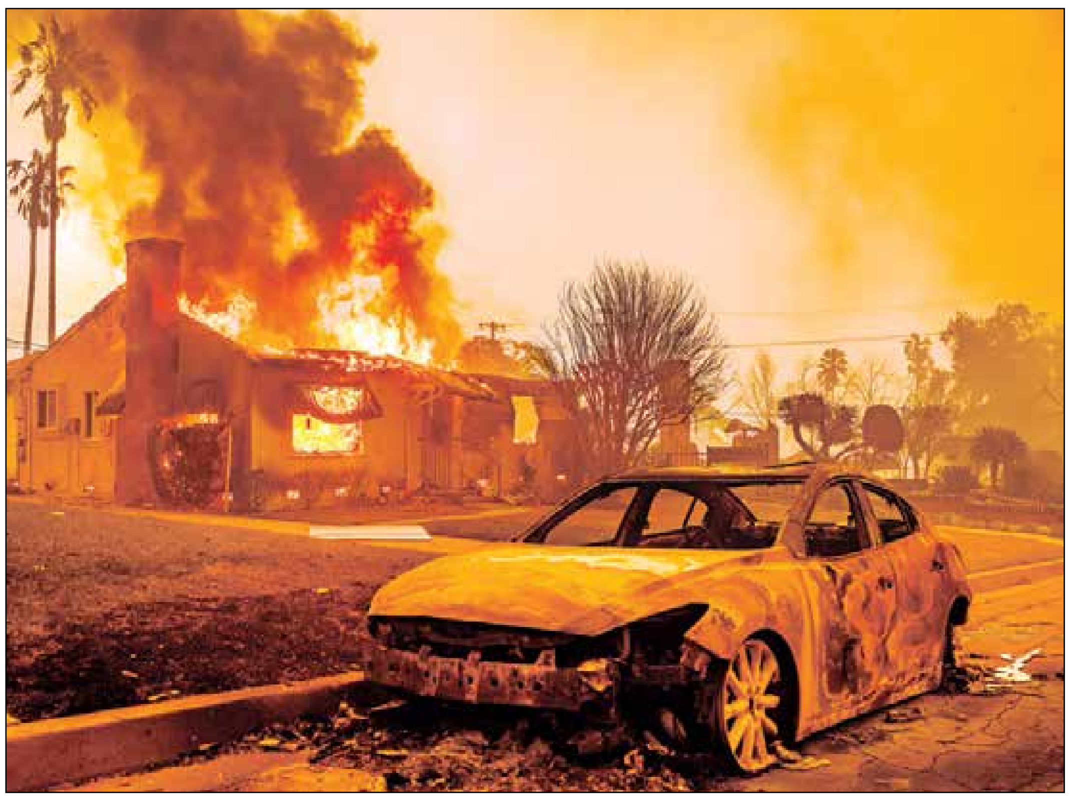

লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রতি বছরই বাড়ির জানলা দিয়ে দেখি, দূরে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলছে।

এই আগুন কিন্তু ইকো সিস্টেমেরই একটি অঙ্গ। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে প্রকৃতি নিজেই আগুন জ্বালায়। মরা, পুরোনো গাছ পুড়ে মাটিতে নতুন সার হয়। সেখানে নতুন চারাগাছ জন্মায়। অরণ্যের নবীকরণ।

কিন্তু এবার ধিকিধিকি আগুনকে হঠাৎ এক ঝড় মারাত্মক করে তুলল। দাবানলের খুব একটা দোষ ছিল না। 'রক্তকরবী'তে আছে -- "বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।"

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। আমার জানলা দিয়ে এবার আগুন একদম কাছে। আকাশ কালো। মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া।

এবার কী করে যেন সেই ধিকিধিকি আগুন আর ঝড় একসঙ্গে এসে মারাত্মক হয়ে উঠল। তার সঙ্গে যোগ হল অসম্ভব শুকনো বাতাস আর কম বৃষ্টি।

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আজকাল তো দাবানলের মতোই দ্রুত খবর ছড়ায়। তাই লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন অন্য কোনও দেশকে না ছুঁতে পারলেও খবর ছড়িয়ে গিয়েছে সারা পৃথিবী।

শনিবার সকালে যে সময় লেখাটা লিখছি, তখনকার খবর এল এ শহর ও তার কাউন্টি মিলিয়ে ছ'জায়গায় আগুন জ্বলছে। তার মধ্যে প্যালিসেডস, আর্চার্র ও ইটনের আগুন এখনও ভয়াবহ। লিডিয়া, হার্স্ট এসব জায়গার আগুন অনেকটা আয়ত্তে। আমার জানলা দিয়ে আকাশ কালো, এবার আগুন একদম কাছে। মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া। আর সেলফোনে অহরহ অ্যালার্ট।

প্যালিসেডস সমুদ্রের ধারে। হলিউড সেলেব্রিটিরা থাকেন সেখানে। ইটন আমার বাড়ির একদম কাছে। লিখতে লিখতেই জানলা দিয়ে আগুন এবং ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

আমেরিকায় অদ্ভুত পরিস্থিতি। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মর্মান্তিক মৃত্যুতেও যে আমেরিকার স্কুল একদিনও বন্ধ হয়নি, সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেস ও তার কাউন্টির সব স্কুল গত তিনদিন বন্ধ।

এক হাজারের মতো বাড়ি পুড়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা এগারো। সরকার ইমার্জেন্সি ও রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছে।

প্যালিসেডসে সাধারণভাবে হলিউড তারকা, প্রযোজকরা থাকেন। আর ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, মেকআপম্যান, সেট ডিজাইনারের মতো শিল্পীরা থাকেন বারব্যাংকে। যেটা ইটন ফায়ারের কাছে। বোঝা যাচ্ছে, হলিউডও আপাতত থমকে গিয়েছে। কে কাজ করবে! এমন ঘটনা আমেরিকা দেখেনি আগে। প্যালিসেডসে এই মুহূর্তে একটি মানুষও নেই, বারব্যাংকেও তাই। সবাই চলে গিয়েছেন অন্য কোথাও। ভাবতে পারেন, এমন শহরে লোকই নেই একটাও।

পরিস্থিতি বুঝবেন, একটা তথ্য শুনলে। ওয়ার্নার্স ব্রাদার্স স্টুডিও, ইউনিভার্সাল স্টুডিও, ডিজনির অফিস, ডক্টর ওডিসি, গ্রেইস অ্যানাটমি, দ্য প্রাইস ইজ রাইটের মতো অজস্র টিভি শো বন্ধ। বন্ধ সিনেমার প্রিমিয়ারও।

মেয়র তীক্ষ্ণ চোখ রাখছেন। আগুন কাছে এলেই, সেখানকার মানুষদের সরকারি আবাসে চলে আসার জন্য ই-মেল আর ফোনে অ্যালার্ম পাঠানো হচ্ছে। আর ফায়ার ফাইটাররা প্রাণ দিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়াই করছেন। শুনলাম, নেভাডা থেকেও প্রচুর ফায়ার ফাইটার চলে এসেছেন।

অনেকের কৌতূহল, কী কী ভাবে তাঁরা চেষ্টা করেন? বুলডোজারের মতো ভারী যন্ত্র দিয়ে গাছ কেটে ফেলে আগুনের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করেন প্রথমে। ওদিকে পাম্প, হেলিকপ্টার, প্লেন থেকে রাশি রাশি জল ঢালা হয়। আমেরিকার সমস্ত রাস্তায় কিছুদূর অন্তর জল নেওয়ার আউটলেট থাকে। যেখানে গাড়ি পার্ক করলে মারাত্মক ফাইন।

এই সময় দেখতে পাচ্ছিলাম, আকাশ থেকে তীব্র লাল রঙের ফস-চেক নামের আগুন নিরোধক কেমিক্যাল ও সারের মিশ্রণ ছড়ানো হচ্ছে। লাল রং কেন? পাইলট যাতে দেখে বুঝতে পারেন, কোথায় ইতিমধ্যেই ছড়ানো হয়েছে। তীব্র হাওয়ার জন্য অবশ্য প্রথম দিকে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা যায়নি। এখন দেখতে পাচ্ছি, অনেক হেলিকপ্টার কাজ করছে।

এক লক্ষ আশি হাজার মানুষকে সরকার বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে আবাসে রাখার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে খাবার, এসি, ইন্টারনেট সব দেওয়া হচ্ছে। আর দু'লক্ষ মানুষকে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আমার পরিবারও।

লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িগুলো কিন্তু সাধারণ বাড়ির মতো নয়। খুব তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। এমনিতে এলএ ভূমিকম্পপ্রবণ শহর। তাই এই বাড়িগুলোতে ইট, সিমেন্ট, লোহা খুব কম ব্যবহার করা হয়। হালকা করার জন্য কাঠের ফ্রেম ব্যবহার হয়। এই আগুনের ডালপালা দেখার পর হয়তো আবার অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে। যাতে ভূমিকম্প ও আগুনকে একসঙ্গে সামলানো যায়।

এসবের মধ্যে চলছে আরেকটা ব্যাপার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরকে রসালো করে খেতে দেওয়া। অনেক ভুলভাল খবর রটছেও। বলা হচ্ছে, জানলা ভেঙে জিনিসপত্র লুটপাট চলছে। আসলে উদ্ধার করার ভিডিওকে লুটপাটের ঘটনা বলে দেখানো চলছে। জলের অভাব কখনোই হয়নি। জলের মান সামান্য নষ্ট হওয়ায় সরকার ওই জল পান করতে নিষেধ করে ফ্রিতে জলের বোতল সাপ্লাই করছে।

পৃথিবীজুড়ে সবচেয়ে অলীক কাহিনী হল, বিশ্বখ্যাত হলিউড সাইনে নাকি আগুন লেগে গিয়েছে। এটা একেবারে ভুল। এটা একদমই কল্পকাহিনী। হয়তো এরপর একটি জমাটি ফিল্মও হয়ে যাবে।

আগুন লাগার আগেই হলিউড সাইনের চারপাশে দু'মাইল জায়গা একেবারে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। আগুনের সঙ্গে লড়াই যেমন চলছে, তেমন বাইডেন সরকারের দিকে ফেমা ও রেডক্রসের মতো নানা বিখ্যাত সংস্থা সাহায্যের শক্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যারা ক্ষতি হয়ে যাওয়া সম্পত্তির বেশ অংশ ও চার মাস বাড়িভাড়া করার অর্থ দিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তকে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন রাজ্যকে এই দুর্যোগ সামলানোর সমস্ত খরচ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। ক্রেডিট ইউনিয়ন সহ নানা ব্যাংক ইতিমধ্যেই বিনা সুদে অর্থ ধার দেওয়ার কথা দিয়েছে। 'ভ্যালি কাউন্টি মার্কেট' দুর্গতদের জামাকাপড়, খাবার ও বাথরুম ব্যবহারের জিনিস দিয়ে সাহায্য করছে। এছাড়া খাওয়া, ইন্টারনেট সহ শেলটারের ছড়াছড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে সরকার এত খেয়াল রাখছে, আগুন কাছে আসার আগেই সবাইকে সরিয়ে নিচ্ছে, তবু এগারোজন মানুষ মরলেন কেন?

খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, আমাদের এলাকায় আগুন গায়ে এসে ছ্যাঁকা না দেওয়া পর্যন্ত অনেকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি। যেমন আমিও চাই না। আর যখন আগুন চলে এসেছিল, তখন চারপাশে উদ্ধার করার আর কেউ থাকে না।

অ্যান্টনি মিশেল আর তাঁর ছেলে জাস্টিন মিশেল দুজনেই অসুস্থ ছিলেন। হাঁটতে পারতেন না। বাড়ির সঙ্গে নিজেদের সহমরণকে ওঁরা বেছে নিয়েছেন। আবার কেউ হয়তো হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন।

ওয়ার্নিং পেয়েও অরলিন লুই কেলি তাঁর চল্লিশ বছরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ছেড়ে যাননি। বাড়ির প্রতিটি কোণ তাঁর প্রিয়। না হোক সেসব জীবন্ত মানুষ। তাই বলে ছেড়ে যাব! এনেট রোসিল্লি, পঁচাশি বছর, প্যালিসেডসের বাড়ি ছেড়ে, পোষা কুকুরকে ছেড়ে যেতে চাননি। এমনই সব ঘটনা। যদিও ঘোড়া সহ সব রকমের পোষ্যদেরও শেলটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যা শুনছি, তাতে সোমবার হাওয়ার জোর নাকি আবার একটু বাড়বে। আমার এ পরবাসে আমার সন্তানদের শৈশব-কথা ছাড়া স্মৃতি আর তেমন কই! তবু নিজের হাতে সাজানো এই বাড়ি-বাগান আগুনের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে কি ইচ্ছে করবে? কিন্তু দরকার হলে যেতে হবে।

"সরিয়ে নিও পুড়তে পারে যা যা/
আসবাব আর জীবন জোড়া ফাঁকা''

সব কি সরানো যায়? তবে স্মৃতির জায়গা তো মনে। সেখানেই সে থাকবে।

*(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। এখন থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেসে।)*

## আজ

### ১৯৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নবনীতা দেবসেন।

### ১৯৪৯

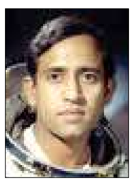

রাকেশ শর্মা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

## আলোচিত

'ইন্ডিয়া' জোট এককাট্টাই আছে। বিজেপিকে মোকাবিলা করার জন্য আঞ্চলিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি এই জোটকে শক্তিশালী করতে দায়বদ্ধ এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইরত দলগুলির পাশে রয়েছে দৃঢ়ভাবে।

**- অখিলেশ যাদব**

## ভাইরাল/১

মহিলা হেনস্তায় অভিযুক্ত মানুষ নয়, একটি বাঁদর। ঝাঁসির এক দোকানে ঢুকে পড়েছিল সে। সেখানে ওই মহিলা ক্রেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড়ে চড়ে বসে। জুতোও খুলে নেয়। ভয়ে জড়সড়ো মহিলা। সেই ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে।

## ভাইরাল/২

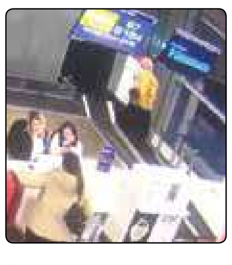

রাশিয়ার বিমানবন্দরে ব্যাগেজ কনভেয়ার বেল্টকে যাত্রীদের চলার রাস্তা ভেবে উঠে পড়েন এক মহিলা। পৌঁছে যান লাগেজ চেক ইন জোনে। সুটকেসের বদলে মহিলাকে দেখে অবাক কর্মীরা। ভিডিওটি ভাইরাল।

## জনমন জনমত

### বিবেকানন্দ যেন ইতিবাচক মানসিকতার পূর্ণ বিগ্রহ

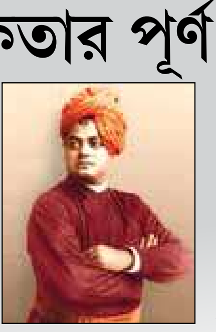

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট এক তরুণ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমেরিকার সব অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যকে এক করলেও এই তরুণের জ্ঞানের সমকক্ষ হবে না।' আবার সেই অধ্যাপকই নবীন সন্ন্যাসীকে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভার পরিচয়পত্র চাইতে গিয়ে বলেন, 'আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করার অর্থ একই।'

স্বামীজির পাশ্চাত্যের সাফল্যের সংবাদ পরাধীন ভারতের যুব চিত্তকে গর্বে, গৌরবে শুধু আত্মবিশ্বাসী করে তোলেনি, বিপ্লব-আন্দোলনে এক জাগরণ ঘটিয়েছিল। বাংলার ছাত্রদের ঘরের দেওয়ালে বিবেকানন্দের বাণী লেখা থাকত। তাঁর বই ছিল অবশ্যপাঠ্য। রাওলাট রিপোর্ট বারবার বলেছে, বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা যুবসমাজের মধ্যে ভয়ংকর।

আধুনিক যুবসমাজ যখন বিভিন্ন কারণে কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত, তখন আরও একবার আমরা রবি ঠাকুরের সেই কথাকে স্মরণ করি যেখানে তিনি স্বামীজিকে ইতিবাচক মানসিকতার এক পূর্ণ বিগ্রহ হিসাবে তুলে ধরেছেন। স্বামীজির প্রাণপ্রদ বাণীর মধ্যে থাকা উপাদানকে আশ্রয় করে আমাদের দেশের যুবসমাজ হতাশা কাটিয়ে নতুন আলোর সন্ধান পাবেই পাবে।

**সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।**

### শান্তি, ঐক্যে এখনও প্রাসঙ্গিক স্বামীজি

রবিবার ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। শতবর্ষ পরেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। বরং নতুন করে তা স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

একদিন তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে সর্বধর্মের কথা বলেছিলেন। তবে বর্তমান সমাজে যা ঘটে চলেছে তাতে স্বামীজি বা তাঁর বাণীকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এটা কাম্য নয়। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে শান্তি, মৈত্রী, সংহতি, ঐক্য ও মহামিলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর বাণী বিস্মৃত হয়েছি। আদর্শ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছি। আমাদের মধ্যে প্রবল উন্মত্ততা। বিশ্বজুড়ে মারামারি আর রক্তস্রোত। অন্ধ তামসিকতা এখনও আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আজও আমাদের বিভ্রান্ত করে। অথচ বিবেকানন্দ এমন হিংসা-উন্মাদনা চাননি।

বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন বারবার নতুন করে স্বামীজির উদার, কল্যাণমুখী সমন্বয়ের ধর্মনীতির কথা স্মরণ করি। তাঁর চলার পথকে যেন নিজেরা অনুসরণ করে চলতে পারি এবং নতুন প্রজন্মকেও যেন চালাতে পারি।

**মমতা চক্রবর্তী**
**উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# যে গাছের পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথ

কালিম্পংয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য গৌরীপুর হাউস নতুন করে সেজে উঠছে। বাঙালিদের পক্ষে যা খুব ভালো খবর।

### কৌশিকরঞ্জন খাঁ

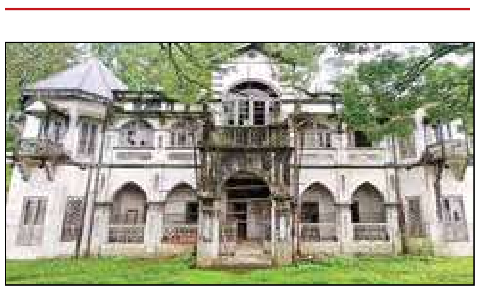

আজও উত্তরবঙ্গের পাহাড়দেশে পাইন জুনিপারের ভিড়ে মিশে আছে একটি কর্পূর গাছ। কালিম্পংয়ের শীর্ষ দেশে 'গৌরীপুর হাউস'-এর সামনে মাথা উঁচু করে জীবনের স্থায়িত্বের অহমিকায় বেঁচে আছে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লাগানো তাঁর অতি প্রিয় কর্পূর গাছটি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন কি না তার নথি পেশ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী, তা কবি নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন।

যেখানে আফগানিস্তানের রাজকুমারীর বাড়িটি আজও হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে তারই একধাপ নীচে প্যাঁচানো রাস্তায় কিলোমিটারখানেক নেমে এলে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তৈরি বাড়ি 'গৌরীপুর হাউস'। আফগানিস্তানের রাজকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িটি হাতবদল হয়ে গিয়েছে। পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী মহাদেব ছেত্রীর কথা অনুযায়ী আজ তা 'ভিলা' (সম্পূর্ণ বাড়ি) হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়। হয়তো রবীন্দ্র-প্রভাবেই গৌরীপুর হাউস ভিলা বা হোমস্টেতে পরিণত হয়নি। কেননা রবীন্দ্রনাথ বিক্রয়যোগ্য নন। রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী, চিরকালীন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তাকে অবিকৃত রেখে পুনর্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কালিম্পংয়ের পাহাড় ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বার চারেক এসেছিলেন বাড়িটিতে। রবীন্দ্রনাথ এমন এক কৃতী বাঙালি, যেখানে যেখানে তিনি পা রেখেছেন সেই জায়গা হয়ে উঠেছে বাঙালির তীর্থস্থান। পাহাড় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল গৌরীপুর হাউস। চারপাশের অখণ্ড নিরিবিলি পরিবেশে বাড়িটি বিশ্বকবির স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আজও অপেক্ষা করে আছে 'জন্মদিন' কবিতার প্রতিধ্বনি কাঞ্চনজঙ্ঘায় বাধা পেয়ে ফিরে আসার জন্যে। আকাশবাণীর সৌজন্যে এক ঋষিকবির আবৃত্তি গোটা বাঙালি জাতি শুনবে বলে টেলিফোনের খুঁটি বসানো হয়েছিল শৈলশহর কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউসে।

গৌরীপুর হাউসের গাড়িবারান্দার খোলা ছাদ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। তারই সামনে প্রবাদপ্রতিম কর্পূর গাছটা। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস নিলে কর্পূরপাতা জানিয়ে যায় কবির স্পর্শ। কবি পাহাড়দেশে কর্পূর গাছ লাগিয়েছিলেন কী মনে করে? সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুষ্কর। হয়তো ঔষধিগুণ কবিকে গাছটি লাগাতে উৎসাহ দিয়েছিল। হয়তো পাতার সুগন্ধের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি।

বিস্ময়কর ব্যাপার এটাই যে- এত বছর পর গাছটা মহীরুহ হয়ে উঠেছে। গৌরীপুর হাউসের আধুনিকীকরণের কাজে নিযুক্ত মিস্ত্রি ও শিল্পীরা পর্যটক গেলে নিজেরাই গাইড হয়ে উঠতে ভালোবাসেন। জাতিতে বাঙালি এক কাঠমিস্ত্রি কয়েকটি লালচে ছোট ছোট পাতা হাতে দিয়েছিলেন। হাতে ঘষে নিয়ে নাকে ধরলে কর্পূরের সাত্ত্বিক সুগন্ধ মনকেও জীবাণুমুক্ত করে তোলে। এই গন্ধ একদিন রবীন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছিল, আজও পর্যটকদের রবীন্দ্র-অস্তিত্বে অভিভূত করে এই গাছ।

গৌরীপুর হাউস স্বমহিমায় ফিরছে সরকারি উদ্যোগে। মরচে পড়া টিন সরে গিয়ে লাল রঙের টিন বসেছে। জানলা-দরজার পুরোনো ডিজাইন অক্ষত রেখে নতুন করে করা হচ্ছে। পুরোনো আসবাবগুলো মেরামতির অপেক্ষায়। একবার স্পর্শেই শিহরণ জাগে। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির হাতলে স্পর্শ করে শ্রদ্ধায় হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। যে হাতলে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ লেগে আছে তাকে ছুঁতে চাওয়াও তো ধৃষ্টতা!

কুয়াশায় পাহাড় আড়াল হলে ঢেকে যায় গৌরীপুর হাউস। লোকচক্ষুর অন্তরালে 'আবার ফিরে আসতে চাওয়া' অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য পদচারণায় কর্পূর গাছের জীর্ণ পাতা থেকে ভেসে আসে মর্মরধ্বনি এবং তাতে মিশে থাকে কবির কণ্ঠস্বর।

*(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষক)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি :** ১। উইয়ের ঢিপি, মাটির স্তূপ, গলগণ্ড ৪। শিবের ধনুক, ধনুকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ৫। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি ৭। ভয়ংকর, ভয়ানক ৮। কড়ি, অর্থ ৯। ইহুদি, খ্রিস্টিয় ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরবিরোধী পাপাত্মা, দুর্বৃত্ত ১১। গুজরাটি সম্মিলিত নৃত্য ১৩। গৃহিণী, পরিচালিকা, অধ্যক্ষা ১৪। খয়ের, খয়ের গাছ, ১৫। হলুদ রং, পীতবর্ণ।

**উপর-নীচ :** ১। প্রিয়, পতি ২। হলুদ, পুরাণোক্ত মুনি যার শাপে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হয়েছিল ৩। জাদুর মন্ত্রতন্ত্র ৬। সোনা ৯। শামুক, যে শূদ্র তপস্বীকে রামচন্দ্র হত্যা করেন ১০। গোলমাল, ঝঞ্ঝাট ১১। স্বার্থ, আগ্রহ ১২। মেঘ, জলধর।

### সমাধান ■ ৪০৩৭

**পাশাপাশি :** ১। মিজোরাম ৩। মাগ্‌গি ৫। মাসকাবার ৭। কবোষ্ণ ৯। বনাত ১১। আমজনতা ১৪। গদর ১৭। মরমর।

**উপর-নীচ :** ১। মিতবাক ২। মহিমা ৩। মালিকা ৪। গিটার ৬। বাহানা ৮। বোষ্টম ১০। তরতর ১১। আবেগ ১২। জহর ১৩। তালিম।

## বিন্দুবিসর্গ

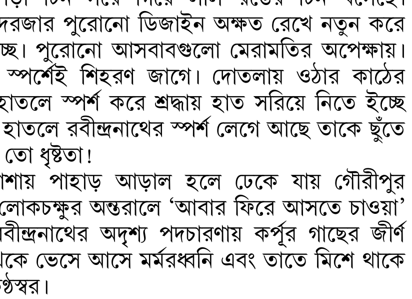
শুধু, ALWAYS চালু থাকবে ট্যাপ

### নতুন পাঠক্রম

সাইবার অপরাধ রুখতে এবার অষ্টম শ্রেণি থেকে নতুন পাঠক্রম চালু করছে শিক্ষা দপ্তর। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষায় বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

### বাঘের আতঙ্ক

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির মৈপীঠের লোকালয়ে ফের বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। কয়েকদিন আগেই এখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল। ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

### ধৃত মূল চক্রী

কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় মূল চক্রীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত আদিল বিহারের পাপ্পু চৌধুরী গ্যাংয়ের সদস্য। সে এই ঘটনার মূল মাথা বলে পুলিশের দাবি।

### গ্রিন করিডর

বিতর্কিত স্যালাইন ব্যবহারের ঘটনার তদন্ত করতে রবিবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে যায় এক বিশেষজ্ঞ দল। আশঙ্কাজনক তিন প্রসূতিকে গ্রিন করিডর করে এদিন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

## অসুস্থ দুই তীর্থযাত্রীকে হেলিকপ্টারে কলকাতায়

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** সোমবার রাত ফুরোলেই ‘শাহি স্নান’। গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে তাই দলে দলে পুণ্যার্থীদের আসা শুরু হয়েছে। শনিবার ভোররাত থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধুসন্তরা হাওড়া স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। খাবার, জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা পয়সায়। আছে স্বাস্থ্যশিবিরও। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে গিয়ে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের হেলিকপ্টারে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভর্তি করা হয়েছে বাঙ্গুর হাসপাতালে।

যে দুই পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকির বাসিন্দা। নাম ঠাকুর দাস। বয়স ৭০। স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সাগরের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ‘এয়ার লিফট’ করে কলকাতায় আনা হয়। অপরজন হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালদির মহারানি মণ্ডল (৮৫)। তাঁকেও ‘এয়ার লিফট’ করে কলকাতায় এনে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

### হাওড়া থেকে এক টিকিটে গঙ্গাসাগর

মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের মকর স্নান। এবছর দেড় কোটিরও বেশি ভক্ত স্নান করতে আসবেন বলে ধারণা প্রশাসনের। যে সমস্ত ভক্ত আগেভাগেই চলে এসেছেন, তাঁরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি ঘুরে দেখছেন। রবিবার থেকেই কালীঘাট যাওয়ার বাসে ভিড় উপচে পড়ছে। হাওড়া স্টেশনের বাইরে তীর্থযাত্রীদের খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## অনুদানের আশ্বাস সুকান্তর

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সম্মতি দিলে গঙ্গাসাগরের জন্যে কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দরবার করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কে একথা বলেছেন সুকান্ত। কুম্ভমেলার জন্য কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দিলেও বাংলার গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কোনও অর্থই দেয় না। প্রতিবারই গঙ্গাসাগরমেলাকে ঘিরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ‘উত্তরপ্রদেশের সরকার যৌথভাবেই কুম্ভের আয়োজন করে। এখানে সাগরমেলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে রাজি থাকে, তাহলে সরকার আমাদের জানাক। আমি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ হিসেবে নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করব।’

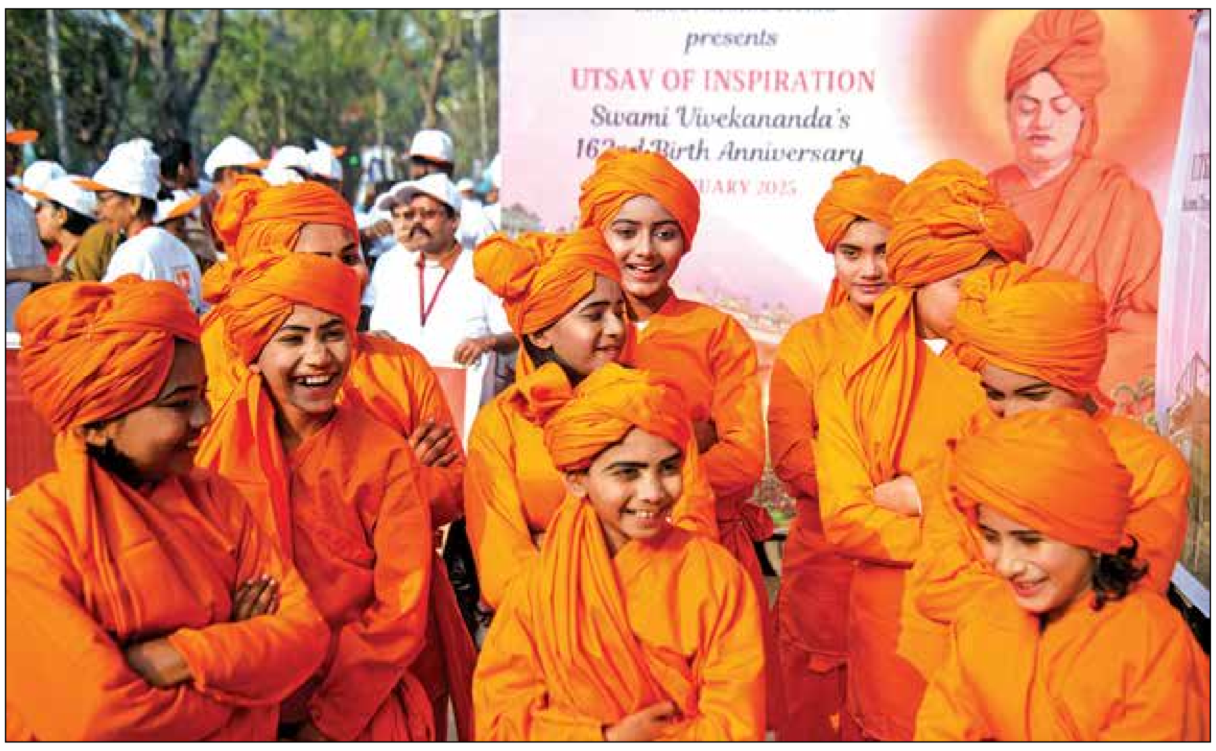

*স্বামী বিবেকানন্দের বেশে ছোটরা। রবিবার সল্টলেকে। ছবি : আবির চৌধুরী*

### ফেব্রুয়ারিতেই আরও ১৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

## অনলাইনে রাজস্ব বৃদ্ধি

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** রাজ্য সরকার একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। তাই রাজস্ব আদায়ে আরও জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজস্ব বৃদ্ধি করতে অনলাইন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাতেই সুফল পেয়েছে হাতেনাতে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রাজস্ব আদায় প্রায় ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হাসি ফুটিয়েছে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের মুখে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে কোনও দালালরাজ নেই বলে দাবি রাজ্য সরকারের। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে অনলাইনে কর, খাজনা দিতে পারছেন। অনলাইন ব্যবস্থা চালুর আগে এই খাতে রাজস্ব আদায় অনেক কমে গিয়েছিল। সেই কারণে, আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

অর্থ দপ্তরের রিপোর্ট, ২০২২-’২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। ২০২৩-’২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এক বছরেই তা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২৪-’২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলেই আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। এই মুহূর্তে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ৪০টি দপ্তরে ৩০০টিরও বেশি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালু রয়েছে। আরও ১,৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র নতুন করে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন। ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেগুলি চালু হয়ে যাবে বলে আশা করছেন নবান্নের কর্তারা।

জমি-বাড়ির খাজনা, মিউটেশন খরচ, লিজ ফি, বিদ্যুৎ বিল মেটানো সহ একাধিক পরিষেবা বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে আর্থিক পরিষেবা খাতে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে লেনদেন বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৪ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে কৃষিখাতে লেনদেন বেড়েছে ২১ শতাংশ। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে লেনদেন ৫৪ শতাংশ ও সামাজিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ এই অর্থবর্ষে বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থ দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরের বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে। রাজ্যের ১.৩৯ কোটি মানুষ বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা নিয়েছেন। বাড়ির কাছে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র থাকলে কেউ আর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে ফি জমা দিচ্ছেন না। তাতে সময় ও যাতায়াত খরচ বেঁচে যাচ্ছে। আবার এর ফলে দালালরাজও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণেই আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

### সুফল

- ২০২২-’২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন
- ২০২৩-’২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়
- অর্থাৎ এক বছরে তা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- ২০২৪-’২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলে আশা

ভস্মীভূত।। *হাওড়ার একটি কারখানায়। রবিবার। -পিটিআই*

## রায়ের অপেক্ষায় সিবিআই

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** ৯০ দিনের মাথায় সিবিআই চার্জশিট পেশ করতে না পারায় জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। ফলে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমজনতাও প্রশ্ন তোলে। সূত্রের খবর, এখন ১৮ জানুয়ারি রায়ের অপেক্ষাতেই রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধর্ষণ ও খুনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটে সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করার আগে রায়ের দিকে তাকিয়ে তারা। ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় রায়কে অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছিল সিবিআই। সন্দীপ ও অভিজিৎ জামিন পেতেই সিবিআই দাবি করে, এই ঘটনার এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের বয়ান এবং তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছে সিবিআই। সেগুলি একত্রিত করেই আদালতের কাছে অতিরিক্ত চার্জশিট দেবে তারা।

## বাম-কংগ্রেস সমঝোতা বিশবাঁও জলে

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত বিশবাঁও জলে। জেলাগুলিতে সফরে গিয়ে নেতা-কর্মীদের মনোভাব জানছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আর তখনই বৈঠক থেকে বামসঙ্গ ত্যাগের প্রসঙ্গ উঠছে। সম্প্রতি সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মন্তব্য এবং পালটা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ায় দুই দলেরই সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। আর তারপরই বামেদের সঙ্গে না চলার বিষয়টি আরও জোরদার হয়েছে। ব্লকস্তর থেকে জেলা নেতৃত্ব প্রদেশ সভাপতির কাছে এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে এখনই বাম-বিরোধিতার ক্ষেত্রে কর্মীদের চূড়ান্ত পদক্ষেপে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি।

প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরই শুভঙ্কর স্পষ্ট করেছিলেন, দলীয় নেতাদের মতামতকেই তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবেন। এতদিন সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব নীতি বজায় রেখেছিলেন শুভঙ্কর। সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করতে দেখা যায়নি তাঁকে। উপনির্বাচনে শেষ মুহূর্তে হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে কথাবার্তা এগিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তারপরও দুই দলকে প্রকাশ্যে এভাবে বিরোধিতার পথে হাঁটতে দেখা যায়নি।

সম্প্রতি বিকাশরঞ্জনবাবুর মন্তব্যকে ইস্যু করে পরিস্থিতি বদলেছে। সাঁইবাড়ি প্রসঙ্গে বিকাশবাবুর মন্তব্যের পালটা প্রতিক্রিয়া দেন শুভঙ্কর। তারপরই জেলা সফরে বেরিয়ে নেতা-কর্মীদের বাম রোষানলের বিষয়ে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

সূত্রের খবর, সাংগঠনিক পরিস্থিতির বিষয়ে জেলা ও ব্লকস্তরের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হতেই ক্রমাগত বামেদের কটাক্ষের বিষয়টি এবং পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে মতামত রেখেছেন নেতা-কর্মীরা। যদিও জাতীয়স্তরে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে প্রদেশ সভাপতি আপাতত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ‘ধীরে চলো’ নীতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতা-কর্মীদের বক্তব্য শুনে তা হাইকমান্ডের কাছে পৌঁছে দেবেন প্রদেশ সভাপতি। এর ভিত্তিতেই রাজ্যের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেবে হাইকমান্ড।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, ‘আমরা রাহুল গান্ধির নীতিতে বিশ্বাসী। বামেরা যেভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছে, তাতে পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রদেশ সভাপতি ‘ধীরে চলো’ নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা মনে করি তিনি নীচুস্তরের নেতাদের মনোভাবকেই গুরুত্ব দেবেন।’ কংগ্রেসের আর এক নেতার বক্তব্য, ‘যে নেতারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের এই ধরনের কার্যকলাপে বামেদের শীর্ষ নেতৃত্ব সন্তুষ্ট নন। তবে আমরা বামেদের সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে নই।’

SWAMI
VIVEKANANDA
WAS BORN
IN THIS

*সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়িতে অভিষেক। রবিবার।*

## সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা অভিষেকের

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে কার্যত বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির পৈতৃক বাড়িতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দেন অভিষেক। তারপর তিনি বলেন, ‘৪২ বছর আগে ভারত সরকার বিবেকানন্দের জন্মদিনকে জাতীয় যুব দিবস ঘোষণা করেছিল। স্বামীজি জীব সেবার কথা বলেছিলেন। আগামী দিনে ওঁর মতো মানুষ আমরা পাব না। উনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। আজ সেটা আমাদের মনে রাখার দিন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে আমাদের স্বামীজির দেখানো পথ মেনে চলা উচিত।’

অভিষেক বলেন, ‘স্বামীজি একমাত্র বিশ্ববরেণ্য, বীর সন্ন্যাসী। যিনি বলেছিলেন, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে ঈশ্বরের বেশি কাছে যাওয়া যায়। এরকম লোক ভারতবর্ষ কেন, গোটা পৃথিবীতে কোনও দিন খুঁজে পাইনি। আগামী দিনেও পাব না।’

## বঙ্গে পদ্মের মহারাষ্ট্র মডেলের চর্চা

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** মহারাষ্ট্রের মতো বঙ্গেও কি আপাতত স্থায়ী সভাপতির জায়গায় কার্যকরী সভাপতি ঘোষণার দিকে এগোচ্ছে দিল্লি বিজেপি? শনিবার সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নির্দেশে মহারাষ্ট্রে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্র চহ্বানের নাম ঘোষণা করেছে দিল্লি। এরপরেই বঙ্গ বিজেপিতে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরি হিসাবে স্থায়ী সভাপতির বদলে আপাতত কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা করার সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। গত শনিবার মহারাষ্ট্র বিজেপির কার্যকরী সভাপতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্র চহ্বানের নামে সিলমোহর দিয়েছেন নাড্ডা। এরপরেই রাজ্যের ক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র মডেলই কি গ্রহণ করতে পারেন দিল্লির নেতৃত্ব, তা নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

আশঙ্কার কারণ, সম্প্রতি দেশের মোট ৪২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার মধ্যে ২৯টি প্রদেশের রাজ্য স্তরের সাংগঠনিক নির্বাচনের যে জাতীয় রিটার্নিং অফিসারদের (এনআরও) নামের তালিকা প্রকাশ করেছিল দিল্লি, তাতে মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জন্যও কোনও এনআরও নিয়োগ করা হয়নি। এরপরেই, ঝাড়খণ্ডে কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়। শনিবার, ওই তালিকায় না থাকা মহারাষ্ট্রেও কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে।

বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, নাড্ডা থেকে শুরু করে গত কয়েক বছরে বিজেপিতে স্থায়ী সভাপতি ঘোষণার পরিবর্তে কার্যকরী সভাপতি ঘোষণা করার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। ট্রেন্ড বলছে, নাড্ডার মতোই, দেবেন্দ্র ফড়নবীশ-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্রই মহারাষ্ট্রের পরবর্তী সভাপতি হতে চলেছেন। সেই সূত্রেই আবার দলের একাংশ মনে করছেন, যেহেতু রাজ্য সভাপতি মুখ নিয়ে ধোঁয়াশার জন্য রাজ্যের সংগঠনে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং সাংগঠনিক কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণায় কিছুটা সময় লাগছে দিল্লির, তাই কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ভাবী সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিয়ে দু-দিকই বাঁচাতে পারে দিল্লি।

## বিজেপির বিবেক বন্দনা

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** যুব মোর্চার যুব ম্যারাথনে দৌড় দিয়ে শুরু হল রাজ্য বিজেপির ‘বিবেক বন্দনা’। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার সকাল থেকেই ব্যস্ত সুকান্ত, শুভেন্দু থেকে আরম্ভ করে বিজেপির ছোট বড় নেতারা। এদিন সকালে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি থেকে শুরু হয় বিজেপির কর্মসূচি। বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে যুব ম্যারাথনে অংশ নিয়ে কিছুটা রাস্তা দৌড়োন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এর আগে সেখানে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। ম্যারাথনে সুকান্তর পাশে ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ, উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। শুভেন্দু অধিকারীও বিবেকানন্দের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য দমদম পাতিপুকুরে বিবেকানন্দ সংঘের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দলের শীর্ষনেতারা ছাড়াও রাজ্য স্তরের নেতারাও দলের নির্দেশে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে জনসংযোগের কাজে লাগান।

## বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ ত্রুটিহীন রাখতে অ্যাপ

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ জানুয়ারি এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে দপ্তরের কর্তারা বৈঠক করেছেন।

সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও জল সরবরাহে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরি করা হবে। নতুন সংযোগ নেওয়ার জন্য এই অ্যাপের মাধ্যমে যেমন আবেদন করা যাবে, তেমনই জল সরবরাহে কোনও বিঘ্ন ঘটলে এই অ্যাপের মাধ্যমে সেই অভিযোগও সঙ্গে সঙ্গে জানানো যাবে। দপ্তরের কর্তারা প্রকল্পের কাজ আরও মসৃণ ও দ্রুত করতে অ্যাপের ওপর বিশেষ নির্ভরশীল হতে চলেছেন।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, ‘কোনও এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার পর কী ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেইজন্যই এই অ্যাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে নদিয়ার করিমপুর ব্লকে এই অ্যাপ চালু করা হবে।

ইতিমধ্যেই এই ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে রাজ্যের সর্বত্রই তা চালু করা হবে। খুব শীঘ্রই এই অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অ্যাপ তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।’

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই করিমপুর ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জল সরবরাহ হয়েছে। সেই কারণেই এখানে পাইলট প্রোজেক্ট চালু হচ্ছে। এই ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতের ৬৭টি গ্রামের মোট ৪৬ হাজার ৭৫৩টি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। যে কোনও ব্যক্তি নিজের অ্যানড্রয়েড ফোনের প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। এর মাধ্যমে দপ্তরকে কিছু জানাতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আধার কার্ড নম্বর ও ফোন নম্বর যাচাই করা হবে। তারপরই তাঁর দেওয়া বার্তা বা অভিযোগ নথিভুক্ত করা হবে।

অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবেন দপ্তরের আধিকারিকরা। গোটা প্রক্রিয়ায় নজরদারি চালাবেন দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা। এর ফলে পানীয় জলের সমস্যার জন্য এদিক-ওদিক ছুটতে হবে না। ঘরে বসে মোবাইল নিয়ে ওই অ্যাপের মাধ্যমে বার্তা বা অভিযোগ পাঠিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে।

## বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহর

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল আমাদের প্রিয় কল্লোলিনী কলকাতা। সম্প্রতি ‘টমটম’ নামে একটি সংস্থা বিশ্বজুড়ে যে ‘ট্রাফিক ইনডেক্স’ রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে এই তথ্য উঠে এসেছে। ‘টমটম’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, শ্লথ গতির শহরের তালিকার প্রথম দশে কলকাতা ছাড়াও ভারতের আরও দুটি শহর আছে। সেই দুটি হল বেঙ্গালুরু ও পুনে। গত বছর এই তালিকায় কলকাতার আগে ছিল পুনে। কিন্তু কলকাতা এবার সেই স্থান দখল করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের শ্লথ গতির শহরের তালিকার প্রথমে আছে কলম্বিয়ার ব্যারনকুইলা শহর। এই শহরে ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৬ মিনিট।

## ‘বাঞ্ছারামের বাগানে’ পিকনিক

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** পৌষ মাসের শেষ রবিবার। হালকা মিঠে রোদ ও উত্তুরে হাওয়ায় উষ্ণতার পারদ ওঠানামা করছে। এই আমেজেই চড়ুইভাতির মেজাজে মেতেছে গোটা রাজ্য। কলকাতা ও শহরতলির বাইরে পিকনিক স্পটগুলিতে উপচে পড়ছে ভিড়। এর মধ্যে পিকনিকের অন্যতম ডেস্টিনেশন ‘বাঞ্ছারামের বাগান’।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত ৪ বিঘে জমির ওপর বিস্তীর্ণ এই বাগানেই শুটিং হয়েছিল ১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রয়াত মনোজ মিত্র অভিনীত কালজয়ী বাংলা ছবি ‘বাঞ্ছারামের বাগান’। শুটিংয়ের ৪৭ বছর পরও চক্রবর্তী পরিবারের এই আমবাগান ‘বাঞ্ছারামের বাগান’ হিসেবে পরিচিত। শীতের মরশুমে শুধু স্মৃতির টানে নয়, সপ্তাহান্তে এখন পিকনিকে জমজমাট এই বাগান। চক্রবর্তী পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের সদস্য দ্বৈপায়ন চক্রবর্তী বলেন, ‘নভেম্বরের শেষ থেকেই মানুষ পিকনিকের জন্য এখানে ভিড় করেন। বিশেষ করে সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে চাপ বেশি থাকে। এখানে বিভিন্ন ছবির শুটিং হয়। তাই পিকনিক ও শুটিংয়ের জন্য আলাদাভাবে সময় নির্ধারণ করতে হচ্ছে।’ ছুটির দিন অন্যভাবে কাটাতে ভিড় বেড়েছে শহরতলির বাগানবাড়ি ও রিসর্টগুলিতেও।

জোকা মেট্রো স্টেশন থেকে কিছুদূর এগিয়ে একটুকরো গ্রাম্য পরিবেশে একটি বাগানবাড়ি। সেখানেও সপ্তাহান্তে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কর্মী গোপাল দাস জানালেন, এই মাসে বুকিং ভালোই। শহরের অবরুদ্ধ আবহাওয়া থেকে ভিন্ন মেজাজে শীতের সময় কাটাতে ভিড় বেড়েছে আনন্দপুরের একটি রিসর্টে। শহরের বুকেই পাহাড়ি পরিবেশের অনুভূতি অনুভব করতে ভিড় থাকছে এখানেও। সেখানকার কর্মী ত্রাণি প্রামাণিক বলেন, ‘বছরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের এখানে ঠাসা ভিড় থাকে।’

উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের বাদু ইটখোলার একটি পিকনিক রিসর্টেও একই অবস্থা। কর্ণধার কোয়েল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘নভেম্বরের শেষ থেকেই বুকিং শুরু হয়েছে। রিসর্টের একদিনের ভাড়া ১২ হাজার টাকা।’ আবার ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে পিকনিকের মরশুমে মূলত কর্পোরেট জগতের কর্মরতদের চাহিদা থাকে মুকুন্দপুরের একটি বাগানবাড়িতে। পৈলান হাটের একটি বিখ্যাত রিসর্টেও শীত শুরু হতেই বিভিন্ন জেলা থেকে বুকিং শুরু করে দিয়েছেন মানুষ।

## বুঝিয়েই সরানো হচ্ছে হকারদের : গৌতম দেব

# নবান্নকে জানিয়েই উচ্ছেদ

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে পরিকল্পনামাফিক শিলিগুড়ি শহরে হকার উচ্ছেদ চলছে। শহরকে গতিশীল রাখতে অভিযান থাকার প্রশ্নই নেই। সংশ্লিষ্ট নানা মহলে আলোচনা করে শহরে হকিং ও নন-হকিং জোন চিহ্নিত হয়েছে। সেটি অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই পরিকল্পনামাফিক কাজ হচ্ছে।

রবিবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের কথায়, 'শহর মানুষের জন্য, হকারের জন্য নয়। তবে তাঁদের স্বার্থও ভাবা হবে। শহরের গতি বজায় রাখতে কোনও পক্ষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কিছু করা হবে না।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং চাইছেন শহর গতিশীল হোক। মানুষের জন্য জনপরিবহণ ব্যবস্থা সচল থাকুক। মেয়র জানান, মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শহর গতিশীল করতে রাস্তা সাফাইয়ে নামা হয়েছে। আগাম ভাবনা ও পরিকল্পনার পথ ধরেই কাজ চলবে।

হুমকি, ধমকির কথা উড়িয়ে মেয়রের মন্তব্য, 'ওই পথে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হকারদের বুঝিয়ে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও আগে তাঁদের সরানোর পর আবার তাঁরা বসছেন। এটা চলতে পারে না। ফের বোঝানো হবে। না সরলে ব্যবস্থা নেওয়া হবেই।' একে ঘিরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিরোধীরা অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ মেয়রের। তাঁর মন্তব্য, 'কোথাও কোনও সংবাদপত্র এনিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এটা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক।'

'শহরের প্রাণকেন্দ্রে রাস্তাজুড়ে হাসপাতাল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি মানুষ চলাচলের উপযোগী থাকবে না, এটা কিছুতেই চলতে পারে না', স্পষ্ট কথা মেয়রের। গুরুত্বপূর্ণ হল পরিবহণ ব্যবস্থা। তাকে শহরে থাকতে হবেই। হাইড্রেন বন্ধ করে হকারি চলতে পারে না। শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে যা করার তা করতেই হবে বলে দাবি মেয়রের।

ওয়াকিবহাল মহলের নিশ্চিত দাবি, সরকারকে জানিয়ে শিলিগুড়ি শহরে অভিযান চলছে। গোটা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে রাখা হচ্ছে। কোথাও বড়সড়ো বাধা এলেও তা পেরিয়েই অভিযান চলবে বলে রবিবার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক।

> ❝ হকারদের বুঝিয়ে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও আগে তাঁদের সরানোর পর আবার তাঁরা বসছেন। এটা চলতে পারে না। ফের বোঝানো হবে। না সরলে ব্যবস্থা নেওয়া হবেই
>
> **গৌতম দেব** মেয়র, শিলিগুড়ি পুরসভা

*শিলিগুড়ি জংশন লাগোয়া সেই বাসস্ট্যান্ড। - সংবাদচিত্র*

## তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড

# নেই পর্যাপ্ত শৌচালয়, বিপাকে যাত্রীরা

**মাম্পী চৌধুরী**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যাত্রী পরিবহণকেন্দ্র তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন লাগোয়া এই স্ট্যান্ড থেকে দৈনিক কয়েক হাজার যাত্রী উত্তরবঙ্গে নানা দিকে যাতায়াত করেন। তবে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে এখানকার সবচেয়ে বড় সমস্যা পর্যাপ্ত শৌচালয়ের অভাব। যাত্রীরা প্রতিনিয়ত ন্যূনতম সুযোগসুবিধা না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এটি মূলত ব্যবহার করেন স্থানীয় সহ দূরপাল্লার যাত্রীরা। তবে এখানে প্রয়োজনের তুলনায় শৌচালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল। যে ক'টি রয়েছে সেগুলি খুবই অপরিষ্কার। কয়েকটি আবার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অচল।

জলপাইগুড়ি থেকে এসেছিলেন ব্রততী বর্মন। বাসেই যাবেন ইসলামপুরে। তাঁর অভিযোগ, 'বাসস্ট্যান্ডের শৌচালয়ে দুর্গন্ধে টেকা দায়।'

অধিকাংশ পুরুষ যাত্রী উন্মুক্ত স্থানে ব্যস্ত শৌচকর্মে। পুরুষরা তেমন সমস্যা অনুভব না করলেও সমস্যায় পড়েন মহিলারা। কয়েক জায়গায় লেখা, 'খোলা স্থানে শৌচকর্ম করলে জরিমানা দিতে হবে'। লেখাই সার, জরিমানা আদায়ে কেউ নেই। কারণ, এসব দেখার কেউ নেই। এসব নিয়ে উদাসীন স্ট্যান্ড কর্তৃপক্ষ।

সেখানকারই এক কর্মী কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'সব দিকে নজর দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মী নেই। তাই সব দেখেও কিছুই করা যায় না। বাসচালক টিঙ্কু রায়, দুলাল দাসরা জানান, গত কয়েকমাস ধরেই বাসস্ট্যান্ডের নিজস্ব শৌচালয় বন্ধ। নির্দিষ্ট কোনও শৌচালয় না থাকায় মহিলারা তীব্র সমস্যা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অস্বস্তিতে থাকতে বাধ্য হন।

মালদাগামী আয়েন্দ্রী সরকারের কথায়, 'লম্বা যাত্রার আগে শৌচালয় ব্যবহার করতে না পারায় সমস্যার অন্ত থাকে না। যে ক'টি শৌচাগার আছে সেগুলি ব্যবহারের অযোগ্য।'

এভাবে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করায় বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অবাধে ছড়াচ্ছে রোগজীবাণু। বাড়ছে নানা ঝুঁকিও।

এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের তিনি কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

# ইভটিজিংয়ে ধৃত নাবালকের ঠাঁই হোমে

**কিশনগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি :** কিশনগঞ্জে স্কুলের সামনে ইভটিজারদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগে পুলিশ এক নাবালককে ধরে শনিবার জুভেনাইল আদালতে হাজির করেছিল। আদালতের নির্দেশে তাকে আরারিয়ার বাল সুধার কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আরও দুই নাবালক ইভটিজারকে খুঁজছে বলে জানিয়েছে।

সূত্রের দাবি, শুক্রবার বিকেলে এমজিএম মেডিকেল কলেজ লাগোয়া এক নামী বেসরকারি স্কুলের গেটে এক নাবালিকা ছাত্রী ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। অভিযোগ, তিন নাবালক তাকে প্রায় উত্ত্যক্ত করত। শুক্রবার তারা মেয়েটিকে জোর করে বাইকে উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুশান্ত গোপ তাকে উদ্ধার করেন। তাদের একজনকে আটক করে সদর থানার হাতে তুলে দেন। ওই কিশোরের মোবাইল থেকে দুই অভিযুক্ত সম্পর্কে নানা তথ্য মেলে। এরপরই তাদের খোঁজ চালানো শুরু হয়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজকরণ এনিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে গেটের ভিতর ও বাইরে নিরাপত্তারক্ষী রাখার অনুরোধ জানান। ঘটনার তদন্তে পুলিশ সুপার সাগর কুমারকে বিজেপি স্মারকলিপি দিতে চলেছে বলে দাবি করেছে।

# পাপ্পুর বনধে প্রভাব নেই

**কিশনগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি :** পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব ওরফে রাজেশরঞ্জন যাদবের ডাকা বিহার বনধ প্রভাবহীন। বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৭০তম পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে রবিবার তিনি বনধ ডেকেছিলেন। অভিযোগ, পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এসব গুরুত্ব দেয়নি। প্রতিবাদে রাজ্যে বনধ ডাকা হয়। বন্ধের সপক্ষে কিশনগঞ্জ, কাটিহারে তাঁর সমর্থকরা পথে নেমে সরকার বিরোধী স্লোগান দেয়। কাটিহারে তারা দোকানপাট খোলা দেখে উত্তেজিত হয়ে পথচারী, পড়ুয়া, ব্যবসায়ী সবার সঙ্গে অভব্য আচরণ করে। দু-এক জায়গায় হাতাহাতিও হয়। এক বাইকচালক তাদের মারে জখম হন। রাজ্যে কোথাও বনধের প্রভাব পড়েনি। সাংসদের স্থানীয় প্রতিনিধি নৈয়ের খান এসব অভিযোগ উড়িয়ে দেন।

# সংবর্ধিত সাংবাদিক

**জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিলিগুড়িতে দু'দিনব্যাপী লিটল ম্যাগাজিন মেলায় বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সাংবাদিক জ্যোতি সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হল। বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

# বমাল আটক

**কিশনগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি :** কিশনগঞ্জ শহরের চুরিপট্টিতে মুরগি ও মোবাইল চুরির অভিযোগে গণপিটুনির শিকার হল দুই তরুণ। সূত্রের দাবি, মাদকাসক্ত ওই দুই তরুণ রবিবার পাড়ায় মুরগি ও মোবাইল চুরির সময় বমাল ধরা পড়ে। স্থানীয়রা তাদের ব্যাপক মারধর করে ও পরে নাকে খত দিয়ে ছেড়ে দেয়। যদিও এব্যাপারে কেউই সদর থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। পুলিশ শহরে মাদক কেনাবেচা বন্ধে অভিযান চালাচ্ছে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমারের দাবি।

*ছাত্রের মৃত্যুর পর এমজেএন মেডিকেলে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, আধিকারিকরা। রবিবার।*

# নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর দেহ ফরাক্কায়

**সৌরভকুমার মিশ্র**

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি:** আটদিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বারদুয়ারির বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া বছর কুড়ির দীপ্তি ভগতের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হল রবিবার জঙ্গিপুরের ফরাক্কা ফিডার ক্যানালে শংকরপুর ঘাট থেকে। কি এমন হয়েছিল যে ফরাক্কায় ওই তরুণীকে নামতে হয়েছিল? মৃত্যু না আত্মহত্যা? সম্পর্কের টানাপোড়েন নাকি অন্য কোনও কারণ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

শুক্রবার রাত্রে দীপ্তির আত্মীয়ের মোবাইলে ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে মেসেজ আসে। জানানো হয়েছিল মুক্তিপণ দিলে মিলবে মেয়ের খোঁজ। আর এই ঘটনার ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই আত্মহত্যা নাকি খুন,ধন্দে রয়েছে পরিবার। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা। বাড়ির মেয়ের দেহ এই অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়স্বজনেরা। শংকরপুর ঘাটে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা থানায় খবর দেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ ওই তরুণীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে দানা বাঁধছে নানা জল্পনা।

উল্লেখ্য, গত রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন থেকে ডাউন কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে রামপুরহাট স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন বারদুয়ারি গ্রামের বাসিন্দা বছর কুড়ির দীপ্তি ভগত। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে দুমকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গত বছর ভর্তি হয়েছিলেন। রবিবার ট্রেন মালদায় ঢোকার আগে শেষবার তাঁর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়। এরপর আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। ফরাক্কা স্টেশনে সিসিটিভি ফুটেজে দীপ্তি ভগতকে দেখা গিয়েছে। শহরের নেতাজি সেতু এলাকায় ওই তরুণীর সমস্ত কাগজপত্র, কলেজের ব্যাগ, আইডেন্টিটি কার্ড, মোবাইল এবং ১৩০০ টাকা উদ্ধার করে স্থানীয় এক ব্যক্তি। তিনি নিকটবর্তী এনটিপিসি পুলিশ ফাঁড়িতে সেগুলো জমা করেন।

পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, নিহত তরুণীর দাদুর বাড়ির দিকে পরিচিত মধুসূদন মাহাতো নামে এক তরুণের সঙ্গে বারবার ফোনে কথা বলত ওই ছাত্রী।

শংকরপুর ঘাটের বাসিন্দা আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'রবিবার সকালে এক তরুণীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।'

পরিবারের মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে দীপ্তির জ্যেঠু গুরুচরণ ভগৎ রবিবার বলেন, 'আজ সকালে মেয়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনা জানতে পেরেছি। গত রবিবার দিন ট্রেন থেকে ওর মাকে জানিয়েছিল মালদায় টিফিন করবে এবং রামপুরহাটে গিয়ে ভাত খাবে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে ঘটনায় একটি নিখোঁজ ডায়ারি হয়েছিল। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

### ধোঁয়াশা

- ট্রেন মালদায় ঢোকার আগে শেষবার তাঁর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়
- এরপর আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি
- নেতাজি সেতু এলাকায় তরুণীর কাগজপত্র, ব্যাগ, উদ্ধার করেন স্থানীয় ব্যক্তি

# কড়া বাংলাদেশ

*প্রথম পাতার পর*

হাসপাতালের মর্গে ভারতের আটজন এবং পাকিস্তানের একজন নাগরিকের দেহ ৬ মাসেরও বেশি সময় পড়ে থাকায়। বাংলাদেশের দাবি, ভারত ও পাকিস্তানের হাইকমিশনকে বারবার চিঠি দিয়ে লাভ হয়নি। ঢাকার মর্গে পড়ে রয়েছে ইমতাজ ওরফে ইনতাজ, তারেক বাইন, খোকন দাস, অশোক কুমার, কুনালিকার দেহ। কারা দপ্তরের দাবি, তাঁরা সকলেই ভারতীয়। অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশে বন্দি ছিলেন।

শরীয়তপুরের মর্গে রয়েছে সত্যেন্দ্র কুমার ও বাবুল সিং এবং খুলনার হিমঘরে আছে সুরজ সিংয়ের দেহ। এঁরাও ভারতীয়। বিএসএফ-বিজিবি'র টানাপোড়েনের মধ্যে পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইকবাল খান জানিয়েছেন, পাকিস্তানিদের জন্য ভিসার শর্ত শিথিল করেছে ঢাকা। পাক নাগরিকরা এখন অনলাইনে বাংলাদেশের ভিসার আবেদন করতে পারবেন।

একইদিনে পূর্বাচলে নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বেআইনিভাবে নিজেদের নামে করিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা সহ ১৬ জনের নামে মামলা করেছে বাংলাদেশের দুর্নীতিদমন কমিশন।

# ফুলবাড়ি সীমান্তে

*প্রথম পাতার পর*

ফলে বাংলাদেশে একই পরিমাণ ভারতের গাড়ির পাথরের দাম বেড়ে যেত অনেকটাই। এই সমস্যার কারণে বাংলাদেশে চাহিদা কমতে থাকে ভারতের পাথরের গাড়ির।

অপরদিকে, ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য ফুলবাড়িতে একটি সিন্ডিকেট কাজ করছিল বলে অভিযোগ ছিল। সেই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে যেতে থাকায় প্রভাব পড়ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ওপর। সেই নিয়ে কয়েক বছর আগে থেকে আন্দোলন শুরু করে ট্রাক মালিক-চালক, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি। কয়েকদিন আগে স্থানীয় এক প্রতিনিধিদল কলকাতায় রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে যান। এরপরই পরিবহণ দপ্তরের তরফে ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে যেতে হলে কর দিতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে ভুটানের ট্রাকগুলির চাকা ফুলবাড়ির দিকে গড়ানো বন্ধ হয়েছে।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার থেকে ভারতের পাথরবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে পাঠাতে শুরু করেছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। এতে সীমান্ত ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মহম্মদ সুলতান, খইরুল মহম্মদ, গফর খানের মতো অনেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সীমান্ত পেরিয়ে গাড়িগুলি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। কিন্তু এদিন ফুলবাড়ি কাস্টমস অফিসে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ থাকায় কাজে দেরি হয়। সেই কারণে বেলা একটা নাগাদ ভারতের প্রথম গাড়ি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম, উপপ্রধান কিশোরচন্দ্র রায় সহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে, এদিন ভুটানের কোনও গাড়ি ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যায়নি।

# নতুন জটিলতা

*প্রথম পাতার পর*

সেই এলাকার বাসিন্দা অনুপ রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের এলাকার অনেক জায়গায় বাংলাদেশিরা তাদের ফসল বাঁচাতে প্লাস্টিকের জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আমরা তো বাধা দিইনি। কিন্তু আমরা বেড়া দিতে গেলে বিজিবি বাধা দিতে আসে। আমরা তখন ওদের তিনবিঘা চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিই। তারপর পিছু হটে বিজিবি।' অনুপের মতো স্থানীয়দের দাবি, দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতার কয়েকজন অবুঝ বাসিন্দা হাঙ্গামা করার চেষ্টা করে।

মানস রায় নামে এক তরুণের অভিযোগ, দিনের পর দিন বাংলাদেশিরা ফসল নষ্ট করছে। খোলা সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা সহ বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ঢুকছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে জিরো পয়েন্টের কাঁটাতারের বেড়ার চুক্তি না মানলে আগের মতো রাতে তিনবিঘা গেট বন্ধ থাকুক বাংলাদেশিদের জন্য।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন, 'ওরা তিনবিঘা চুক্তি না মানলে অসুবিধা নেই। আমরাও চাই তিনবিঘা করিডর বন্ধ করে দেওয়া হোক। ছিটমহল বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশি ছিটমহল দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা ভারতে যুক্ত করে দেওয়া হোক।' বিজেপির জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলছেন, 'চুক্তি অনুযায়ী খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দও করেছে।'

# দৌড়াতে গিয়ে মৃত্যু

*প্রথম পাতার পর*

রেজিস্ট্রার বলেন, 'পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রিয়েশকে নিয়ে যাওয়ার পরই ওর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। পরে চিকিৎসক ওঁকে মৃত ঘোষণা করলে আমরা সেকথাও বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছি।' বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তাঁর সহপাঠীরাও।

বাবা-মাকে নিয়ে রিয়েশের পরিবার। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকেন। রিয়েশের মা ফাগুতেই থাকতেন। ছেলের অসুস্থতার খবর পেয়ে প্রথমে রিয়েশের মা ফাগু থেকে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনিও অসুস্থ বোধ করেন। তারপরে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য রিয়েশের কাকা, খুড়তুতো ভাই ও এক নিকটাত্মীয় হাসপাতালে আসেন।

তাঁদের দাবি, রিয়েশের শারীরিক কোনও সমস্যা ছিল না। রিয়েশের আত্মীয় নকুল রাই বলেন, 'পড়াশোনাতে ও খুব ভালো ছিল। নিরামিষ খাবার খেত। নেশাও ছিল না। হঠাৎ করে এমনটা হয়ে যাবে ভাবতেও পারছি না!'

# মিশনে জাতীয় যুব দিবস

**নিউজ ব্যুরো**

**১২ জানুয়ারি :** রবিবার পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে মহাসমারোহে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়। এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ পবিত্রকুমার চক্রবর্তী। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র পাঠ করা হয়। বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন। উপাচার্য এদিনের গুরুত্ব এবং আগামীদিনে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শকে স্মরণে রেখে শিক্ষার্থীদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিদ্যাপীঠের ৬৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। তিন শতাধিক ছাত্র ৩০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য ডঃ পবিত্রকুমার চক্রবর্তী এবং প্রখ্যাত প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুবীর সরকার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তাঁরা উভয়েই পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁরা পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করেন। স্বামী শিবপ্রদানন্দ সকলকে স্বাগত জানান। স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। গৌতম মুখোপাধ্যায় সহ ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষকগণ এই কাজে সহযোগিতা করেন। বিদ্যাপীঠের শিক্ষক মানস সরকার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

# স্বামীজির জন্মদিবস পালিত

**কিশনগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি :** কিশনগঞ্জে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিনটি রবিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জেলা শাখার উদ্যোগে সাড়ম্বরে জাতীয় যুবা দিবস হিসাবে পালিত হল। এদিন সকালে পরিষদের উদ্যোগে মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের দে মার্কেট, বাজার, গান্ধি চক সহ নানা রাস্তা দিয়ে মিনি ম্যারাথনের প্রতিযোগীরা যান। স্থানীয় রুইধাসা মাঠ থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে সেখানেই শেষ হয়। ডুমুরিয়ার রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রমে দিনটি বিশেষ পুজো সহ দিনভর নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। জেলার বেশ কিছু স্কুল থেকে স্বামীজির বড় কাটআউট নিয়ে শহরে প্রভাতফেরি করা হয়।

# দাগি বিমলকে ঘিরে

*প্রথম পাতার পর*

সাম্প্রতিককালে মাটিগাড়ায় বালাসন নদীর তীরে বিমলের ক্র্যাশার বসানো নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। সহকারী সভাধিপতি নিজেই একদিন ঘটনার তদন্তে এলাকায় গিয়েছিলেন। কিছুদিন ধরে পাথরঘাটায় তৃণমূলের বিভিন্ন কর্মসূচিতেও বিমলকে দেখা যাচ্ছে। রবিবার এই বিমল রায়কেই তৃণমূলের মঞ্চে দেখে দলের অনেকেই ভুরু কুঁচকেছেন। তৃণমূল নেতা খগেশ্বর রায় ওই অনুষ্ঠানটি তাঁর ফেসবুক পেজে লাইভ করেন। সেটি দলেরই নেতারা বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছড়িয়ে দেন। সেটি দেখার পর তৃণমূলের অনেকেই নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এদিনের অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরি থেকে অন্য খরচ সম্ভবত বিমল দিয়েছেন। তাই তাঁকে মঞ্চে তোলাটা বাধ্যতামূলক ছিল।

পাপিয়ার নেতৃত্বাধীন জেলা তৃণমূলে বিমল ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পাপিয়া অবশ্য বিমলকে চেনেন না বলে দাবি করেছেন। বিষয়টি নিয়ে মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

# উত্তরের মিশনহিলকে জৈব চা বাগানের স্বীকৃতি

**অভিষেক ঘোষ**

**মালবাজার, ১২ জানুয়ারি :** জৈব চা বাগান হিসেবে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেল কালিম্পং জেলার মিশনহিল বাগান। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুষ্ঠানে ওই চা বাগানের কর্তৃপক্ষকে জৈব চা বাগানের শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মোট পাঁচটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাট সহ পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার নাম জুড়ে গেল সেই তালিকায়। আশা টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে পরিচালিত হয় এই বাগানটি।

দেশে চায়ের বাজারে মিশনহিলের চায়ের বেশ কদর রয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচশো শ্রমিক এবং কর্মীরা বাগান পরিচর্যার কাজে যুক্ত। ২০২০ সাল থেকেই একটু একটু করে জৈব পদ্ধতিতে চা চাষের দিকে অগ্রসর হয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা অ্যাপিডার মাধ্যমে তিন বছরের নজরদারি ছিল বাগানে।

চা গাছের কাণ্ড, মূল, পাতার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে। মূলত পচা পাতা, কেঁচো সার, গোবর সার প্রয়োগ করে বিগত সাড়ে তিন বছর চা গাছের পরিচর্যা করা হয়েছে।

বাগানের মাটিতে কতটা রাসায়নিক পদার্থ আছে, সেটা জানতে মাটির নমুনা পরীক্ষা করেছে সংস্থাটি। সমীক্ষা হয়েছে চা প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি বিভাগে। সবশেষে বাগানের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হয় গতবছর অক্টোবরে। সেই মাসের ২৫ তারিখে মিশনহিল চা বাগানের পাতাকে সম্পূর্ণ জৈব উৎপাদনের তালিকায় আনা হয়।

পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয়, দিল্লিতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সেই কোম্পানির মালিকের হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্গানিক চা পাতাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জানুয়ারির ৯ তারিখ শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রকের অধীনে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশনের শংসাপত্র দেওয়া হয়। কোম্পানির তরফে ডিরেক্টর অপলা ভদ্র রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের হাত থেকে শংসাপত্রটি গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার জৈব ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাকে তাঁদের চাষাবাদের কাজে জৈব সার প্রয়োগ করার বিষয়ে জোর দিয়েছে। যে কোনও খাদ্য বা পানীয়র দর আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলক বেশি।

কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার শুভদীপ রায় বলেন, 'জৈব সার এবং পদ্ধতি ব্যবহার করলে প্রথমে উৎপাদন কম হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর রেকর্ড উৎপাদন হবে চায়ের। তার থেকেও বড় কথা জৈব চা মানবদেহের উপকার করবে। সে কারণে এর কদর বিদেশের বাজারে বেশি।' অপলা জানান, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এরপর তাঁরা বিদেশে চা রপ্তানির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'চা গাছে জৈব সার প্রয়োগ করলে গাছের গুণমান বৃদ্ধি পায়। তবে লোকসানের আশঙ্কায় অনেক বাগান এই পদ্ধতি ব্যবহার করে না।'

*দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে শংসাপত্র গ্রহণ করলেন অপলা ভদ্র রায়।*

### কোন পথে

- প্রথমে চা গাছের কাণ্ড, মূল, পাতার নমুনা সংগ্রহ
- বাগানের মাটিতে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ জানতে মাটির নমুনা পরীক্ষা
- গতবছর অক্টোবরে বাগানের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা

# স্যালাইন সংস্থার

*প্রথম পাতার পর*

গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ১২ জন প্রসূতির মৃত্যু হলে প্রাথমিকভাবে ওই স্যালাইনটিকে দায়ী মনে হয়েছিল বলে জানান উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত। রাজ্যের একটি মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের প্রধানের বক্তব্য শিউরে ওঠার মতো। তিনি বলেন, 'রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহারে রোগীর শরীরে প্লেটলেট নষ্ট হয় এবং রোগী দ্রুত মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে বলে আমাদের অনুমান।' ২০২৪-এর ২২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসকে কর্ণাটক কালো তালিকাভুক্ত করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি।

*(তথ্য সহায়তা : বিশ্বজিৎ সরকার ও সৌরভ মিশ্র)*

**ছোট্ট তারা**

রাঙ্গাপানির কালীচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র দীপাঞ্জন সিংহ। শিক্ষাচক্র ভিত্তিক আঁকা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সে।

শিলিগুড়ির স্বামীজি মোড়ে বিবেকানন্দের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মেয়রের। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

### মান্তুর উদ্যোগে মুশকিল আসান

# জুতো পেলেন গৌতম-অশোক

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** রবিবার সকালেই গৌতম দেবের কলেজপাড়ার বাড়িতে লোক দিয়ে শনিবারের ‘উধাও জুতো’ ফিরিয়ে দিলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। হদিস মিলল অশোকের নতুন জুতোরও। দিনকয়েক আগে কেনা অশোকের সেই জুতো পড়ে ছিল ‘অর্জুন’ মান্তু ঘোষের নয়া অ্যাকাডেমির বাইরে। মান্তুর উদ্যোগে সেটি এদিন সকালেই পাঠানো হয় প্রাক্তন মেয়রের সুভাষপল্লির বাড়িতে।

‘পাদুকা’ নিয়ে রবিবার সকালে হাসির রোল ওঠে শহরের চায়ের আড্ডাগুলিতে। বহুদিন পর একই মঞ্চে হাজির ছিলেন তিন মেরুর তিন রাজনীতিক গৌতম দেব, শংকর ঘোষ ও অশোক ভট্টাচার্য। কিন্তু এসব ছাপিয়ে গিয়েছে প্রাক্তন মেয়রের ভুল জুতো পায়ে গলিয়ে বাড়ি ফেরার গপ্পো।

অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘শনিবার অন্ধকারে বুঝতে পারিনি, ভুল করে গৌতম দেবের জুতো পরে ফিরেছি। সকালে মেয়রের বাড়িতে জুতো পাঠিয়ে দিয়েছি।’ সকালে গৌতমের বাড়ি থেকে দেশবন্ধুপাড়ায় গিয়ে অমিত সরকারের জুতোও ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, মান্তুর নতুন অ্যাকাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার গৌতম-অশোকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে নিয়ম ছিল, যাঁরা অ্যাকাডেমির ভিতরে ঢুকবেন তাঁদের পাদুকা বাইরে খুলে ঢুকতে হবে। স্বভাবতই বর্তমান ও প্রাক্তন মেয়র দুজনেই জুতো খুলে সেখানে গিয়েছিলেন। এরপরই ঘটে বিপত্তি। অনুষ্ঠান শেষে গৌতম বেরিয়ে দেখেন তাঁর জুতো জোড়া উধাও। ব্যাস, হইচই শুরু। কিছুক্ষণ খুঁজে হদিস না মেলায় মেয়র লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকারের জুতো পরে বাড়ি ফেরেন। ইতিমধ্যে অশোক বাড়ি ফিরে খেয়াল করেন তিনি অন্যের জুতো পরে চলে এসেছেন। তিনি মান্তুকে ফোন করেন। তখন বিষয়টি জানাজানি হয়। অশোকের কথায়, ‘আমার জুতো রবিবার ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে।’ আর অমিত বলেন, ‘সকালে একজন এসে আমার জুতো দিয়ে গিয়েছেন।’ গৌতম ব্যস্ত থাকায় রাতে বলেছেন, ‘আমি এখনও বিষয়টি জানি না। বাড়ি গিয়ে জানব।’

> শনিবার অন্ধকারে বুঝতে পারিনি, ভুল করে গৌতম দেবের জুতো পরে ফিরেছি। সকালে মেয়রের বাড়িতে জুতো পাঠিয়ে দিয়েছি।
>
> –অশোক ভট্টাচার্য

# বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্মেলন

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** রবিবার শ্রীনিবাস রামানুজন বিজ্ঞানকেন্দ্রের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উদ্যোগ নিয়েছিল বিজ্ঞান মঞ্চ। স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিবস উদযাপনের মাধ্যমে শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে এই সম্মেলন হয়েছে। শিলিগুড়ির কয়েকটি স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে আঁকা, গণিতের প্রশ্নোত্তরের প্রতিযোগিতা হয়েছে সেখানে।

বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কাউন্সিল সদস্য স্বপনেন্দু নন্দী এবং জেলা কমিটির সহ সভাপতি তপতী হালদার উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে আশিস পাল সভাপতি, অসীম চক্রবর্তী সম্পাদক এবং পূর্ণিমা চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়। ২৫ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

# শোভাযাত্রা, মাল্যদানে বিবেকানন্দ স্মরণ

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** রবিবার শিলিগুড়ির বহু স্কুলে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিবস পালন করা হল। শুধু স্কুলেই নয়, বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠনের তরফেও দিনটি পালন করা হয়েছে। কোথাও প্ল্যাকার্ড হাতে পড়ুয়ারা পথ পরিক্রমা করে, কোথাও আবার স্বামীজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে দিনটি পালন করা হয়েছে।

স্বামীজি ক্লাব ও আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন করা হয়। বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে আশ্রমপাড়ায় স্বামীজি মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত প্রভাতফেরি হয়। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী অভয়াদানন্দ। তিনি স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

এদিন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কার্যালয়ে দিনটি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পাপিয়া ঘোষ সহ দলের বহু নেতা। অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের শিলিগুড়ি শাখার তরফে দেশবন্ধুপাড়ার ২ নম্বর শিশুবিদ্যালয়ে দিনটি পালন করা হয়। সকালে ঝংকার মোড়ে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এদিন বিহারি সেবা সমিতির তরফে বিবেকানন্দ মোড়ে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ফুলবাড়ি-১ অঞ্চল তৃণমূলের তরফে অম্বিকানগর দলীয় কার্যালয়ে দুঃস্থদের কম্বল দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভক্তিনগর থানা, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে দিনটি পালন করা হয়েছে। শিলিগুড়ি নেতাজি উচ্চবিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের জীবন-আদর্শ এবং বর্তমান সময়ে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন শিলিগুড়ির সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দ। বিবেকানন্দ হাইস্কুলেও দিনটি পালন করা হয়েছে।

## শ্রুতিনাটক

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** শ্রুতি ও স্বর শিলিগুড়ি নামক একটি সংস্থা রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হলঘরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে শ্রুতিনাটক, আবৃত্তি এবং গল্পপাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্ব ও বাচিকশিল্পী উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন সংস্থার সম্পাদক অরুময় চক্রবর্তী।

# দোরগোড়ায় পৌষ সংক্রান্তি

# জমজমাট বাজার

**মঙ্গলবার পৌষ সংক্রান্তি। প্রতিবছরের মতো এবারও ওই দিনটায় বাড়ি বাড়ি পিঠেপুলি বানানোর ধুম লেগে যাবে। এবছর সংক্রান্তির আগে শিলিগুড়ির বাজারগুলিতে বিক্রিবাটা কেমন। চিঁড়ে, মুড়ি, চালের গুঁড়ো, গুড় এসবের জন্য বিক্রেতারা কত দরই বা হাঁকাচ্ছেন? খোঁজ নিলেন**

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

বিধান মার্কেটে পৌষ সংক্রান্তির বিকিকিনি। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** রাস্তায় রাস্তায় ছাম ও গাইন দিয়ে চাল গুঁড়ো করছেন মহিলারা। বাজার এলাকাগুলোতে বসে গিয়েছে অস্থায়ী দোকান। বিক্রি হচ্ছে চালের গুঁড়ো, মুড়ি, চিঁড়ে, খই, গুড়, তিলের খাঁজা, নাড়ু, মোয়া, নারকেল আরও কত কি। সামনেই পৌষ সংক্রান্তি। আর এই দিনটার বিশেষত্ব বাঙালিদের কাছে যা, তা আর নতুন করে কিছু বলার নেই।

গ্রামবাংলার পাশাপাশি শহরেও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পিঠেপুলি তৈরির মধ্যে দিয়ে দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে চায় সমস্ত স্তরের বাঙালি। তবে ইদানীং কি পৌষ সংক্রান্তি নিয়ে মাতামাতি কমেছে? নিন্দুকরা এমন প্রশ্ন করলেও শিলিগুড়ির বাজারগুলিতে রবিবার যা ভিড় দেখা গিয়েছে, তাতে এককথায় বলাই যায়, নিন্দুকরা নিপাত যাক।

বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান সহ শহরের বিভিন্ন বাজারে ছাম গাইন দিয়ে গুঁড়ো করা চাল বিক্রি হচ্ছে ১০০-১২০ টাকা কেজি দরে। বাজার ছাড়াও শহরের সুভাষপল্লি, বাবুপাড়া, হায়দরপাড়াতে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ধারে অস্থায়ী দোকানে বিক্রি হচ্ছে চালের গুঁড়ো।

শুধুমাত্র যে চালের গুঁড়ো বিকোচ্ছে এমনটা কিন্তু নয়। বাজারগুলিতে পাটালি গুড় বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ২০০ টাকায়। চিকন ধানের মুড়ি বিকোচ্ছে ৮০ টাকায়। আবার নাগেশ্বরী মুড়ির দাম ১২০। চালেও নজর রয়েছে ক্রেতাদের। মোটা আতপ ৮০ এবং নুনিয়া আতপ চাল ১৫০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে।

মহাবীরস্থানে এদিন পৌষ সংক্রান্তির বাজার করতে এসেছিলেন তনিমা হাজরা। তিনি বললেন, ‘বছরে এই একটা দিন পিঠেপুলি বানাই। সংক্রান্তির দিন পুজো করি। পুজো করতে গুড়, কদমা, নাড়ু, খই, মুড়ি তো লাগেই। চালের গুঁড়ো, গুড় কিনলাম। কিছু নিয়ম তো থাকে।’

বাজারে খই বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজিতে। নুনিয়া চিঁড়ে বিকোচ্ছে ৮০ টাকায়। আউশ ধানের চিঁড়ের দাম ৭০ টাকা কেজি। ঝোলা গুড় ২৫০ টাকা কিলো। মুড়কি ১০০ টাকা কেজি। নারকেল বিকোচ্ছে আকার অনুযায়ী। তিলের নাড়ু, কদমা, চিঁড়ে-মুড়ির মোয়া ছোট আকারের প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে ১৫ টাকায়। বড় প্যাকেটের দাম ৫০ টাকা।

বারসই থেকে বিধান মার্কেটে মোয়া, নাড়ু বিক্রি করছেন বাবলু প্রসাদ, শ্রবণকুমার দাস। তাঁরা একসুরে জানালেন, এদিনই তাঁরা শিলিগুড়িতে পা রেখেছেন। এদিন ভালো বিক্রি হলেও তাঁদের আশা, সোমবার বিক্রি আরও বাড়বে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এখানে থেকে তারপর বারসই ফিরে যাবেন তাঁরা।

সোমবার বাজারে তিলধারণের জায়গা থাকবে না। তাই ভিড় এড়াতে এদিনই সংক্রান্তির বাজার সেরে ফেলতে বিধান মার্কেটে এসেছিলেন রজত গোস্বামী। বলছিলেন, ‘বাড়ি থেকে বলেছে এদিনই বাজার করে নিয়ে যেতে। কাল ভিড় বাড়বে।’ কী কী কিনলেন তিনি? ‘মুড়ি, মুড়কি, গুড়, চালের গুঁড়ো, নাড়ু, তিলের খাঁজা এসব কিনেছি।’ বাড়িতে পিঠে, পায়েস তৈরি হবে বলে জানালেন তিনি।

মহাবীরস্থানে চাল গুঁড়ো করে বিক্রি করছিলেন রেখা রায়, জয়িতা দাস। বিক্রিবাটা কেমন? তাঁদের একসুরে জবাব, ‘বাজার ভালোই। এদিন থেকেই সবাই জিনিস কিনতে শুরু করে দিয়েছে।’

### পিঠেপুলির হিড়িক

- বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান সহ বিভিন্ন বাজারে ছাম গাইন দিয়ে গুঁড়ো করা চাল বিক্রি
- বিকোচ্ছে মুড়ি, চিঁড়ে, খই, গুড়, তিলের খাঁজা, নাড়ু, মোয়া, নারকেলও
- বাড়ি বাড়ি পৌষ সংক্রান্তি স্পেশাল পিঠেপুলি বানানোর হিড়িক লাগতে চলেছে

**পাড়ায় পাড়ায়**

**ইসলামপুর**

# নিকাশিনালা সাফাইয়ের উদ্যোগ নেই

**ইসলামপুর, ১২ জানুয়ারি :** নিয়মিত সাফাই হয় না নিকাশিনালা। যা নিয়ে ইসলামপুরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের ক্ষোভের অন্ত নেই। উপচে পড়ছে নোংরা জল। সঙ্গে আবর্জনা ফ্রি। স্থানীয়রা একসুরে প্রশ্ন তুলেছেন, যে রাস্তা দিয়ে কাউন্সিলার নিজেই নিয়মিত যাতায়াত করেন। সেখানেই নিকাশিনালার এই হাল। তাঁর কি চোখে পড়ে না?

যদিও বাসিন্দাদের অভিযোগ নস্যাৎ করে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মহম্মদ নাজিম বলেছেন, ‘নিকাশিনালা নিয়মিত সাফাই হয়।’ তারপর তিনি বলেন, ‘আসলে নিকাশিনালার কাজ চলছে বলে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে।’

অপ্সরা মোড় হয়ে মেলার মাঠের নালার সঙ্গে মিশে বড় নালায় গিয়ে নোংরা জল পড়ে। কিন্তু সাফাই না হওয়ায় নোংরা জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারছে না। স্কুল পড়ুয়া পীযূষ মালাকারের কথায়, ‘নিকাশিনালা নিয়মিত সাফাই না হলে জনস্বাস্থ্যে তার প্রভাব পড়ে।’ এলাকার বাসিন্দা ইলিয়াসের বক্তব্য, ‘নিয়মিত নালা সাফাই না হওয়ায় বর্ষায় রাস্তায় নোংরা জল জমে যায়।’ সকলেই চাইছেন দ্রুত সাফাই হোক নিকাশিনালা।

৩ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশিনালার বেহাল দশা।

# রুদ্রেশ্বর ভবনে রক্তদান

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল রত্না ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা সমিতি। রবিবার সুভাষপল্লিতে প্রয়াত রত্না ভট্টাচার্যের বাড়ি রুদ্রেশ্বর ভবনে এই শিবির হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবির থেকে ৭৮ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামীদিনেও এমন উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রয়াত রত্না ভট্টাচার্যের স্বামী অশোক ভট্টচার্য। এদিন কর্মসূচিতে ছিলেন সমন পাঠক, গঙ্গোত্রী দত্ত, মুন্সি নুরুল ইসলাম, মান্তু ঘোষ, জয়ন্ত ভৌমিক প্রমুখ।

# প্রযুক্তি নিয়ে কর্মশালা

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** পড়ুয়াদের প্রযুক্তি সম্পর্কে উৎসাহ বাড়াতে কর্মশালার আয়োজন করল টেকনোসংস্কৃতি ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ। রবিবার শক্তিগড়ে শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবে আয়োজিত এই কর্মশালায় বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা হাজির ছিল। প্রযুক্তি নিয়ে পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে এবং এ ব্যাপারে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ‘ইনভেন্টোপিয়া’ শীর্ষক একটি কর্মসূচি নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন ‘নেক্সট জেনারেশন টেকনলজি’ শীর্ষক এই কর্মশালা আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের ইনচার্জ অভিষেক সেনগুপ্ত।

# স্কুলে অনুষ্ঠান

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** নাচ, গান, নাটকে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শামিল হল এইচবি বিদ্যাপীঠের পড়ুয়ারা। দু’দিনব্যাপী স্কুল প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। রবিবার ছিল সমাপ্তি অনুষ্ঠান। স্কুলের কালচারাল ইনচার্জ সঞ্জয় টিবরেওয়াল জানান, প্রথম দিন প্রাথমিক ও দ্বিতীয়দিন হাইস্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। স্কুলের অধ্যক্ষ অর্চনা শর্মা বলেন, ‘দু’দিনের এই অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা খুব আনন্দ করেছে। সচেতনতামূলক একটি নাটক পরিবেশন করেছে পড়ুয়ারা।’ অনুষ্ঠানে স্কুলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতীদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

### ওয়ার্ড উৎসবে বিতর্ক

# বোল্ডার দিয়ে শটপাট খেলা

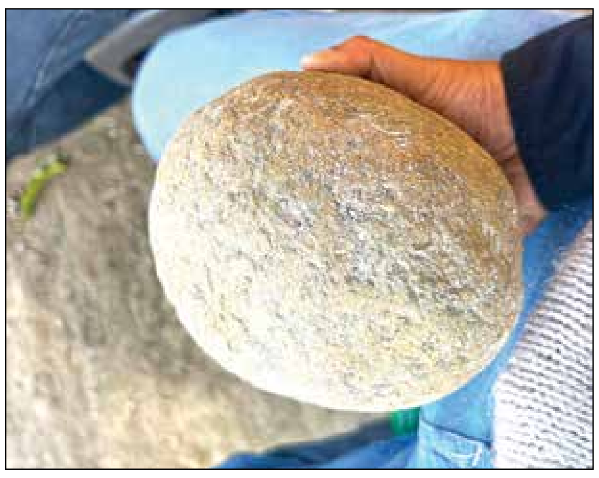

৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসবে এই বোল্ডার দিয়ে শটপাট খেলায় বিতর্ক।

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** ওয়ার্ড উৎসবে শটপাট খেলা হল বোল্ডার দিয়ে! শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসবে রবিবার এই অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রীতিমতো বিব্রত ওয়ার্ড কমিটি। বিষয়টা নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোকে প্রশ্ন করতেই তিনি প্রবল অস্বস্তিতে পড়েন। তাঁর সাফাই, ‘সেরকম কোনও ব্যাপার নয়।’

এদিকে, ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক সন্তোষ সাহার বক্তব্য, ‘আমি ওই ইভেন্ট চলাকালীন ছিলাম না। তবে যেটুকু শুনেছি লোহার বলেই খেলা হয়েছে। বোল্ডারটা দিয়ে ছোটরা প্র্যাকটিস করছিল।’ বোল্ডার দিয়ে ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে বিপজ্জনকভাবে ‘ছোটদের প্র্যাকটিস’-ই বা হবে কেন? সেক্ষেত্রে কি লোহার বল রাখা যেত না? এই প্রশ্নও উঠেছে।

গোটা বিষয়টা নিয়ে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তিনি বলেছেন, ‘এটা তো তাহলে শটপাট নয়, ঢিলছোড়া খেলা হয়ে গেল। যে কোনও খেলা গুরুত্ব সহকারে আয়োজন করা উচিত।’

শীতের মরশুম শুরু হতেই প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড উৎসব শুরু হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্যই হল ওয়ার্ডে থাকা প্রতিভাদের চিহ্নিত করা। উৎসবে যাতে কোনও খামতি না থাকে তার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে দুই লক্ষের বেশি টাকা পুরনিগমের তরফে ব্যয় করা হয়। অথচ ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওই দৃশ্য রীতিমতো অবাক করেছে সকলকে।

লোহার বল নয় কেন? এক্ষেত্রে তছরুপের গল্পও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। ওই ওয়ার্ডে শুক্রবার শুরু হয় উৎসব। এদিন রামনারায়ণ মাঠে একাধিক স্পোর্টস ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন বয়সের বাসিন্দারা সেই ইভেন্টে অংশ নেন। সেখানেই গোলাকার একটি পাথর দিয়ে চলল খেলা। শুধু তাই নয়, ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর টেবিলের নীচে যত্ন করে সেই বোল্ডার রেখেও দেওয়া হল।

আয়োজকরা বোল্ডার দিয়ে খেলার বিষয়টি অস্বীকার করলেও ওই বোল্ডারে লেগে থাকা চুন সমস্ত কথা বলে দিচ্ছিল। অনেকেই যুক্তি খাড়া করেছেন, লোহার বলে সমস্যা দেখা দেয়। কেউ আবার বললেন, ওই বোল্ডার ঠিক কী জন্য, জানা নেই।

কোনও প্রতিযোগী চোট পেলে তার দায় ওই ওয়ার্ড কমিটির, ক্ষোভের সুরে বলছিলেন সেখানে উপস্থিত অনেকেই। এক অভিভাবক অঞ্জুমা মাহাতো বলেন, ‘কী আর বলব। ছেলেমেয়েদের বলছি, দেখেশুনে অংশ নিতে।’ এদিকে, বিষয়টি নিয়ে ওয়ার্ডবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের আঁচ বুঝতে পেরে লোকদেখানোর জন্য একটি লোহার বল পরে নিয়ে আসা হয়।

# ভিড় টানতে ব্যর্থ লিটল ম্যাগাজিন মেলা

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** আয়োজনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখা হয়নি। কিন্তু সবটাই যেন ফিকে হয়ে গেল। শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে তিনদিনব্যাপী সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলায় ভিড় কোথায়?

মেলায় ৫০টির বেশি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল ছিল। তিনদিন ধরে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত পাঠকের আশায় বসে ছিলেন কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদকরা। কিন্তু পাঠকরা আগ্রহ দেখালেন না। অনেকে অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন, শিলিগুড়িতে কয়েকদিন আগে পরপর দুটি বইমেলা হয়ে গিয়েছে। তাই এই মেলায় যে লোক হবে না, এটাই তো স্বাভাবিক।

তবে কয়েকজন পত্রিকা সম্পাদক এই যুক্তি নস্যাৎ করে বলেছেন, গতবছর কোচবিহারে আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলার প্রচার যেভাবে হয়েছিল, এবার তার ছিটেফোঁটাও হয়নি। সম্পাদকদের যুক্তি, না লাগানো হয়েছে কোনও তোরণ, না হয়েছে মাইক প্রচার। আর তাই স্বাভাবিকভাবে এই মেলায় ভিড় কম হয়েছে।

রবিবার ছিল লিটল ম্যাগাজিন মেলার শেষ দিন। তাই দুপুর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি ছিল কবিতা পাঠের আসর। কিন্তু দুপুর হোক কিংবা বিকেল, দর্শকাসন প্রায় ফাঁকা। বিকেলের দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিছু চেয়ার ভরলেও বাকি সময়টায় হাতেগোনা কয়েকজনকে দেখা গিয়েছে।

এদিনই দুপুরে ‘বহু ভাষা, এক আকাশ’ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন ধনীরাম টোটো, সুশীল রাভা, বিমল টোপ্পো, প্রদীপ লামা। বিকেল চারটে নাগাদ ‘লিটল ম্যাগাজিনে দেশ-কাল-সমাজ’ শীর্ষক আলোচনা শুরু হয়। সবেতেই চেয়ারে হাতেগোনা লোক।

লিটল ম্যাগাজিন মেলায় সাহিত্য আলোচনায় ফাঁকা চেয়ার। রবিবার।

এই নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদকদের মধ্যে। একটি পত্রিকার সম্পাদক রিমি দে যেমন বলেন, ‘এদিন একটু লোক কম হয়েছে।’ কবি সুতপা সাহার বক্তব্য, ‘মানুষের মধ্যে সেই উৎসাহ কিন্তু চোখে পড়ল না। অন্য সময়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানে কত মানুষ আসেন। কিন্তু এবার কোথায় যেন একটা খামতি লক্ষ করা গেল।’

শুভময় সরকার অবশ্য মনে করেন, ‘দুপুরের দিকে যেসব আলোচনা হয় সেখানে কিন্তু লোক ছিল না। তবে এই চিত্র শুধু শিলিগুড়ির, তা কিন্তু নয়। অন্য জায়গাতেও সেরকম লোক হয় না।’ মালদার জামির আখতারের কথায়, ‘লোকজনই তো নেই। যাদের পত্রিকা রয়েছে তারাই ঘোরাফেরা করেছেন মেলা প্রাঙ্গণে।’

প্রায় একই বক্তব্য দক্ষিণ দিনাজপুরের সোহেল ইসলামের। তিনি বলেন, ‘লোকজন তেমন আসেনি। আরও বেশি লোক এলে ভালো হত। আসলে এখানে পরপর দুটো বইমেলা হয়েছে বলে লোক হয়তো কম এসেছে।’

যদিও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ মনে করেন, ‘এই ধরনের অনুষ্ঠানে যে প্রচুর লোক আসবেন তা কিন্তু নয়। যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরাই আসেন। সর্বত্রই তাই হয়।’

# সাব্বিরের ব্যান্ডে ঐক্যের সুর

## আজ থেকে মহাকুম্ভ

**প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি :** পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলার সমান্তরালে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। ১৩ জানুয়ারি প্রয়াগরাজে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণি সঙ্গমে স্নান করবেন সাধুসন্ত থেকে অগণিত সাধারণ মানুষ। রবিবার থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কোলাহলের মধ্যেই শোনা যাচ্ছে ব্যান্ডের সুর। যা গোটা পরিবেশকে যেন আরও মোহময় করে তুলেছে। মেলায় মুসলিম ব্যবসায়ীদের প্রবেশ নিয়ে দু-তরফের ধর্মীয় নেতারা যখন একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করছেন, সেই সময় সঙ্গম তীরের ব্যান্ডটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

৪০ বছর ধরে কুম্ভমেলায় পারফর্ম করা ব্যান্ডের ব্যান্ড মাস্টার মহম্মদ সাব্বিরের কথায়, 'সংগীত একটি সাগরের মতো। এর কোনও শেষ নেই। হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক চলতেই থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার সম্প্রীতির ঐতিহ্যও বজায় থাকবে।' গত সপ্তাহ থেকে ধর্মীয় নেতাদের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। সেই সব তর্কাতর্কি থেকে বহু যোজন দূরে সুর তুলছে ব্যান্ড-সাব্বির। অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি মাওলানা শাহাবুদ্দিন রাজভি বেরেলভি দাবি করেছেন, ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত ৫৫ বিঘা জমির ওপর কুম্ভমেলার আয়োজন করা হয়েছে। বারাণসীর সুমেরু মঠের স্বামী নরেন্দ্রনাথ সরস্বতীর পালটা সওয়াল, 'যদি সনাতন হিন্দুদের মক্কায় প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া হয় তাহলে কেন ওইসব লোকদের (মুসলিম ব্যবসায়ী) মেলায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে?'

মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ অবশ্য কুম্ভের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখার পক্ষেই সওয়াল করেছেন। তিনি বলেন, 'এখানে (কুম্ভে) কোনও সম্প্রদায় বা বর্ণের ভেদাভেদ নেই।' যোগী-বার্তার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তাঁর কথার রেশ ধরে সাব্বিরের ব্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করেছেন অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের প্রধান মহন্ত রবীন্দ্র পুরী। তাঁর কথায়, 'যদি আপনারা এখানে কাজ করা শ্রমিকদের দিকে তাকান, যাঁরা আমাদের আশ্রম তৈরিতে সাহায্য করেছেন, আমাদের আখড়ায় কাজ করছেন তাঁদের বেশিরভাগই অ-হিন্দু। আমাদের ব্যান্ডগুলির কথাই ধরুন। ওদের অনেকেই মুসলিম।'

যুক্তি-তর্কের মাঝে নিজের গতিতে চলছে শতাব্দী প্রাচীন মহাকুম্ভ। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। মহাকুম্ভ প্রাঙ্গণে চারটি দরজা তৈরির জন্য খরচ করা হয়েছে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। এগুলি হল গঙ্গা দুয়ার, যমুনা দুয়ার, সরস্বতী দুয়ার এবং নীলকণ্ঠ দুয়ার। এগুলি ত্রিবেণি সঙ্গম থেকে প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৪ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকায় ছড়িয়ে থাকা কুম্ভমেলাকে আলোকিত করতে ২ হাজার বৈদ্যুতিন খুঁটি, ৭০ হাজার এলইডি লাইট এবং ২,০১৬টি সৌর হাইব্রিড লাইট স্থাপন করা হয়েছে। ৪৫ দিন ধরে চলা অনুষ্ঠানে বিদ্যুতের খরচ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। উত্তরপ্রদেশ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা মহাকুম্ভ চত্বরে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা ২ লক্ষ ইউনিট হতে পারে বলে অনুমান করছে। পুণ্যার্থীদের জন্য ১.৬ লক্ষ তাঁবু এবং ৫০ হাজার দোকান তৈরি করা হয়েছে।

*প্রয়াগরাজে ভিড় জমিয়েছেন সাধুসন্ত এবং দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। রবিবার।*

# জুনা আখড়ায় বাদ মহান্ত

**আগ্রা, ১২ জানুয়ারি :** মহান্ত কৌশল গিরিকে ৭ বছরের জন্য বরখাস্ত করল দেশে হিন্দু সন্ন্যাসীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন জুনা আখড়া। ১৩ বছর বয়সি একটি মেয়েকে দান হিসাবে গ্রহণ করায় কৌশল গিরির বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য নাবালিকাকে দান করেছিল তার পরিবার। মেয়েটির নতুন নামকরণ হয় গৌরী গিরি। দানের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। এরপরেই পদক্ষেপ করে জুনা আখড়া। ৭ বছরের জন্য তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু আখড়াই নয়, গিরির সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষও। মেয়েটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জুনা আখড়ায় নতুন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার যে নিয়ম রয়েছে, তা মানেননি মহন্ত কৌশল গিরি। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে সন্ন্যাসিনীর ন্যূনতম বয়স হতে হবে ২২ বছর। মেয়েটি তার চেয়ে অনেক ছোট।

## নাবালিকা দান গ্রহণ

তাকে দান হিসাবে গ্রহণ করা নিয়ে উপযুক্ত যুক্তি পেশ করতে পারেননি কৌশল গিরি।

জুনা আখড়ার অন্যতম সদস্য মহন্ত হরি গিরি বলেন, 'মহিলারা আখড়ার সদস্য হতেই পারেন। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাঁকে পরিণত হতে হবে। কোনও শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে আখড়া তাকে দত্তক নিতে পারে। কিন্তু ২২ বছরের কম বয়সি কাউকে সাধারণত গ্রহণ করা হয় না।' যে নাবালিকাকে কৌশল গিরিকে দান করা হয়েছিল, সে একটি ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে।

# মহাস্নানে আজ স্টিভ-জায়া

**প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি :** মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে এদেশে এসেছেন অ্যাপল-এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জোবস। সোমবার তিনি প্রয়াগরাজে যাচ্ছেন। বেশ কয়েকদিন মহাকুম্ভে কাটাবেন। ডুব দেবেন গঙ্গায়। মগ্ন হবেন তপস্যা, ধ্যান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে। শনিবার বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিরঞ্জনী আখড়া মন্দিরের কৈলাসনন্দ গিরিজি মহারাজ।

স্টিভ-জায়া লরেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে থেকে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মহারাজ জানিয়েছেন, হিন্দু ছাড়া কেউই শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন না। সেই কারণে লরেন মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতে পারেননি। মহাকুম্ভ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক, এই প্রার্থনা করেছেন তাঁরা। মন্দির দর্শন উপলক্ষ্যে লরেন পরেছিলেন সাবেকি ভারতীয় পোশাক। মাথা ঢেকেছিলেন সাদা ওড়নায়।

প্রয়াত ধনকুবেরের স্ত্রী হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে বুঝতে চান। সাধ্বী হিসেবে কল্পবাসও করবেন। মহারাজ জানিয়েছেন, লরেন পাওয়েল জোবসের নতুন নামকরণ হয়েছে কমলা।

*শৈশব যখন বিপন্ন... ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে মা-বাবাকে হারিয়েছে দুই খুদে। কবরস্থানের মাঝেই ছোট্ট ভাইকে খাবার তুলে দিচ্ছে দিদি।*

# ট্রাম্পের শপথে যাচ্ছেন জয়শংকর

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি :** আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি শপথ। ভারত সরকারের তরফে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর মার্কিন সরকারের সঙ্গে জয়শংকরের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হতে পারে।

রবিবার বিদেশমন্ত্রক এক্স হ্যান্ডেলে জয়শংকরের আমেরিকা সফর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, এই সফরে জয়শংকর মার্কিন প্রশাসনের নবনিযুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন। জয়শংকরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ট্রাম্প-ভান্স উদ্বোধনী কমিটি। বিদেশমন্ত্রকের দাবি, জয়শংকরের সফরে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করবে।

আগামী ২০ জানুয়ারি, সোমবার শপথ অনুষ্ঠান হবে মার্কিন সময় অনুযায়ী দুপুর ১২টায়। অনুষ্ঠান হবে ওয়াশিংটন ডিসির নিউ ক্যাপিটলের ওয়েস্ট ফ্রন্টে। শপথ নেওয়ার পর ভাষণ দেবেন নির্বাচিত নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর মার্কিন রীতি অনুযায়ী কিছু প্রশাসনিক নির্দেশে সই করবেন তিনি। হবে কুচকাওয়াজ ও মধ্যাহ্নভোজ।

শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মিলোনি, জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়া প্রমুখ। আমন্ত্রিত হয়েছেন ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প। জিনপিং যাবেন না। জানা গিয়েছে, তাঁর পরিবর্তে এক উচ্চপর্যায়ের দূত যাবেন।

# পুলিশের নজরে ইউক্রেনীয় প্রতারক

**মুম্বই, ১২ জানুয়ারি :** যৎসামান্য বিনিয়োগ। বিপুল রিটার্ন। এই প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ১.২৫ লক্ষ বিনিয়োগকারীর সঙ্গে প্রতারণা করে টোরেস জুয়েলার্স নামে একটি সংস্থা। ২২ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নেমে মুম্বই পুলিশের ইকনমিক অফেন্সেস উইং দুজন ইউক্রেনীয় নাগরিকের হদিস পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁদের নাম আর্টেম এবং ওলেনা স্টোইন। ওই দুজনই এই আর্থিক প্রতারণা চক্রের মূল কুচক্রী বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই একটি লুকআউট সার্কুলার জারি করা হবে। সোনা, রুপো, বিভিন্ন দামী পাথরে লগ্নি করলে বিপুল রিটার্নের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। লাকি ড্র পুরস্কার হিসেবে ১৪টি বিলাসবহুল গাড়িও দেওয়া হয়েছিল কয়েকজন বিনিয়োগকারীকে। প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করেছে।

## নেই প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে

# রাজনীতি ছাড়ছেন অনীতা আনন্দ

**টরন্টো, ১২ জানুয়ারি :** জাস্টিন ট্রুডোর উত্তরসূরি হওয়া দূরস্ত, রাজনীতি থেকেই সন্ন্যাস নিতে চলেছেন কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবহণমন্ত্রী অনীতা আনন্দ। আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি পোস্ট করেন অনীতা। সেখানে তাঁকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়ার জন্য বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন।

পোস্টে অনীতা লিখেছেন, 'পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে লিবারাল পার্টিতে আমাকে স্বাগত জানানো এবং মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। কানাডার হাউস অফ কমন্সে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ওকভিলের (অনীতার নির্বাচনি কেন্দ্র) জনগণের প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।... পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে আমার দায়িত্ব সম্মানের সঙ্গে পালন করে যাব।'

২০১৯-এ রাজনীতিতে আসার আগে ইয়েল কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন অনীতা। পুরোনো পেশায় ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহে জাস্টিন ট্রুডো প্রধানমন্ত্রী পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কানাডার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অনীতার নাম সামনে এসেছিল। আচমকা তাঁর রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ২-৩ মাসের মধ্যে কানাডায় পার্লামেন্ট ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে আইনশৃঙ্খলা, বিদেশনীতি, আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে ট্রুডো সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে। আগামী ভোটে লিবারাল পার্টির ক্ষমতায় ফেরা কার্যত অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে প্রার্থী করায় খালিস্তানপন্থী ভোটও ট্রুডোর হাতছাড়া হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে অনীতার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড় থেকে সরে যাওয়া অপ্রত্যাশিত নয় বলেই অনেকে মনে করছেন। ট্রুডোর উত্তরসূরি না হতে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে কি না তা নিয়েও জল্পনা চলছে।

# সঙ্গে না থাকলেও ভরণ-পোষণ পাবেন স্ত্রী

## সুপ্রিম কোর্ট

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি :** স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে না থেকেও ভরণ-পোষণ চাইতে পারেন। ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতির বৈবাহিক কলহ মামলায় শুক্রবার এমন গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সর্বোচ্চ আদালত। ভরণ-পোষণ পাওয়া নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। এই বিষয়ে কোনও কড়া নিয়ম থাকতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কোনও স্বামী আদালত থেকে ডিক্রি আদায় করলেও তাঁর স্ত্রী যদি সেই ডিক্রি মেনে চলতে অস্বীকার করেন, শ্বশুরবাড়িতে ফিরে না যেতে চান, সেক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারেন না।

বেঞ্চ বলেছে, ভরণ-পোষণের বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। এই মামলার রায় স্ত্রীর পক্ষে গেলেও সবক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বামীর সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করার জন্য স্ত্রীর বৈধ ও পর্যাপ্ত কারণ আছে কি না, তা দেখতে হবে। স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারে ডিক্রি আদায় করলে, স্ত্রী তা না মানলে তিনি ভরণ-পোষণের অধিকার হারাবেন, এটা ঠিক নয়।

মামলাটি ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতিকে নিয়ে। ২০১৪ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। ২০১৫ সালে স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি ছাড়েন। স্বামী পারিবারিক আদালতে দাম্পত্য পুনরায় অধিকারের আবেদন করলে স্ত্রী জানান, তিনি শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন। ৫ লক্ষ টাকা যৌতুক চাওয়া হয়েছে। তাঁর গর্ভপাতের সময় স্বামী তাঁকে দেখতে পর্যন্ত আসেননি। তাঁকে শৌচালয়, গ্যাস ওভেন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এদিকে, স্বামী তাঁর সঙ্গে থাকতে চান বলে পারিবারিক আদালত ডিক্রি জারি করেছিল। স্ত্রী তা মানেননি। পরিবর্তে তিনি পারিবারিক আদালতে ভরণ-পোষণের আবেদন করেন। পারিবারিক আদালত ১০ হাজার টাকা ভরণ-পোষণের নির্দেশ দিলে স্বামী হাইকোর্টে যান। স্ত্রী একসঙ্গে থাকার ডিক্রি মানেননি বলে পারিবারিক আদালতের নির্দেশ বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট।

# লস অ্যাঞ্জেলেসে মৃত বেড়ে ১৬

**লস অ্যাঞ্জেলেস, ১২ জানুয়ারি :** আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানল নিয়ন্ত্রণে আসার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কয়েকদিনের অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি। অগ্নিদগ্ধ অগণিত বাড়িঘর। লক্ষাধিক মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরেও এড়ানো যাচ্ছে না প্রাণহানি। রবিবার পর্যন্ত দাবানলের কবলে পড়ে ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি জটিল হয়েছে সৈকত শহর মালিবুতে। পর্যটকদের এই জনপ্রিয় গন্তব্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার সার্ভিসের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি দাবানলে পুড়ছে গোটা রাজ্য। সবচেয়ে ভয়াবহ প্যালেসেইডস দাবানল। এরপর রয়েছে পাসাডেনার কাছে ইটন দাবানল। এই দাবানলের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। পাসাডেনায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের চারপাশে ৪টি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। মালিবুতে লাগা দাবানলের সংখ্যা ৩। বাতাসের গতিবেগ তীব্রতর হওয়ায় দাবানলগুলির তীব্রতা আরও বেড়েছে। আগামী কয়েকদিনে অবস্থা জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছেন ওই মুখপাত্র।

# ডোনাল্ডের সাক্ষাৎ চান গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

**ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি :** ডেনমার্কের আধা-স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখল করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি কয়েকদিন আগেই দিয়েছেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই সদস্য জার্মানি ও ফ্রান্স। এই পরিস্থিতিতে ডেনমার্ক বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে থাকার বিরোধিতা করে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেডে জানিয়েছেন, তিনি গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে চান।

তেল, গ্যাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর গ্রিনল্যান্ড সুমেরু অঞ্চলে অবস্থিত। তার ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে বহু দেশের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপটির প্রতি। রাশিয়া, চিন প্রভাব বিস্তার করতে চায়। কৌশলগত অবস্থান ও আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য গ্রিনল্যান্ডকে কবজা করতে চায় আমেরিকা। এই চাপের মুখে পড়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা পাওয়ার বিষয়টি ফের তুলে ধরলেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা ডেনস(ড্যানিশ) বা আমেরিকান(মার্কিন) হতে চাই না। আমরা হতে চাই গ্রিনল্যান্ডিক।' গ্রিনল্যান্ড উত্তর আমেরিকা মহাদেশের খুব কাছে। সেই কারণে আমেরিকানরা গ্রিনল্যান্ডকে তাদের সম্প্রসারিত অংশ বলে মনে করে।

গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের আধা স্বশাসিত অঞ্চল হলেও দ্বীপের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫১ সালের চুক্তি অনুযায়ী এখানে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি আছে।

# বিবেকানন্দকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি :** স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ তরুণদের চিরন্তন অনুপ্রেরণা। তরুণদের কাছে তিনি এক চিরকালীন আদর্শ। তাঁদের মনে এগিয়ে চলার ইচ্ছা জাগান স্বামীজি। তিনি যে শক্তিশালী এবং উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।' ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের পর বিবেকানন্দ রকে গিয়ে ধ্যান করেছিলেন মোদি। সেই ছবিও এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সার্বিক চিন্তা দিয়ে বিশ্বকে মানবতার সেরা পথ দেখিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে ভারতীয় দর্শন এবং সকল ধর্মের মধ্যে সমতার ধারণা শক্তিশালী করেছিলেন এবং ভারতের মাথা উঁচু করেছিলেন।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লিখেছেন, 'ঐক্য, সম্প্রীতি ও শক্তির বুনিয়াদে ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজি। তাঁর জন্মদিনে শপথ নিলাম, এই দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' উত্তর কলকাতার সিমলায় স্বামীজির পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক।

# বেকার তরুণদের ভাতা দেবে কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি :** মহিলাদের জন্য ২৫০০ টাকা করে মাসিক ভাতা এবং ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার পর এবার দিল্লির তরুণ ভোটারদের কাছে টানতে উদ্যোগী হল কংগ্রেস। রবিবার যুব দিবসে দিল্লির বেকার তরুণ, তরুণীদের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল হাত শিবির। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে যুব উড়ান যোজনা। মাসিক বেকার ভাতার পাশাপাশি একবছরের শিক্ষানবিশি করার সুযোগও থাকছে এই প্রকল্পে। দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপ এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বৈরথ ক্রমশ চড়ছে। কিন্তু তৃতীয় শক্তি হিসেবে কংগ্রেসও যে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় সেটা তাদের একের পর এক ঘোষণায় স্পষ্ট।

রবিবার কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট, দিল্লি প্রদেশ সভাপতি দেবেন্দর যাদব প্রমুখ যুব উড়ান যোজনার ঘোষণা করেন। শচীন পাইলট বলেন, '৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির মানুষ একটি নতুন সরকার নির্বাচন করতে চলেছেন। আজ আমাদের দল ঠিক করেছে, দিল্লির যে সমস্ত তরুণ শিক্ষিত কিন্তু বেকার তাঁদের এক বছরের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এটা শুধু আর্থিক সহায়তা নয়। তরুণরা যাতে শিল্পসংস্থায় চাকরি পান তার জন্য আমরা তাঁদের প্রশিক্ষণও দেব।' পাইলটের কথায়, আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। দিল্লির তরুণরা কষ্টে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাঁদের কষ্ট বুঝতে নারাজ। কংগ্রেস সরকারের জন্য দিল্লির পরিকাঠামো বিকাশ হয়েছে। গত কয়েক বছরে আমরা শুধু অভিযোগের পালা দেখেছি। দিল্লিকে অবহেলা করা হয়েছে।'

# আপের গান্ধিগিরিতে নতিস্বীকার বিধুরির

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি :** অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আপের গান্ধিগিরির চোটে রীতিমতো ল্যাজেগোবরে অবস্থা হল বিজেপির বিতর্কিত নেতা তথা কালকাজি বিধানসভা আসনের প্রার্থী রমেশ বিধুরির। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী সম্পর্কে কুকথা বলে ভোটের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছিলেন তিনি। যেহেতু বিধুরিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে এবং বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, তাই আপের তরফে লাগাতার প্রচার শুরু হয়, বিতর্কিত নেতাকেই এবার মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী করছে পদ্মশিবির।

সেই প্রচারের স্নায়ুযুদ্ধে রবিবার কার্যত হার মেনে নিয়েছেন বিধুরি। এক বিবৃতিতে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নেই।' তিনি বলেছেন, 'আমি মানুষের প্রতি যতটা, ততটাই আমাদের দলের প্রতি অনুগত। আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে যে কথাবার্তা চলছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। আমি আপনাদের সেবক হিসেবে অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে চাই।' রাজনৈতিক মহলের মতে, আপ তো বটেই, বিজেপির একাংশের চাপেই নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন বিধুরি। যদি তিনি না করতেন, তাহলে আপের প্রচারের পারদ আরও চড়ত। এদিন বিধুরি বলেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল আমার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন। আমি কোনও পদের জন্য দাবিদার নই। আমার দল বারবার আমার ওপর আস্থা রেখেছে। গত ২৫ বছরে আমাকে দল দুবার সাংসদ করেছে, তিনবার বিধায়ক করেছে। আপনাদের দরজায় চতুর্থবারের জন্য ভোট চাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আপনাদের আশীর্বাদে আমি মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আপনাদের এবং দেশের জন্য আরও অনেক কিছু করতে চাই।'

## শা-কে চ্যালেঞ্জ কেজরির

শনিবার কেজরিওয়াল দাবি করেছিলেন, 'একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি বিধুরিকে নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি। ওঁর নাম ঘোষণা হলেই আমি গণতন্ত্রকে মজবুত করার স্বার্থে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে নামতে চাই।' তাঁর ওই কথা শুনে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা তোপ দেগেছিলেন, 'কেজরিওয়াল কি এবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নামও ঘোষণা করবেন।' বিধুরি বিতর্কের মধ্যেই রবিবার দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের মন জেতার জন্য শা'কে নিশানা করেন আপ সুপ্রিমো। তা করতে গিয়ে অমিত শা'কে চ্যালেঞ্জ করেন কেজরি। তিনি বলেন, 'দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে আপনারা যত মামলা করেছেন সেগুলি যদি প্রত্যাহার করে নেন, যে সমস্ত জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করেছেন সেখানেই যদি আবার তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেবেন বলে হলফনামা দেন তাহলে আমি নির্বাচনে লড়ব না। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি।' কেজরির লাগাতার আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি বলেন, 'দুজন আপ বিধায়ক মহিন্দর গোয়েল এবং জয় ভগবান উপকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।'

# স্পেস ডকিংয়ের পথে ইসরো

**বেঙ্গালুরু, ১২ জানুয়ারি :** মহাকাশ গবেষণায় নতুন সাফল্যের দোরগোড়ায় ইসরো। দিন কয়েক আগে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার রকেট। এই স্পেডেক্স মিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথে ২টি মহাকাশযানকে যুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করার প্রযুক্তির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখছে ইসরো। রবিবার তারা জানিয়েছে, পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের পিএসএলভি সি৬০ রকেট। সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাত্র ৩ মিটার দূরত্বে অবস্থান করেছে চেজার ও টার্গেট যান দুটি। সেগুলিকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে আশাবাদী ইসরো।

# মহাতারকাদের নিয়ে মহাসংকট

## বাড়ছে উদ্বেগ

- জসপ্রীত বুমরাহর পিঠের একটা অংশ ফুলে রয়েছে। কারণ যদিও স্পষ্ট নয়।
- বিসিসিআইয়ের তরফে বুমরাহকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।
- অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কিনা, জানা যায়নি এখনও।
- সোমবার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করার পর সেখানকার চিকিৎসক, ফিজিওরা বুমরাহর পিঠের চোট নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

# নতুন অধিনায়ক খুঁজে নাও, বললেন রোহিত

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** ছিল রুমাল। হল বিড়াল!

ছিল দল নির্বাচনি বৈঠক। পরিস্থিতির দাবি মেনে দল নির্বাচনের পাশে সেই বৈঠকই হয়ে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের আসর। যার ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা হতে দেরি হল। সঙ্গে আগামীর ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও জল্পনা ও সংশয় বাড়ল।

অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিরা আর কতদিন খেলা চালিয়ে যাবেন? স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিডনি টেস্টের আগেই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন রোহিত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল করেন তিনি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর হিটম্যান আর বেশিদিন টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবেন না, সেটা স্পষ্ট। রোহিতের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে গতকালের বৈঠকে রোহিত জানিয়েছেন, আর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি দায়িত্ব ছাড়বেন। বোর্ডকে নতুন অধিনায়ক খোঁজার কথাও বলেছেন। বৈঠকে হাজির থাকা জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, ‘রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।’

কোচ গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতিতে যেভাবে রোহিত তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন, তা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সঙ্গে এসেছে আরও একটি প্রশ্ন, রোহিত আরও কয়েক মাস থাকলে বিরাট কতদিন থাকবেন? কোহলি গতকালের বৈঠকে ছিলেন না। তিনি এখনও বিসিসিআই-কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেননি। তবে সূত্রের খবর, কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না। বোর্ডের এক কর্তার কথায়, ‘অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ক্রিকেট। গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা কোনও দিনও মেটার নয়। ফল ভুগতে হচ্ছে দলকে।’

> ❝
> রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।
>
> **জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি**

রোহিত সরলে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী অধিনায়ক কে হতে পারেন? কুড়ির ক্রিকেটে সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে সবচেয়ে জোরদার নাম জসপ্রীত বুমরাহ। দলের অন্দরে তাঁর জনপ্রিয়তার কথাও সবার জানা। কিন্তু চোটপ্রবণ বুমরাহকে অধিনায়ক করা নিয়ে বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। গতকালের বৈঠকে বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব দেবজিৎ শইকিয়া চমকপ্রদভাবে বর্তমান অধিনায়ক রোহিতকেই তাঁর উত্তরসূরি বেছে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন বলে খবর। জবাবে হিটম্যান কী বলেছেন, স্পষ্ট নয়। এদিকে, বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকালের বৈঠকে। বিরাট-রোহিতরা ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রনজির দ্বিতীয় পর্বে নিজেদের রাজ্যের হয়ে খেলবেন কিনা, সেটাই এখন দেখার। ২০১২ সালের পর বিরাট ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি। রোহিত শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন ২০১৫ সালে।

বাস্তবে রোহিত-বিরাটদের ভাবনা যাই হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে বদলে চলা ভারতীয় ক্রিকেটে নিশ্চিতভাবেই বড় পরিবর্তন আসন্ন। সেই বদল ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেই যাত্রাপথে কোচ গম্ভীরের ভূমিকা কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

## বন্ধ দরজার ওপারে

মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে শনিবার জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে বৈঠকে বসেন রোহিত শর্মা।

অবসরের সময়টা রোহিত শর্মা নিজেই বাছবেন।

বিরাট কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না।

গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা কোনওদিনও মেটার নয়।

বৈঠকে বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

# ফুলেছে পিঠ, সংশয় বুমরাহকে নিয়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** কারও মতে ধাক্কা। কেউ আবার বলছেন, সঠিকভাবে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট সামলাতে না পারার ফল। আবার অনেকের মতে, দলের অতিরিক্ত নির্ভরতার পরিণাম।

বাস্তব যাই হোক না কেন, জসপ্রীত বুমরাহর ক্রিকেট কেরিয়ারের আকাশে কালো মেঘ। সিডনি টেস্টের তিন নম্বর দিনে পিঠের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সাজঘরে থাকলেও মাঠে নামা হয়নি বুমরাহর। অস্ট্রেলিয়াও অনায়াসে সিডনি টেস্ট ও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিতে নিয়েছিল। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ হার যদি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ধাক্কা হয়ে থাকে, তাহলে সামনে রয়েছে আরও বড় ধাক্কা।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে পাওয়া পিঠের চোট (ব্যাক স্প্যাজম) বুমরাহর ক্রিকেট কেরিয়ারে তৈরি করেছে চরম অনিশ্চয়তা। টিম ইন্ডিয়া ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে বুমরাহর চোট নিয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, বুমরাহর পিঠের চোট গুরুতর। অন্তত দেড় থেকে দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। তিনি কবে ফিট হয়ে ক্রিকেট মাঠে ফিরতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, বুমরাহর পিঠের একটা অংশ ফুলে রয়েছে। কিন্তু কেন, স্পষ্ট নয়।

> ❝
> বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

বিসিসিআইয়ের তরফে বুমরাহকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আগামীকাল বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে বুমরাহর হাজির হওয়ার কথা। সেখানকার চিকিৎসক, ফিজিওরা বুমরাহর পিঠের চোট নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কিন্তু তার আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ টেস্টে ৩২ উইকেট পাওয়া বুমরাহকে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে তো নয়ই, ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এমনকি আইপিএলেও অনিশ্চিত বুমরাহ। মুম্বই থেকে বোর্ডের এক প্রতিনিধি আজ দুপুরে বিশেষ সাধারণ সভার মাঝে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন, ‘বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।’

বুমরাহর পিঠের চোটকে কেন্দ্র করে বোর্ডের অন্দরেও পরস্পরবিরোধী মন্তব্য রয়েছে। অতীতে পিঠের যে অংশে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ, ঠিক একই জায়গায় ফের সমস্যা তৈরি হয়েছে। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কি না, জানা যায়নি এখনও। কিন্তু পরিস্থিতি অস্ত্রোপচার পর্যন্ত গড়ালে বুমরাহ শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা আইপিএলই নয়, জুন মাসের ইংল্যান্ড সফরেও অনিশ্চিত। স্যর ডনের দেশে ১৫১.২ ওভার বল করার মাশুল যে বুমরাহকে এভাবে মেটাতে হবে, কে আর জানত।

*বিসিসিআইয়ের এসজিএমে চলেছেন দেবজিৎ সইকিয়া ও জয় শা।*

# ২১ মার্চ ইডেনে শুরু আইপিএল

**মুম্বই, ১২ জানুয়ারি :** ২০২৫ আইপিএল শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ। ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচে অভিযান শুরু করবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় মেগা লিগের দিনক্ষণ নিয়ে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যারাথন লিগের টক্কর শেষে খেতাবি যুদ্ধ ২৫ মে। ফাইনাল ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচও হবে ইডেনে। প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হবে গতবারের রানার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হোম গ্রাউন্ড রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।

প্রাথমিকভাবে ১৪ মার্চ লিগ শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছিল বোর্ড। কিন্তু এদিনের বিশেষ সাধারণ সভায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২১ মার্চ করা হয়। বোর্ডের বার্ষিক সভা শেষে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন বিসিসিআই সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা।

মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় এদিন সরকারিভাবে সচিবপদে জয় শা-র স্থলাভিষিক্ত হলেন অসমের দেবজিৎ সইকিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিলেন ছত্তিশগড়ের প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। দুইজনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ১ ডিসেম্বর জয় আইসিসি-র দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন দেবজিৎ। সচিব পদের নির্বাচনে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। আজ সরকারি সিলমোহর। অপরদিকে প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলার বোর্ডের দায়িত্ব ছেড়ে মহারাষ্ট্র সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর দায়িত্বে।

### জয় শা-র শূন্যস্থানে অসমের দেবজিৎ

রাজীব শুক্লা জানান, পরবর্তী বৈঠক বসবে ১৮-১৯ জানুয়ারি, যেখানে গুরুত্ব পাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল নির্বাচন প্রক্রিয়া। ১২ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার চূড়ান্ত দিন ছিল। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস সহ একাধিক কারণে সেই দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয় ভারত।

টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলেও জানান রাজীব শুক্লা। এক প্রশ্নের জবাবে জানান, এদিনের বৈঠকে মূল অ্যাজেন্ডা ছিল দুই পদাধিকারীর নির্বাচন। পাশাপাশি এক বছরের মেয়াদে আইপিএলের নতুন কমিশনার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। এদিনের সভায় জয়কে সংবর্ধনাও দেওয়া হয় বিসিসিআইয়ের তরফে।

# কপিল দেবকে গুলি করতে যান যোগরাজ

## ভোল বদলে মাহির প্রশংসায় যুবির বাবা

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি :** ছিলেন হরিহর আত্মা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

হরিয়ানা ক্রিকেট থেকে দুজনেই পা রাখেন ভারতীয় দলেও। একজন কপিল দেব বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরার তকমা আদায় করে নিয়েছিলেন। আরেকজন যোগরাজ সিং দ্রুত হারিয়ে গিয়েছিলেন অন্ধকারে।

নিজের যে হারিয়ে যাওয়ার পিছনে বিশ্ববিখ্যাত বন্ধুটিকেই দায়ী করেন যুবরাজের বাবা। কপিলের মাথায় গুলি করতেও নাকি ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বাড়িতে বন্দুক নিয়েও গিয়েছিলেন! কপিলের মায়ের জন্য গুলি না করে ফিরে আসেন। এক সাক্ষাৎকারে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন খোদ যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ। অভিযোগ, কপিলের কারণেই ভারতীয় দল, উত্তরাঞ্চল দল থেকেও তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে। পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন দীর্ঘদিনের বন্ধুই। ক্ষোভ বারবার উসকে দিয়েছেন। সবকিছু ছাপিয়ে গুলি করতে যাওয়া চাঞ্চল্যকর দাবি।

যোগরাজ বলেছেন, ‘কপিল হরিয়ানা, উত্তরাঞ্চলের পর ভারতের অধিনায়ক হওয়ার পর কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে বাদ দেয়। আমার স্ত্রী (যুবরাজের মা) উত্তরটা কপিলের থেকে জানতে চেয়েছিল। ওকে বলি, কপিলকে উচিত শিক্ষা দেব। পিস্তল বের করে সোজা কপিলের সেক্টর ৯-এর বাড়িতে চলে যাই। মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ও। মায়ের জন্য গুলি চালাতে পারিনি। কারণ ওর মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। কপিলকে তা বলেও আসি।’ এরপর ক্রিকেট ছেড়ে ছেলে যুবরাজকে ক্রিকেটার বানানোকেই ধ্যানজ্ঞান করে নেন যোগরাজ।

*কপিল দেবকে বিঁধলেও সবাইকে অবাক করে আরেক বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে প্রশংসায় ভরালেন যুবরাজের বাবা যোগরাজ সিং।*

বিষেণ সিং বেদির বিরুদ্ধেও মারাত্মক অভিযোগ করেছেন যুবরাজের পিতা। বলেছেন, ‘কপিলের সঙ্গে বিষেণ সিং বেদি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। তাই কখনও বেদিকে ক্ষমা করিনি। উত্তরাঞ্চল দল থেকে কেন বাদ পড়লাম জানতে চেয়েছিলাম অন্যতম নির্বাচক রবীন্দ্র চাড্ডার কাছে। উনি বলেন, বেদির (প্রধান নির্বাচক) ধারণা আমি সুনীল গাভাসকারের ঘনিষ্ঠ। তাই বাদ।’

কপিল, বেদিদের বিরুদ্ধে বোমা ফাটালেও সবাইকে অবাক করে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসা শোনা গেল যোগরাজের মুখে। পুত্র যুবরাজের কেরিয়ার দ্রুত শেষ করার পিছনে মাহিকেই দায়ী করেন বরাবর। এই নিয়ে প্রকাশ্যে ‘ক্যাপ্টেন কুলের’ বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। আজ বিপরীত সুর।

যোগরাজ সিং বলেছেন, ‘সতীর্থদের অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করার দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল অধিনায়ক ধোনির। সবচেয়ে প্রশংসনীয় ব্যাপার হল, উইকেটটা খুব ভালো বুঝত। সেই অনুযায়ী বোলারদের গাইড করত, বলটা কোথায় রাখতে হবে, সেই দিশা দেখাত। একইসঙ্গে ভয়ডরহীন চরিত্র। অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা মনে আছে। মিচেল জনসনের বল ওর হেলমেটের গ্রিলে জোরে আঘাত করে। কিন্তু ধোনিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখিনি। পরের বলেই ছক্কা। এরকম লোক খুব কম পাওয়া যায়।’

## নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বে স্যান্টনার

# সাকিবকে ছাড়াই দল বাংলাদেশের

**অকল্যান্ড ও ঢাকা, ১২ জানুয়ারি :** ইঙ্গিত ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই হল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ঠাঁই হল না সাকিব আল হাসানের। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্নের মুখে। দ্বিতীয় চেষ্টাতেও আইসিসি-র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ওঠেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিংয়ের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা। চলতি বছরে আর টেস্ট দিয়ে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন না সাকিব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুধু ব্যাটিং করতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের নির্বাচকরা শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে সাকিবকে গুরুত্ব দেননি। সাকিবের সঙ্গে দলে জায়গা পাননি তারকা ব্যাটার লিটন দাসও। পাকিস্তান সফরে টেস্ট সিরিজে সফল হয়েছিলেন লিটন। মনে করা হয়েছিল, অভিজ্ঞতা হয়তো কাজে লাগাবে বাংলাদেশ। উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্ব সামলাবেন মুশফিকুর রহিম।

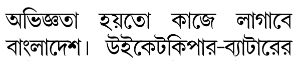

মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দলে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। ১৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। আইসিসি-র সময়সীমা মেনে এদিন যে লক্ষ্যে প্রাথমিক দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। তারকাদের ভিড়ে যে দলে রয়েছেন তিন তরুণ তুর্কি পেসার উইল ও’রৌরকে, বেন সিয়ার্স ও নাথান স্মিথ। ব্যাটিংয়ে ড্যারেল মিচেল, কেন উইলিয়ামসনের মতো তারকা। একঝাঁক অলরাউন্ডার নিঃসন্দেহে কিউয়ি দলের সম্পদ। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও ভারসাম্য, দক্ষতার ছোঁয়া।

**বাংলাদেশ দল**

নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলি, তৌহিদ হৃদয়, মেহেদি হাসান মিরাজ, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমন, নাসিম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব ও নাহিদ রানা।

**নিউজিল্যান্ড দল**

মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যান, উইল ইয়ং, গ্লেন ফিলিপস. মাইকেল ব্রেসওয়েল, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, বেন সিয়ার্স, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি ও উইল ও’রৌরকে।

**আফগানিস্তান দল**

হাশমাতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, রহমত শা, ইক্রাম আলিখিল, গুলবাদিন নাইব, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবি, রশিদ খান, আল্লাহ মহম্মদ গজনফর, নুর আহমদ, ফজলহক ফারুকি, ফরিদ আহমদ, নাভিদ জাদরান।

হাশমাতুল্লাহ শাহিদির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান। চোট সারিয়ে ফেরা ইব্রাহিম জাদরান ও পাঁচ স্পিনারকে নিয়ে শক্তিশালী দলই গড়েছে তারা।

# পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হলেন শ্রেয়স

**মুম্বই, ১২ জানুয়ারি :** মেগা নিলাম থেকে ২৬.৭৫ কোটি টাকায় শ্রেয়স আইয়ারকে দলে নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করানো শ্রেয়স শুরু থেকে পাঞ্জাব কিংসের নেতৃত্বের দাবিদার ছিলেন। তাঁকেই অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। চমক রয়েছে তাঁর নাম ঘোষণার মধ্যে। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়সের নাম ঘোষণা করেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। বিগ বসের অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করা হয়। রিয়্যালিটি শোয়ে অতিথি হিসেবে পাঞ্জাব কিংস স্কোয়াডের দুই সদস্য যুযবেন্দ্র চাহাল ও শশাঙ্ক সিংকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন শ্রেয়স। সলমন তাঁর নাম ঘোষণার পর আপ্লুত শ্রেয়স বলেছেন, ‘দল আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য আমি গর্বিত। কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে আরও একবার কাজ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছি। শক্তিশালী দল হয়েছে আমাদের। দলে প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার ভারসাম্য রয়েছে। আশা করছি, প্রথমবার পাঞ্জাব কিংসকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করে ম্যানেজমেন্টের আমার প্রতি ভরসার মর্যাদা রাখতে পারব।’

### বিগ বসে হল নাম ঘোষণা

# ঋষভ-বিতর্কে জল হরভজনের

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি :** ঋষভ পন্থকে ছাড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘোষিত টি২০ দল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল- দলে দুইজন উইকেটকিপার-ব্যাটার। অথচ, ঋষভ নেই! হরভজন সিং যদিও নির্বাচকদের পাশেই দাঁড়ালেন। যুক্তি, লম্বা অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে সবে দেশে ফিরেছেন ঋষভরা। বিশ্রামটা যুক্তিসংগত। ঋষভকে বিশ্রাম দিয়ে উইকেটকিপার হিসেবে সঞ্জু-জুরেলদের সুযোগ দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ।

# চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে স্থির গ্রেগরা

## দলের পারফরমেন্সে অখুশি নন মোলিনা

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

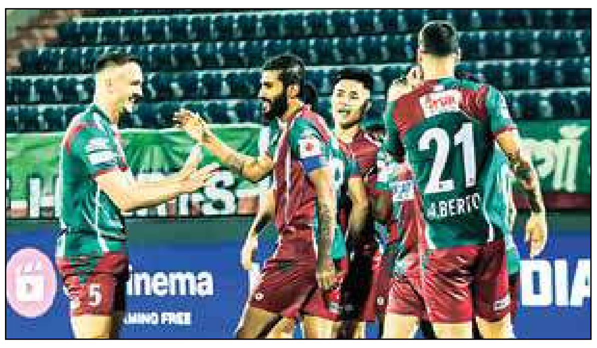

ডার্বি জয়ের পর পরস্পরকে অভিনন্দন মোহনবাগানের ফুটবলারদের।

**গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি :** গুয়াহাটিতে এখন দিনেরবেলা রোদের তাপে বেশ গরম লাগে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ফাঁকা জায়গায় যথেষ্ট কাঁপুনিও ধরে। এনএইচ ৩৭ জাতীয় সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে ততোধিক ঠান্ডা একটা ম্যাচের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত হাজার কয়েক সমর্থকের সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখা আপামর বাঙালি।

তবু ডার্বিতে একশো শতাংশ সাফল্য। সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখেই যে কলকাতায় ফিরতে পারছেন, তাতেই খুশি সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও জানিয়ে দিলেন, 'তিন পয়েন্ট পাওয়ায় আমি খুবই খুশি। হ্যাঁ, প্রচুর সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। আরও ভালো ফল হতে পারত যদি আমরা গোলগুলো করতে পারতাম। কিন্তু তবু খুশি কারণ আমরা তিন পয়েন্ট পেয়েছি বলে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট। তাছাড়া আমাদেরই শহরের সেরা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জিতেছি, ডার্বি জয়ের গুরুত্বই আলাদা। হয়তো দিনটা আমাদের সেরা দিন ছিল না কিন্তু পয়েন্ট টেবিলের জন্য, শিল্ডের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য এই জয়টা দরকার ছিল।' শনিবারই আশ্চর্যজনকভাবে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে সুনীল ছেত্রীদের হারিয়ে দেয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর তাতেই নিকটতম প্রতিপক্ষের থেকে পরিষ্কার আট পয়েন্টে এগিয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। নিজেদের ১৫ নম্বর তিনে থাকা ম্যাচ এফসি গোয়া জিতে গেলেও সেই পার্থক্য ৬ পয়েন্টের হবে। যা অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে মোলিনা সহ গোটা শিবিরকে।

রাতেই টিম হোটেলে পৌঁছে যান এখানে আসা কিছু ফ্যান ক্লাবের সমর্থক। তাঁদের নিয়ে আসা কেক কেটে সমর্থকদের সঙ্গেই হোটেলে খানিক হইচই করে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন ফুটবলাররা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট বলেই দিলেন, 'দেখুন এখনই অত লাফালাফির কিছু হয়নি। হ্যাঁ, এই ম্যাচটা আমরা জিতে ফিরছি খুব ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের। একটা দিন আমরা খুব সামান্য বেলাগাম হতে পারি। কিন্তু পরদিন থেকেই ফের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে, পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য।' লিগ জিততে হলে যে সব ম্যাচ জেতা জরুরি একথা অবশ্য মোলিনাও প্রায় প্রতি ম্যাচে বলেন। এদিনও বললেন, 'আপনি যদি চ্যাম্পিয়ন হতে চান তাহলে কোনও ম্যাচকেই কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা চলবে না। সব ম্যাচ জেতার মানসিকতা রাখতে হবে। এই ম্যাচে যেমন আমরা অত্যন্ত খারাপ খেলতে শুরু করি ওরা দশজন হয়ে যাওয়ার পর। একজন বেশি ফুটবলার নিয়ে আমাদের খেলার মান নেমে গেল হঠাৎ। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলা শুরু হল। শেষ দশ মিনিট তো ওরা বল নিয়ে এত বেশি নড়চড়া করেছে যে আমরা চাপে পড়ে যাই। এরকম পারফরমেন্স চলবে না। তবে সবমিলিয়ে আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি, কারণ অন্যদের সঙ্গে পয়েন্টের পার্থক্যটা বাড়ল।'

> আমরা জিতে ফিরছি খুব ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের।
>
> **গ্রেগ স্টুয়ার্ট**

মোলিনা থেকে লিস্টন কোলাসো, প্রত্যেককেই খালি গ্যালারি কষ্ট দিয়েছে। লিস্টন বলছিলেন, 'এই রকম ফাঁকা গ্যালারিতে তো আমাদের খেলার অভ্যাস নেই। বিশেষ করে ডার্বি। আমাদের সমর্থকরা এমনিই মাঠ ভরিয়ে দেন। আশা করব ওঁরা পরের হোম ম্যাচে আমাদের পাশে থাকবেন।' মোলিনাও স্বীকার করলেন, 'ওই রকম ভরা গ্যালারি আর এই রকম ফাঁকায় খেলা তো এক নয়। সমর্থকদের ওই চিৎকার ফুটবলাদের খেলায় অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে। সমর্থকদের মিস করেছি, এটা ওঁদের বলতে চাই। ওঁদের সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। ওঁদের জন্যই লড়েছি। আশা করি ওঁরা এই জয়ে খুশি। পরের ম্যাচে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করব।'

সেই অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে করবেন সমর্থকরাও। হয়তো ওই ২৭ জানুয়ারি বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে ঘরের মাঠেই হতে পারে ডার্বি জয়ের উৎসব পালন।

# হেক্টর-হিজাজির পরিবর্ত চান ব্রুজোঁ

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি :** বিহু উৎসবের জন্য সেজে ওঠা গুয়াহাটি এখন উজ্জ্বল রঙিন টোকা, স্থানীয় সুন্দর সুন্দর গামছা আর অসম সিল্কের তৈরি নানা জিনিসে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে আন্তর্জাতিক মেলা, এক্সপো। এই উৎসবের আবহে ততোধিক অন্ধকার এদিন লাল-হলুদ শিবির।

ডার্বির মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচের শুরুতেই গোল খাওয়া, তারপর দশজন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খুব খারাপ না খেলেও তিন পয়েন্ট খুইয়ে এলে অবশ্য কারই বা মন ভালো থাকে? স্বাভাবিকভাবেই মুখ বেজার কোচ অস্কার ব্রুজোঁ থেকে গোটা শিবিরেরই। ডার্বির মতো ম্যাচে তিন ডিফেন্ডারে দল নামানোর সুযোগ জেমি ম্যাকলারেন শুরুতেই নিয়ে নেন। বিশেষ করে পিভি বিষ্ণু কেন ব্যাকে, কেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা শুরু থেকে, এসব প্রশ্ন উঠলেও নিজের পরিকল্পনায় ভুল ছিল, মানছেন না ব্রুজোঁ। তাঁর ব্যাখ্যা, 'আমার পরিকল্পনা সঠিক ছিল। একদম শেষ অংশে আমাদের কাছেও ম্যাচটা ওপেন ছিল। বাকি সময় আমরা ওদের সঠিকভাবে ব্লক করেছি। প্রতিটি ফাঁকফোকর বুজিয়ে ফেলা গিয়েছিল। বিশেষ করে ওদের দুই উইংকে খেলতেই দেওয়া হয়নি। মনবীর (সিং) আর লিস্টনের (কোলাসো) কাজ আমরা কঠিন করে দিতে পেরেছি। ওরা জায়গা নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। তিনজন সেন্টার ব্যাক ও তিন মিডফিল্ডার নিয়েও ওরা ম্যাচে কর্তৃত্ব করতে পারেনি। হয়তো খেলার ফল আমাদের পক্ষে যায়নি কিন্তু আমার ছেলেদের প্রশংসা করতেই হবে। কারণ দশজনেও ওরা দুর্দান্ত লড়েছে।'

ম্যাকলারেনের গোলটার সময়ে হেক্টর ইউস্তে তাড়া করেও আর নাগাল পাননি অজি স্ট্রাইকারের। প্রায় প্রতি ম্যাচেই তাঁর এবং হিজাজি মাহেরের ভুলে ডুবছে দল। ব্রুজোঁ অবশ্য তাঁর ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়ালেন, 'ভালো এবং খারাপ দুই সময়েই আমি আমার ছেলেদের পাশেই থাকব। আমরা যখন জিতি তখনও সবাই মিলে জিতি। আবার হারলেও তার দায় সবারই।' একইসঙ্গে আরও বলেছেন, 'ব্যক্তিগত ভুল যদি একটা ম্যাচে হয় তাহলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু প্রায় প্রতি ম্যাচে হলে সেটা চিন্তার বিষয়। তার মানে এই ভুলের কোনও সমাধান আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।' হেক্টর ও হিজাজির ভুলে প্রায় প্রতি ম্যাচে দলকে ডুবতে হচ্ছে বলে তিতিবিরক্ত অস্কার ইতিমধ্যেই ম্যানেজমেন্টের কাছে এই দুই বিদেশি ডিফেন্ডারের পরিবর্ত খোঁজার কথা বলেছেন। পাঞ্জাব এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে গোল করার পর ডেভিডকে শুরু থেকে খেলানোর চাপ বাড়ছিল ব্রুজোঁর উপর। তবে শুরু থেকে খেলে ডার্বিতে একেবারেই চোখে পড়েননি তিনি। বরং এরকম একটা ম্যাচে নাওরেম মহেশ সিং ও নন্দকুমার শেখরের মতো অভিজ্ঞদের কেন বসিয়ে রাখা হল, প্রশ্ন উঠেছে সেটা নিয়েই। ব্রুজোঁর ব্যাখ্যা, 'ডার্বি মানে শুধুই অভিজ্ঞতা নয়। সম্প্রতি কে কেমন পারফরমেন্স করেছে সেটাই বিচার্য। প্রতিপক্ষকে বিচার করেই আমরা ৩-৫-২ ছকে যাই। আমার মতে, সেটা কাজেও লেগেছে। ডেভিড খুব ভালো খেলেছে। ওর জন্যই বাগানের দুই সেন্টার ব্যাক উপরে উঠতে পারেনি। আমার মতে, পরিকল্পনা সঠিক ছিল।'

## ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাবের অভিযোগে নড়েচড়ে বসল ফেডারেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** আইএসএলে রেফারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ন্যায্য পেনাল্টি না দেওয়া থেকে, ভুল কার্ড দেখানো। ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ। সেই নিয়ে অবশেষে বোধহয় নড়েচড়ে বসল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। শনিবার বড় ম্যাচে ন্যায্য পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গল বঞ্চিত হয়েছে বলে দাবি লাল-হলুদ শিবিরের। লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'এই প্রথম নয়, আমরা বারবার রেফারির চক্রান্তের শিকার হচ্ছি। একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি।'খারাপ রেফারিং নিয়ে সরব পাঞ্জাব এফসি-ও।

শতরানের আনন্দে জেমিমা রডরিগেজ। রাজকোটে রবিবার।

# রানের রেকর্ডে সিরিজ স্মৃতিদের

ভারত-৩৭০/৫ আয়ারল্যান্ড-২৫৪/৭

**রাজকোট, ১২ জানুয়ারি :** এক ম্যাচ বাকি থাকতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় মহিলা দল। প্রতীকা রাওয়ালকে (৬১ বলে ৬৭) নিয়ে অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা (৫৪ বলে ৭৩) ওপেনিং জুটিতে ১৯ ওভারে ১৫৬ রান তুলে ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে আইরিশ বোলারদের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালান জেমিমা রডরিগজ (৯১ বলে ১০২) ও হার্লিন দেওল (৮১ বলে ৮৯)। ভারত ৫ উইকেটে তোলে ৩৭০ রান। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে ভারতীয় দলের সর্বাধিক রান। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ভারত ২০১৭ সালে ৩৫৮/২ স্কোর খাঁড়া করেছিল। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভদোদরাতে ভারত থেমেছিল ৫ উইকেটে ৩৫৮ নিয়ে। সেই রেকর্ড এদিন পেরিয়ে যায় স্মৃতির দল। রানের বন্যার মধ্যেও শেষদিকে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ বলে ১০ রান নিয়ে রিচা ঘোষ আউট হয়ে যান। কোনও সময়েই বিশাল রান তাড়ার জায়গায় ছিল না আয়ারল্যান্ড। উইকেটকিপার ক্রিস্টিনা কোল্টার রিইলি ৮০ রান করলেও উলটোদিক থেকে কেউই তাঁকে সংগত করতে পারেননি। ৭ উইকেটে তারা ২৫৪ রানে আটকে যায়। দীপ্তি শর্মা ৩৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জোড়া শিকার রয়েছে প্রিয়া মিশ্রের ঝুলিতে।

## সেমিতে ডিপিএস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** দাত্তু ফাদকার ট্রফি আন্তঃমহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ স্কুল ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) দাগাপুর। রবিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৯৮ রানে ডিএভি স্কুলকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে ডিপিএস ৪৫ ওভারে ৬ উইকেটে ২২১ রান তোলে। অর্ক বসু ৪৭ ও ম্যাচের সেরা প্রিয়ানুজ দেব ৪২ রান করে। রাকেশকুমার সিং ৪০ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ডিএভি ৩৩ ওভারে ১২৩ রানে অল আউট হয়। রাকেশ ২৬ রান করে। অর্কদীপ প্রামাণিক ৩১ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে স্বর্ণাভ সাহা (১৩/২)। সোমবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুল ও সেন্ট মাইকেলস স্কুল।

ম্যাচের সেরা প্রিয়ানুজ দেব।

ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে সুনীল গাভাসকার ও বিনোদ কাম্বলি।

## এফএ কাপে জয় দুই ম্যাঞ্চেস্টারের

**ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ জানুয়ারি :** প্রিমিয়ার লিগে শেষ তিন ম্যাচে অপরাজিত। তার মধ্যে দুইটি জয়। শনিবার রাতে এফএ কাপ তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ইংল্যান্ডের চতুর্থ সারির ক্লাব সলফোর্ড সিটিকে নাস্তানাবুদ করে ৮-০ গোলে জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচে প্রথম একাদশে দশটি পরিবর্তন করেন পেপ গুয়ার্দিওলা। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে শুধু নাথান অ্যাকে ছিলেন। গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে ২০টি শট নেয় সিটিজেনরা। তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ১০টি। আর গোল হল ৮টি। ৮ মিনিটে জেরেমি ডোকু প্রথম গোলমুখ খোলেন। এরপর গোলের বন্যায় ভেসে গেল সলফোর্ড। ডোকু আরও একটি গোল করেন ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে। স্পটকিক থেকে আরও একটি গোল করেন জ্যাক গ্রিয়েলিশ। হ্যাটট্রিক করলেন জেমস ম্যাকাটি। এছাড়া একটি করে গোল ডিভিন মুবামা এবং নিকো ও'রেইলির। ম্যাচের সেরা ম্যাকাটি।

রবিবার আর্সেনালের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাউন্ডে টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। নির্ধারিত সময়ে ছিল ১-১। ৫২ মিনিটে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। সমতা ফেরান গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস। ৬১ মিনিটে ইউনাইটেডের দিয়েগো ডালোট লাল কার্ড দেখেন।

সমর্থকদের বিচারে আইএসএলে সপ্তাহের সেরা গোলের জন্য পুরস্কৃত ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ।

## ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে আশাবাদী বাইচুং

# বাগানের খেলায় হতাশ ব্যারেটো

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :** আইএসএল ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দাপট অব্যাহত। তবে এই বড় ম্যাচে সবুজ-মেরুনের খেলায় কিছুটা হলেও হতাশ হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। এদিকে ইস্টবেঙ্গল যেভাবে লড়াই করেছে তার প্রশংসাই করছেন প্রাক্তনীরা। অস্কার ব্রুজোঁর দল নিয়ে আশাবাদী বাইচুং ভুটিয়াও।

**হোসে রামিরেজ ব্যারেটো**

মোহনবাগান খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারেনি। তবে একজন সবুজ-মেরুন সমর্থক হিসেবে তিন পয়েন্টেই আমি খুশি। বড় ম্যাচে জয়টাই শেষ কথা। তবে মোহনবাগানকে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। আসল কাজটা এখনও বাকি।

**বাইচুং ভুটিয়া**

ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ। আমার ধারণা দলটাকে আরও কিছুটা সময় দেওয়া দরকার। চলতি বছর অনেক ভালো দল হয়েছে। আমি নিশ্চিত ভালো ফল হবেই।

**মানস ভট্টাচার্য**

শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান হয়তো ভেবেছিল সহজেই ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব হবে। সেখানে পিছিয়ে পড়ার পরও ইস্টবেঙ্গলের লড়াই অবশ্যই প্রশংসনীয়। দুই দলই গোলের অনেক সুযোগ তৈরি করেছে। আপুইয়ার হাতে যে বলটা লাগল ওটা নিশ্চিতভাবে পেনাল্টি হয়। ওখান থেকে গোল হলে ফল অন্যরকম হতেই পারত। গত ডার্বিতেও ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় মোহনবাগান। আসলে সার্বিকভাবেই আইএসএল রেফারিংয়ের মান নেমে গিয়েছে। তবে মেনে নিতে হবে যে গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল লক্ষ্যে কোনও শট রাখতে পারেনি।

**সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়**

ডার্বি জেতাটাই আসল কথা। তবে মোহনবাগান আরও ভালো খেলতে পারত। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণভাগে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। কিছু সিদ্ধান্ত বাদ দিলে রেফারিং খুব খারাপ নয়। তবে ভিএআর থাকলে অনেক সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয়ে যেত। দিনের শেষে রেফারিরাও মানুষ। ভুলভ্রান্তি হতেই পারে।

**দীপক মণ্ডল**

ইস্টবেঙ্গল খুব খারাপ খেলেনি। রেফারিং নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ঠিকই। তবে শুধু তো ইস্টবেঙ্গল নয়, অধিকাংশ দলই খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগও এর দায় এড়াতে পারে না।

## তিন পদক পুনিতের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** ভদোদরায় জুনিয়ার ও ইয়ুথ জাতীয় টেবিল টেনিসে তিনটি পদক জিতল শিলিগুড়ির পুনিত বিশ্বাস। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের সিঙ্গলসে ফাইনালে পুনিত ১-৪ গেমে তামিলনাড়ুর পিবি অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে হেরেছে। এর আগে সেমিফাইনালে পুনিত ৩-০ গেমে অসমের প্রিয়ানুজ ভট্টাচার্যকে হারিয়েছিল। টিম ইভেন্টে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে পুনিত, অঙ্কুর ভট্টাচার্য, শঙ্খদীপ দাস, ঐশিক ঘোষ সমৃদ্ধ বাংলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে তারা ৩-০ ব্যবধানে তামিলনাড়ুকে হারিয়েছে। সেখানে পুনিত ৩-২ গেমে অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে জয় পায়। এর আগে সেমিফাইনালে বাংলা ৩-১ ব্যবধানে অসমকে হারিয়েছিল। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ডাবলসে রানার্সের ট্রফি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় পুনিতকে। ফাইনালে পুনিত-ঐশিক ১-৩ গেমে সতীর্থ অঙ্কুর-শঙ্খদীপের বিরুদ্ধে হেরেছে। তবে পুনিতের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার কোচ শুভজিৎ সাহা। গত চার বছর ধরে শুভজিতের কাছে পুনিত অনুশীলন করছে। ১৯ জানুয়ারি সুরাটে শুরু হতে চলা সিনিয়ার ন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে পুনিত। সেখানেও সে সিঙ্গলস, ডাবলস ও টিম ইভেন্টে নামবে। সিনিয়ার ন্যাশনালেরও পুনিতের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী শুভজিৎ।

ট্রফি ও পদক নিয়ে পুনিত বিশ্বাস।

# চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু সাবালেঙ্কার

**মেলবোর্ন, ১২ জানুয়ারি :** প্রত্যাশিতভাবে জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অভিযান শুরু করলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তবে টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সুমিত নাগাল শুরুতেই ছিটকে গেলেন। রবিবার মেলবোর্ন পার্কে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ানে স্টিফেন্সকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন সাবালেঙ্কা। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২। যদিও এদিন নিজের খেলায় খুশি হতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ম্যাচের পর বলেছেন, 'আজ আমি সেরাটা দিতে পারিনি। তবুও ম্যাচটা যে দুই সেটে জিততে পেরেছি এটা একটা স্বস্তির জায়গা।' এদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে গতবারের রানার্স ঝেং কুইনওয়েন সহজ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছেন। আনকা তাডোনিকে তিনি হারান ৭-৬ (৩), ৬-১ গেমে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। এটিপি র‍্যাংকিংয়ের ১০৩-এ থাকা লুকাস পউলেকে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ ফলে হারান তিনি। ক্যাসপার রুড প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছেন জাওমে মুনারকে। রোলারকোস্টার পাঁচ সেটে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। রুডের পক্ষে ফল ৬-৩, ১-৬, ৭-৫, ২-৬, ৬-১। ভারতের সুমিত নাগাল প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাকের কাছে। সুমিত হেরে গিয়েছেন ৩-৬, ১-৬ ও ৫-৭ ফলে।

প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন সুমিত নাগাল। মেলবোর্নে রবিবার।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং-এর একজন বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক-কে 16.10.2024 তারিখের ড্র-তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57G 68993 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন, "আমার কোটিপতি হওয়া স্বপ্ন ছিল বহুকালের কিন্তু বাস্তবায়িত করার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওই জাদুকাঠি ছিল ডিয়ার লটারির কাছে যা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এটা সম্ভবপর হয়েছে ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর সততা প্রমাণিত।

*বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

## সেরা ব্রিগেড চামুণ্ডা

**বারবিশা, ১২ জানুয়ারি :** উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ব্রিগেড চামুণ্ডা শিলিগুড়ি। ফাইনালে তারা ১৩১ রানে হারিয়েছে রেনেসাঁ একাদশ কোচবিহারকে। চামুণ্ডা প্রথমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। ফাইনালের সেরা আদিত্য সিং ঋষি ৬৯ রান করেন। মনু ২২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রেনেসাঁ ১১.৫ ওভারে ৪০ রানে গুটিয়ে যায়। রোশন কান্তি ১১ রান করেন। আদিত্য ৫ রানে ৩ উইকেট নেন। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার সোনুকুমার সিং। তিনিই প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রান ও উইকেট শিকারি।

ট্রফি হাতে নিয়ে ব্রিগেড চামুণ্ডা শিলিগুড়ি।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে কনকাই এফসি। ছবি : সূত্রধর

## চ্যাম্পিয়ন কনকাই এফসি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :** মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নেপালের কনকাই এফসি। রবিবার ফাইনালে তারা ৪-০ গোলে কলকাতার মিলন সমিতিকে হারিয়েছে। মিলন মোড় মাঠে জোড়া গোল করেন নীরজ কার্কি। কনকাইয়ের বাকি গোল দুইটি মিলন রাই ও ফাইনালের সেরা রোহন কার্কির। প্রতিযোগিতার সেরা কনকাইয়ের হেমন লিম্বু। সেরা ডিফেন্ডার মিলনের রকি। সেরা গোলকিপার কনকাইয়ের যোগেশ ধীমাল। সর্বাধিক গোলস্কোরারের পুরস্কার পেয়েছেন নীরজ। ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে শিলিগুড়ির নবাঙ্কুর সংঘের দখলে। ফাইনাল শুরুর আগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

SoftHeel
সফ্টহীল

শীতকাল এসে গেছে
ফাটা গোড়ালিকে সুরক্ষিত রাখুন
সফটহীল দিয়ে আপনার গোড়ালিকে নরম করুন
Now available on Flipkart HEALTHMUG JioMart 1mg shopbtex.com